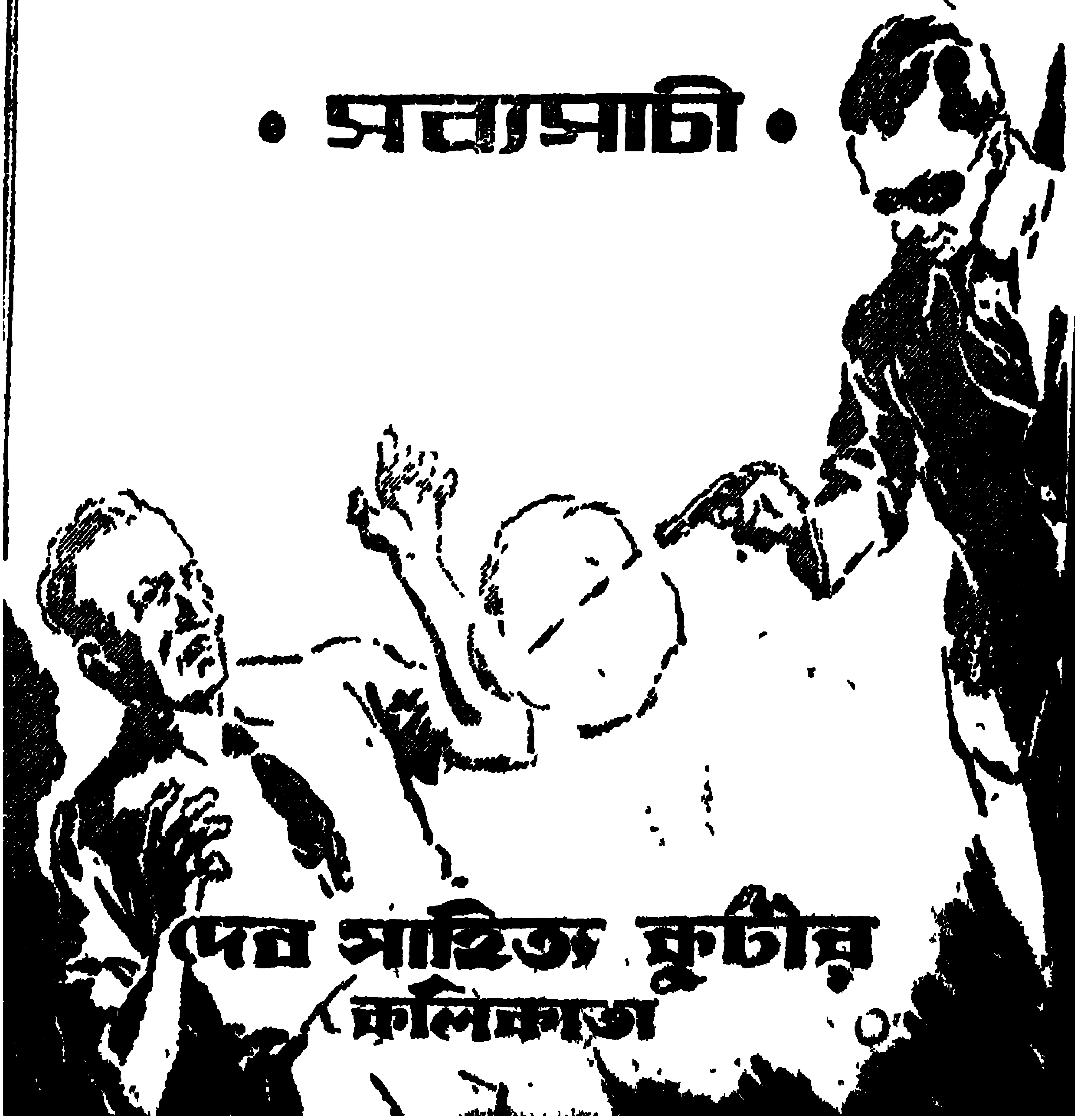
প্রহেলিকা সিরিজ—৪

কালের কবলে

সব্যসাচী



দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুলাই
১৯৫৭

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯



কালের কবলে-



পরিমল চীনেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

কালের কবলে

এক

কলকাতার চীনে-পাড়ায় খুন-জখম-গুণ্ডামি প্রায় সব সময় লেগেই ছিল। এমন একটা মাসও যেত না, যে মাসে দু'-একটা খুন বা রাহাজানি সে পাড়ায় হয়নি।

পুলিশ-তদন্তে এ সত্যটা প্রায় সর্ব্বদাই প্রকাশ পেয়েছে যে, এই সব ঘটনায় আহত-নিহত বা আসামী, দু'পক্ষই চীনে।

খবরের কাগজে এমন ধরণের ঘটনার বিবরণ অনেক সময়ই দেখা গেছে। কিন্তু আহত-নিহত বা আসামীর উৎকট ও উদ্ভট চীনে নামগুলো পাঠক-পাঠিকার দল সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলে যেত, কেউ তা' মনে করে রাখ্‌ত না। কেবল নিহত 'লি-ওয়াঙ' যেন ছিল এর একটা মস্ত ব্যতিক্রম। তার নামটা সকলেরই মুখস্থ হয়ে ছিল। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর বিজয় মিত্র লি-ওয়াঙের হত্যা-রহস্য তদন্ত করতে গিয়ে, অতি অল্প দিনের মধ্যে নিজেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

বিজয় মিত্রের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-মহলে একটা বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। তদন্ত-ভার হাতে নেবার মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

প্রথমে কেউ-কেউ মনে করেছিল, বিজয়বাবু নিজেই হয়ত কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছেন, বা সহরের বাইরে কোথাও চলে

গেছেন। আত্মীয়-স্বজন ও পুলিশ-মহলের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এটা ছিল তবু একটা মস্ত সান্ত্বনা ও প্রকাণ্ড আশা। কিন্তু হঠাৎ একদিন একখানি চিঠিতে এক নিমিষে সব-কিছুই চুরমার হয়ে গেল।

পুলিশ-কমিশনারের কাছে একদিন ডাকে একখানি চিঠি এলো। তাতে লেখা ছিল :—

ইন্‌স্পেক্টর বিজয় মিত্রকে আমরা অনেকদিন হয় গ্রাস করেছি। আশা করি লি-ওয়াঙের ব্যাপারে হাত দিতে হ'লে, আরো উঁচুদরের জাঁদরেল কাউকে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু এমন ভাবে লোকক্ষয় করে কোন লাভ আছে কি? আপনাদের মত বহু পুলিশকে হজম করবার মত শক্তি আমাদের আছে জেনে রাখবেন। ইতি—'স্পষ্টবাদী'

এমন একটা চিঠির পরে যে পুলিশ-মহলে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? হলও ঠিক্ তাই। বিজয়বাবুর পরে আর যাঁরা সেই তদন্ত-ভার কাঁধে তুলে নিতে পারতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একে-একে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারী সার্টি-ফিকেটের জোরে তাঁরা ছুটির প্রার্থনা করে বসলেন।

সত্যই ব্যাপারটা এমনি ঘোরালো হয়ে উঠল।

পুলিশ-কমিশনার বুঝলেন সবই,—বুঝে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অগত্যা আর উপায় না দেখে তিনি প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ রবি রায়কে ডেকে পাঠালেন।

তারপর রবি রায়ের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ হল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। রবি রায় যখন গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসে নিজের বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে, পৃথিবী যেন তখন তার সমুখে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার ললাটে তখন দারুণ চিন্তার রেখা, আর চোখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য।

বাড়ী ফিরে এসে সারাটা দিন সে নীরবেই কাটিয়ে দিল। তার বন্ধু ও সহকারী পরিমল কিছু বিস্মিত হয়ে তাকে কত প্রশ্নই সেদিন করেছিল! কিন্তু রবি রায়ের সমাধি-মগ্ন মৌন অবস্থা তাতে কিছুমাত্র কাটেনি।

পরদিন ভোর হতেই সে পরিমলকে ডেকে তার পুরাণো খবরের কাগজের ফাইলটা আনিয়ে নিল। আধঘণ্টাখানেক সে কাগজের তাড়াগুলো বেশ ঘাঁটাঘাঁটি করে, কতকগুলো কাগজ তা থেকে বাছাই করে রাখল। মনে হল, সে যেন কতকটা হদিশ এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছে।

সাহস পেয়ে পরিমল জিজ্ঞাসা করল, "এগুলো থেকে বিজয়বাবুর কোন খবর বার করতে পারলে রবি-দা?"

রবি বলল, "না। এগুলো থেকে যা খুঁজে পাচ্ছি, সে হচ্ছে লি-ওয়াঙের হত্যা-বিবরণ।"

পরিমল বলল, "ও! তাহলে এই মৎলবেই তুমি এই পুরাণো কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছ,—না?"

"হাঁ।" রবি সংক্ষেপে উত্তর দিল "হাঁ", তারপর খানিকক্ষণ নীরবে সেই কাগজগুলো আবার কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করে বললে, "এই দেখ পরিমল, ২২শে ডিসেম্বর তারিখের কাগজখানা একবার দেখ। এই রহস্যপূর্ণ হত্যা নিয়ে আন্দোলন নিতান্ত কম হয়নি দেখতে পাচ্ছি। কি লিখেছে মন দিয়ে শোন।"

রবি কাগজখানা তুলে পড়তে আরম্ভ করল :—

"গত অক্টোবর মাসের ১৩ই তারিখে চীনা-পল্লীতে যে রহস্যময় হত্যা সাধিত হইয়াছিল, পুলিশ এখন পর্য্যন্ত তাহার, কোনও কিনারা করিতে পারে নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত এবং দুঃখিত হইয়াছি।

নিহত চীনেম্যানের নাম লি-ওয়াঙ; পুলিশের রিপোর্টে প্রকাশ—লি-ওয়াঙের প্রাসাদ হইতে প্রায় একলক্ষ নানাজাতীয় জহরত উদ্ধার করা হইয়াছে। লি-ওয়াঙ যথেষ্ট ধনবান্ ছিল—সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু পুলিশের ধারণা অন্যরূপ। এই জহরতগুলির সাথে লি-ওয়াঙের হত্যার কোনও গভীর সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, লি-ওয়াঙের হত্যাকারী, তার প্রচুর অর্থ অথবা ঐ জহরতগুলি স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। সুতরাং আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, লুণ্ঠনের জন্য এই হত্যা সাধিত হয় নাই। ইহার অন্তরালে হত্যাকারীর কোনও গোপন উদ্দেশ্য ছিল। পুলিশ ইহার জোর তদন্ত করিতেছে।”

রবি পড়া শেষ করে মুখ তুলে পরিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, “লি-ওয়াঙের হত্যা নিয়ে যা আন্দোলন হয়েছিল, তা এখন শুনলে ত? আচ্ছা, এবার ২৯শে ডিসেম্বরের কাগজে কি লিখেছে মন দিয়ে শোন :—

লি-ওয়াঙের মৃত্যু-রহস্য ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, এই রহস্যের তদন্ত-ভার অর্পিত হইয়াছিল কলিকাতা পুলিশের সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর বিজয় মিত্রের উপর। কিন্তু শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম যে, এই হত্যার তদন্তে নিযুক্ত হওয়ার পরে—অতি অল্প দিনের মধ্যেই—মিত্র-মহাশয় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই রহস্যের পিছনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। আশা করি, পুলিশ এই রহস্য ভেদ করিতে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সচেষ্ট হইবে।”

রবি রায় মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, “এখন তুমি এথেকে কি বুঝলে বলত?”

পরিমল বলল, "সেকথা শুনলে তুমি মোটেই আনন্দিত হবে না রবি-দা! কারণ খবরের কাগজগুলোতে ঠিক যেটুকু লেখা রয়েছে তার বেশী বিন্দু-বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি একথা বাধ্য হয়েই স্বীকার করছি। আমার ভয় হয় যে, তুমিও বোধহয় আমার চেয়ে বেশী কিছু উদ্ধার করতে পারনি এই পুরোণো সংবাদগুলো থেকে।"

রবি বলল, "বৃথা অনুমান করে যখন লাভ নেই, তখন তোমার কথাই সত্য বলে মেনে নিলাম; কিন্তু আর একটা কথা তোমায় বলা হয়নি। নিহত লি-ওয়াঙের বাড়ী থেকে প্রায় একলক্ষ টাকার মত নানা রকম জহরত আবিষ্কৃত হয়েছে তা ত জানতেই পারলে! আমি পুলিশ-কমিশনারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, জহরতগুলো খাঁটি হ'লেও সবগুলোই অত্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার কারণ এই যে, ওগুলো তখন পর্য্যন্ত কোনও জহুরীর দ্বারা কাটিয়ে তার আকাবগুলো সুদৃশ্য করা হয়নি। এখন বক্তব্য এই যে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, জহরতগুলো খনি থেকে তুলে আনার পর অবধি লি-ওয়াঙের জিম্মায় ছিল। পুলিশ-সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছে, লি-ওয়াঙ কোনও হীরার খনির মালিক নয়। এমন অবস্থায় এই বহুমূল্য জহরতগুলো সে কোত্থেকে যোগাড় করেছিল, পুলিশ তাই জানবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস, হত্যাকারী ঐ জহরতগুলো অপহরণ করে অদৃশ্য না হলেও এর সাথে লি-ওয়াঙের মৃত্যুর গূঢ় সম্বন্ধ আছে।"

পরিমল জিজ্ঞাসা করল, "লি-ওয়াঙ লোকটা কে? তার প্রকৃত পরিচয় পুলিশ কিছু জানতে পেরেছে?"

হয়েছে। লি-ওয়াং যে কোত্থেকে বছর দুই আগে কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করে, তা কিছুই জানা যায়নি। তবে এটা ঠিক যে, লি-ওয়াঙ তার আসল নাম নয়, এটা তার ছদ্মনাম ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও কারণে সে একটা ছদ্মনামে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে ছিল। কিন্তু—কেন?"

পরিমল কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "রহস্য অত্যন্ত জটিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তুমি কি ভাবে অগ্রসর হবে ভেবে দেখেছ রবি-দা? পুলিশ এত চেষ্টা করেও যখন নিরাশ হয়েছে, শুধু তাই বা কেন, বিজয়-বাবুর মত জাঁদরেল ইন্‌স্পেক্টরও যখন অদৃশ্য হয়েছেন—তখন তুমি এই রহস্য ভেদ করবে কি করে, তা আমি বুঝ্‌তে পারছি না। তবে এতে যে তোমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে, এটা ঠিক।"

রবি হেসে বলল, "পরিমল, এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে প্রতি পদে। লি-ওয়াঙের মৃত্যু যে কোন অদৃশ্য গভীর ষড়যন্ত্রের ফল, সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; এবং সেই ষড়যন্ত্রকারীদের পেছনে লাগলে, তার ফল কি ঘটতে পারে, তাও আমার অজানা নেই। নিঃসন্দেহে এটুকু বললেই হবে যে, আমাদেরও যে-কোন মুহূর্ত্তে লি-ওয়াঙের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হতে পারে! কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় হতাশ হলে ত চলবে না। আমি এই রহস্যভেদ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। নিরুদ্দিষ্ট বিজয়বাবুকে যেমন করেই হোক, খুঁজে বার করতে হবে।"

পরিমল বলল, " 'আমি' বলছ কেন? বল যে 'আমরা'! তুমি কি ভেবেছ যে বিপদের আশঙ্কায় আমি চুপ করে ঘরে বসে কড়িকাঠ গুণব? মোটেই না। আমিও তোমার সাথে আছি মনে রেখ।"

দুই

নিহত লি-ওয়াঙের সম্বন্ধে গোপনে খোঁজ নিয়েও নূতন কোন সংবাদই জানা গেল না। সে এর আগে কোথায় ছিল এবং কোত্থেকে এসে এখানে বাস করতে আরম্ভ করে, সে প্রশ্নের উত্তর কেউ সঠিক ভাবে দিতে পারল না। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে বাস করত স্বয়ং লি-ওয়াঙ এবং তার একমাত্র বিশ্বস্ত চীনে-ভৃত্য—উংফু। তাছাড়া লি-ওয়াঙের কোন আত্মীয়-স্বজন সেখানে বাস করত না, বা কেউ তার কাছে কোনদিন আসতও না।

রবি চিন্তিত ভাবে বলল, "ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লি-ওয়াঙ এত গোপনে এবং ছদ্মনামে এখানে বাস করত কেন? সে কি কোনও ফেরারী আসামী? না, কারও ভয়ে ভীত হয়েই সে এই পন্থা অবলম্বন করেছিল?"

পরিমল বলল, "লি-ওয়াঙ যে তার আসল নাম নয়—ছদ্মনাম, এ খবরটা তুমি পেলে কোথায়?"

রবি বলল, "সে যেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল, সেদিন নবাগত চীনেদের মধ্যে সেই নামে কোন চীনে ছিল না, এ খবরটা জানা গেছে। তাহলেই মনে হচ্ছে যে, পাশপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছিল তার আসল নামেই। নাম ভাঁড়িয়ে পাশপোর্ট পাওয়াটা খুব সহজ নয়, জান ত? কাজেই এসেছিল সে নিজের নামেই; কিন্তু [redacted]

পরিমল বলল, "তাহ'লে কি যে তার আসল নাম ছিল, তার কি কোন খোঁজ নেওয়া চলে না? সেদিনকার নবাগত চীনেরা এখন কে কোথায় আছে, এই খোঁজ যদি নাও, তাহ'লে নিশ্চয়ই দেখবে যে, সব ক'টার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু তাদের মধ্যে একজনার কোন পাত্তাই নেই! তার বদলে পাবে এক নতুন চীনে—নাম তার লি-ওয়াঙ।"

একটু হেসে রবি বলল, "হ্যাঁ, তুমি যা বলছ সেকথা ঠিক। কিন্তু সে আজ কত কষ্টকর, তা ভেবেছ কি? তাদের মধ্যে কেউ গেছে মরে, আবার কেউ বা ভারতের অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।

যাই হোক, আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়েছে—এবার লি-ওয়াঙের বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করা প্রয়োজন।"

দুজনে চীনে-পাড়ায় লি-ওয়াঙের প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ীটা লি-ওয়াঙের মৃত্যুর পর থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল।

একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী বাড়ীটার পাহারায় ছিলেন। রবি তাঁকে দেখতে পেয়ে পুলিশ-কমিশনারের আদেশ-পত্র দেখিয়ে বলল, "বাড়ীর তালাটা খুলে দিন। আমরা ভেতরে ঢুকতে চাই।"

কমিশনারের আদেশ-পত্র দেখে কোনও প্রশ্ন না করে তিনি দরজার তালা খুলে দিলেন। তারপর রবি রায়ের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে বললেন, "আমার কোনও সাহায্যের দরকার হবে আপনাদের?"

রবি বলল, "হ্যাঁ। আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে

চলুন। লি-ওয়াঙ যে ঘরে নিহত হয়েছিল, সেই ঘরখানা আমি একবার দেখতে চাই।"

কর্ম্মচারীটি তাদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে এলেন।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ—যেন ছম্-ছম্ করছিল! কয়েক মাস আগে এই বাড়ীতেই যে কি এক ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে, তাই ভেবে পরিমলের বুকটা একবার দুলে উঠল!

অন্য কোনও ঘরে প্রবেশ না করে পুলিশ-কর্ম্মচারী বাবুটি সোজা লি-ওয়াঙের ঘরে তাদের এনে হাজির করলেন। লি-ওয়াঙের মৃত্যুর পর একমাত্র পুলিশই এই ঘরে প্রবেশ করেছিল, তারপর থেকে সে ঘরে আর কেউ ঢুকতে পারেনি। তখন থেকে তালাবন্ধ অবস্থাতেই ঘরটা পড়ে ছিল। এতকাল বন্ধ থাকার দরুণ ঘরটার চারিদিক ঘন মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন, ঘরের মেজেতে এক ইঞ্চি ধুলো জমে উঠেছে।

মাকড়সার জালের ব্যূহ ভেদ করে তারা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটা অতি চমৎকার ভাবে সাজান ছিল তখনও। পুলিশ তখন পর্য্যন্ত লি-ওয়াঙের কোন জিনিষ স্থানান্তরিত করেনি।

ঘরের বিলাতী আসবাবপত্র এবং দেয়ালের প্রকাণ্ড বিলিতী অয়েল পেন্টিংগুলো দেখেই লি-ওয়াঙের মার্জ্জিত ও সৌখীন রুচির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

রবি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "লোকটা শিক্ষিত ছিল সন্দেহ নেই। বাড়ী-ঘর ইউরোপীয় প্রথায় সজ্জিত দেখে আমার মনে হয় যে, সে বুঝি বা ইউরোপ থেকেই এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল।"

রবি ঘরের ভেতরে পাইচারি করতে-করতে দরজার ঠিক উল্টো দিকের একটা জানলা খুলে ফেলল। সেই জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখা গেল যে, তার ঠিক নীচেই রয়েছে রাস্তা।

মৃদু হেসে পরিমলের দিকে তাকিয়ে রবি বলল, "জানলার দিকে তাকিয়ে দেখ পরিমল ! আশা করি, সামান্য হলেও একটা সত্য এ থেকে আবিষ্কার করতে পারবে।"

পরিমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জানলাটা পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বলল, "বড্ড দুঃখিত রবি-দা ! দুই ইঞ্চি, কি তার কিছু বেশী পুরু লোহার গরাদ জানলাতে বসানো, এর ওপর দুদিকের পাল্লায় কাঁচ আঁটা রয়েছে—তা ছাড়া আমি আর কিছুই ত আপাততঃ আবিষ্কার করতে পারছি না।"

রবি বলল, "লি-ওয়াঙ ইউরোপীয় প্রথায় তার বাড়ী-ঘর সজ্জিত করেছিল—সুতরাং ধরা যেতে পারে যে, সে ইউরোপীয় প্রথা অনুকরণ করতে ভালবাসত, অথবা ইউরোপে বাস করে তার স্বদেশীয় রুচির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জানলায় লোহার গরাদ বসাতে তার রুচি বাধা দেয়নি, এটা আশ্চর্য্য নয় কি ? তাছাড়া একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, সাধারণ জানলার গরাদ যেমন হয়ে থাকে, এগুলো ঠিক সেরকম নয়। গরাদগুলো দুই ইঞ্চি মোটা এবং সেগুলো লোহার নয় ইস্পাতের।"

পরিমল চিন্তিত ভাবে বলল, "হ্যাঁ ! ইউরোপীয় প্রথানুসারে জানলায় গরাদ দেওয়া রুচি-বিরুদ্ধ। তাহলে এমন ভাবে গরাদ বসাল কেন ? তার কারণ, লি-ওয়াঙের মনে নিশ্চয়ই কোন ভয় ছিল যে জানলা দিয়ে কেউ যদি তার ঘরে প্রবেশ করে ! কাজেই সেই পথ বন্ধ করবার জন্যেই সে এই রুচি-বিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন করেছিল।"

রবি বলল, "এতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। লি-ওয়াঙ তার ঘরের দু'ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের গরাদ জানলায় লাগিয়ে—

ছিল ? সে এমন কোন্ শত্রু, যার বিরুদ্ধে এত মোটা ইস্পাতের গরাদ দরকার হ'তে পারে ? তাছাড়া তুমি দেখিতে পাবে যে, জানলার বাইরে কোনও কার্ণিশ নেই। সুতরাং এই তেতলার ঘরে জানলা দিয়ে কোনও মানুষের পক্ষে প্রবেশ করা একান্ত অসম্ভব। অথচ জানলার গরাদ দেখেই বোঝা যায় যে, ঘরে প্রবেশ করবার বাধা-স্বরূপই ওগুলো লাগাবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এত সব অনুমান করে কোনও লাভ নেই। তাহলে আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই বলতে হয়।"

আর কোনও কথা না বলে রবি ঘরের ডান দিকের আর-একটা জানলা খুলে ফেলল। খুলেই সে বিস্মিত ভাবে বলে উঠল, "অদ্ভুত ! অতি অদ্ভুত !"

পরিমল সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো যে, সেই জানলাতেও দু'ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের গরাদ লাগান ছিল ; কিন্তু কোনও কারণে সেগুলো ভেঙ্গে-তুমড়ে পাশে সরে গেছে—কতকগুলো গরাদ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে ! জানলার বাইরেই নীচে ছোট একটি বাগান।

পুলিশের বাবুটি তাদের সামনে এসে সেই জানলাটা দেখিয়ে বললেন, "লি-ওয়াঙের হত্যাকারী সম্ভবতঃ এই জানলা দিয়েই ঘরে প্রবেশ করেছিল। যদিও একমাত্র এই ভাঙ্গা গরাদগুলো ছাড়া এই বিশ্বাসের মূলে আর কোন প্রমাণই নেই।"

রবি রায় বলল, "পুলিশ এই বিষয়ে তাহলে সঠিক কিছুই স্থির করতে পারেনি, নয় কি ?"

বাবুটি হেসে বললেন, "ঠিক তাই। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলেই আপনি পুলিশের এই অনুমানের কারণ বুঝতে পারবেন।

কোন উপায়ই নেই। গরাদ ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা ত দূরের কথা, আততায়ী জানলার কাছে পৌঁছাবে কি উপায়ে?

তর্কের খাতিরে ধরে নিন যে, যে উপায়েই হোক আততায়ী জানলাব বাইরে আসতে পেরেছিল; কিন্তু তা হলেও একটা প্রকাণ্ড সমস্যা থেকে যায় যে, এই গরাদগুলো তুলে ফেলতে বা দুমড়ে ফেলতে যে শক্তি-প্রয়োগের দরকার হয়—তা প্রয়োগ করার মত সুবিধেজনক এমন একটু স্থানও এখানে নেই যেখানে সে নিশ্চিন্তে বসে বা দাঁড়িয়ে এতবড় একটা কাজ হাঁসিল করতে পারে।—তাই এই জানলাকে পুলিশ প্রামাণ্য হিসেবে নিয়েও সম্পূর্ণ ভরসা করে আঁকড়ে ধরতে পারেনি।"

রবি চিন্তিত ভাবে তাঁর যুক্তি শুনে বলল, "তাই বটে। কিন্তু এই জানলার গরাদগুলো দুমড়ে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে পুলিশ কি বলে, আপনার জানা আছে কি?"

বাবুটি বললেন, "পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আততায়ী অন্য কোনও উপায়ে এই ঘরে প্রবেশ করেছিল; এবং পুলিশকে প্রতারিত করে বিপথে চালিত করবার জন্যেই জানলার গরাদগুলো এই ভাবে ভেঙ্গে দুমড়ে রেখে গিয়েছে।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আততায়ী কোন্ পথে এই ঘরে প্রবেশ করেছিল বলে পুলিশের দৃঢ় অনুমান?"

বাবুটি বললেন, "পুলিশ সেরকম কিছু ঠিক করতে পারেনি। কারণ দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায়ই লি-ওয়াঙ নিহত হয়েছিল।"

রবি খুব সতর্কভাবে জানলার গরাদগুলো পরীক্ষা করছিল। হঠাৎ সে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠে চুপি-চুপি পরিমলকে বলল, "তুমি

জানলার গায়ে একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করেছি। এখন কোন প্রশ্ন করো না—কারণ, আমি নিজেও এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানি না। কোন্ পুলিশকে আমি এই আবিষ্কার জানতে দিতে চাই না। তাই বাধ্য হয়েই এই ছলনাটুকুর আশ্রয় নিতে হবে।”

পরিমল আর কোনও কথা না বলে বাবুটির দিকে এগিয়ে এসে বলল, “চলুন, আমি ততক্ষণ অন্য ঘরগুলো একবার ঘুরে দেখে আসি। কোনও ঘরে আমরা হয়ত বা এমন কোন সূত্র পেতেও পারি, যাতে আততায়ীর প্রবেশ-পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।”

বাবুটি বিনাবাক্য-ব্যয়ে পরিমলকে সাথে করে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রায় মিনিট পনেরো পর সে সেই ঘরে আবার ফিরে এসে দেখতে পেলো, রবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেয়ালে কিছু একটা দেখছে।

পরিমলকে সেই ঘরে প্রবেশ করতে দেখে, রবি তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বলল, “দেখে যাও পরিমল।”

রবির কথায় পরিমল তার কাছে গিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো, একটা জায়গায় পেন্সিল দিয়ে ইংরেজিতে কিছু লেখা রয়েছে। লেখাটা অস্পষ্ট হলেও সেটা পড়তে খুব বেশী অসুবিধা হল না। পরিমল পড়ে দেখল, তাতে লেখা রয়েছে,—“হোয়াং-লি, জুয়েলার, নিউ-মার্কেট।”

রবি লেখাটা সতর্কভাবে পরীক্ষা করে বলল, “এই লেখাটা যে নিহত লি-ওয়াঙের, এটা অনুমান করলে বোধ হয় ভুল হবে না। এই বাড়ীতে লি-ওয়াঙ এবং তার একমাত্র বিশ্বস্ত চীনে-ভৃত্য উংফু ছাড়া আর কেউই বাস করা দূরে থাকুক, আসতও না। সুতরাং লি-ওয়াঙই দেয়ালে এই জুয়েলার হোয়াং-লির ঠিকানা কোনও প্রয়োজন-বশতঃ লিখে রেখেছিল।

দেওয়ালের গায়ে লেখা এই ছোট্ট একটা ঠিকানা থেকে আমি লি-ওয়াঙ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করেছি বলা যেতে পারে। লি-ওয়াঙ এই ঠিকানাটা তার বাঁ-হাত দিয়ে লিখেছিল। তুমি বোধ হয় জান যে, যত-বড় ওস্তাদ লেখকই হোক না কেন, হাতের লেখার বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করেই বলে দিতে পারেন যে কোন্‌টা বাঁ-হাতের লেখা আর কোন্‌টা ডান-হাতের লেখা! হাতের লেখা সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানও আছে পরিমল!

কিন্তু এখানে প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে, কেন লি-ওয়াঙ বাঁ-হাতে এই ঠিকানা লিখেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দু'রকম হতে পারে। প্রথমতঃ—অনেকের মত লি-ওয়াঙের বাঁ-হাত তার ডান-হাতের চেয়ে বেশী কার্য্যক্ষম ছিল। এক কথায় তাকে 'বেঁয়ো' বলা যেতে পারে। ডান-হাত থাকতেও তারা বাঁ-হাতের ব্যবহারই বেশী করে থাকে, আমরা যেমন বাঁ-হাত বর্ত্তমান থাকতেও বেশীর ভাগ কাজই ডান-হাত দিয়ে করি। দ্বিতীয়তঃ—লি-ওয়াঙের ডান-হাত হয়ত বা আদৌ ছিল না। কোনও দুর্ঘটনায় হয়ত তার ডান-হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে বাঁ-হাতই ব্যবহার করতে হত সব সময়ে।"

রবি রায়ের কথা শেষ হতেই পুলিশ-কর্ম্মচারীটি একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, "অদ্ভুত আপনার ক্ষমতা! লি-ওয়াঙের ডান-হাত ছিল না এটা সত্যি। তার ভৃত্য, উংফুও পুলিশের কাছে তা স্বীকার করেছে।"

রবি মনে-মনে কিছু ভেবে বলল, "উংফু এখন কোথায়? পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে কোথায় রেখেছে?"

বাবুটি বললেন, "উংফুকে পুলিশ লি-ওয়াঙের হত্যার দিনই

সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করেছে। লি-ওয়াঙের মৃত্যুর খবর শুনেই কতকগুলো জিনিষপত্র একটা ছোট চামড়ার স্যুট্‌কেশে ভরে সে এই বাড়ী থেকে পালাবার মতলবে ছিল। কিন্তু সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হবার আগেই পুলিশ তার চাল-চলনে সন্দেহ করে তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের ধারণা এই যে, সে এই রহস্যের অনেক কিছু খবরই হয়ত জানে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার মুখ দিয়ে একটা কথাও পুলিশ বার করতে পারেনি। সে একেবারে নির্ব্বাক্ হয়ে গেছে।"

পরিমল বলল, "আমরা তার সাথে একবার দেখা করতে চাই। পুলিশ না পারলেও আমরা একবার চেষ্টা করে দেখব যদি তার মুখ থেকে কোনও সংবাদ বার করা যায়।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "উংফুকে কোন্ থানার হাজতে রাখা হয়েছে জানেন?"

বাবুটি বললেন, "বো-ষ্ট্রীটের থানায়। গ্রেপ্তার হবার পর থেকে তাকে সেখানেই রাখা হয়েছে।"

রবি রায় প্রহরীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা কিছু ভাবছিল। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দিন ত। খুব ভেবে চিন্তে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ইন্‌স্পেক্টর বিজয়বাবু এই বাড়ীতে তদন্তের জন্য ক'বার এসেছিলেন?"

বাবুটি উত্তর দিলেন, "ঠিক বলতে পারব না। তবে ছ'-সাত বারের কম নয় নিশ্চয়ই। কারণ, প্রথম থেকেই আমি এই বাড়ীর চার্জ্জে আছি।"

রবি মনে মনে বলল, "ছ'-সাত বার। বেশ।" সে প্রকাশ্যে বলল, "তিনি উংফুর সাথে ক'বার দেখা করেছিলেন বলতে পারেন?"

বাবুটি বললেন, "না। আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সংবাদ আপনি বো-ষ্ট্রীটের থানায় পাবেন।

তবে একটা কথা বলতে পারি যে, শেষবার ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এই বাড়ী থেকে খুব উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে এসেই, তাঁর মোটরে উঠে ড্রাইভারকে বো-ষ্ট্রীটের থানায় যেতে বলেছিলেন। হয়ত বা কোনও কারণে তিনি এখান থেকে উংফুর সাথে দেখা করতেই গিয়েছিলেন।"

রবি রায় তাঁর কথায় একটু হেসে বলল, "তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। যাই হোক—এখানকার কাজ শেষ হয়েছে; চল পরিমল, এখন জানলার বাইরে নীচের বাগানটা একটু ঘুরে আসি।"

তারপর বাবুটিকেও তাদের সাথে যেতে দেখে রবি তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আপনাকে এখন আর কষ্ট করে আমাদের সাথে ঘুরে বেড়াতে হবে না। আপনি আমাদের জন্যে যেটুকু কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার জন্যে আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ।"

পুলিশের বাবুটি তাদের অভিবাদন করে অদৃশ্য হলেন।

রবি মৃদু হেসে পরিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, "চল, এখন নিশ্চিন্ত মনে বাগানে গিয়ে খানিকটা পাইচারী করা যাক্।"

পরিমল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মতলবটা যে ঠিক কি, তা অবশ্য আমার ধারণার বাইরে। কিন্তু তুমি যে পাইচারী করবার মতলবে বাগানে যাচ্ছ না, এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি রবিদা'।"

রবি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "সে তর্ক এখন বন্ধ থাক্। বাড়ী গিয়ে সে কথার আলোচনা হবে।"

ছোট্ট একটা বাগান। তিন-চারটে বড়-বড় বিলিতী ঝাউগাছ এবং ছোট-ছোট নানা জাতীয় বিলিতী ফুলের গাছ চারদিকে লাগান। রবি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "লি-ওয়াঙ চীনেম্যান হ'লেও, আচার-ব্যবহারে, এমন কি সৌখীনতায়ও পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে উঠেছিল দেখছি! বাগানে একটাও দেশীয় গাছ নেই দেখতে পাচ্ছ? সবই বিলিতী ফুলগাছ এবং বিলিতী ঝাউগাছ।"

রবি তেতলার সেই গরাদ-ভাঙ্গা জানলাটা লক্ষ্য করে ঠিক তার নীচে এসে দাঁড়াল। জানলাটা ডান দিকে রেখে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেলো, ঠিক তার বাঁ-দিকেই হাত-পনেরো দূরে একটা লম্বা বিলিতী ঝাউগাছ রয়েছে। লম্বায় গাছটা প্রায় তেতলার সেই জানলার সমান উঁচু হলেও, দুটোর মধ্যে ব্যবধান পনেরো হাতের বেশী ছাড়া কম হবে না।

রবি ব্যবধানটা পরীক্ষা করে কিছু চিন্তা করে বলল, "না, অসম্ভব! এই গাছটার সাহায্যে জানলার কাছে পৌঁছান অসম্ভব বলেই মনে হয়।"

পরিমল রবির মত সমর্থন করে বলল, "সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাছটা আরও হাত-দশেক কাছে থাকলে হয়ত ওটার সাহায্যে জানলার কাছে যাওয়া চলত। কিন্তু এতটা ব্যবধান পার হয়ে আসা অসম্ভব।"

রবি ধীরে-ধীরে আবার জানলাটার ঠিক নীচে এসে দাঁড়াল। জানলার নীচে কতকগুলো আবর্জ্জনা জমে ছিল। ছেঁড়া কাগজপত্র, সিগারেটের বাক্স, দিয়াশলাই ইত্যাদি নানা জাতীয় পদার্থ ঐ জায়গাটায় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল।

রবিকে একমনে সেই স্তূপের ভেতরে সতর্কভাবে কি খুঁজতে দেখে পরিমল বলল, "কোনো মাণিকের সন্ধান পেলে নাকি ওখানে?

শুনেছি লি-ওয়াঙ খুব ধনবান্ ছিল এবং পুলিশ তার ঘর থেকে বহু টাকার আন্‌কোরা জহরতও নাকি আবিষ্কার করেছে ; সুতরাং একটু ভাল করে খুঁজে দেখ—হয়ত বা দু' একটা মণি-মাণিক্য আমাদের ভাগ্যেও জুটে যেতে পারে। বলত আমিও তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

পরিমলের বিদ্রূপে কান না দিয়ে রবি খুঁজতে-খুঁজতে এক জায়গা থেকে জলে-ভেজা নোংরা একটা ছোট কাগজ তুলে নিল। পরিমল দ্রুতপদে তার সামনে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে রাম! এত খুঁজে শেষকালে আবিষ্কার করলে কিনা এক টুকরো নোংরা কাগজ! আমি ভাবলাম, বুঝি একখানা হীরের টুকরোই তুমি পেয়ে গেলে! তা হোক্। একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখত কোন গুপ্তধনের ঠিকানা ওতে লেখা আছে কিনা!"

রবি কাগজখানা পরীক্ষা করতে-করতে বলল, "না, গুপ্তধনের কোন ঠিকানা এতে না থাকলেও এটা ঠিক যে, কোন গুপ্তধনের ঠিকানা পেলেও আমি এতটা খুসী হতাম না—যতটা এই ঠিকানা পেয়ে হয়েছি! এটা একটা কার্ড, এবং কার্ডখানা আর কারও নয়—নিহত লি-ওয়াঙের। জানলা দিয়ে এখানা বাগানের ভেতরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এবং এতদিন জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, ময়লা লেগে যথেষ্ট বিকৃত হ'লেও এর অস্পষ্ট লেখাগুলো পড়তে পারা যাবে বোধহয়। চল এবার বাড়ীর দিকে ফেরা যাক্। এখানে সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই।"

তিন

ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করতেই পরিমল দেখতে পেলো যে, রবি একমনে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছে। পরিমল নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়াল। সে দেখতে পেলো, লি-ওয়াঙের বাগানে কুড়িয়ে-পাওয়া কার্ডখানাই রবির এত নিবিষ্টতার কারণ।

পরিমল জিজ্ঞাসা করল, "কার্ডখানা ধুয়ে-মুছে খুব যত্ন করে পরিষ্কার করেছ দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু ঐ দুর্লভ বস্তুটার ভেতর থেকে তুমি কোন্ মহারত্ন আবিষ্কার করলে তা শুনতে পারি কি রবি-দা?"

রবি উৎসাহের সঙ্গে বলল, "আমি একটা অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করেছি পরিমল! তুমি হয়ত শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে—"

পরিমল হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, "আশ্চর্য্য হব না, অনেক আগেই হয়েছি। একটা আশ্চর্য্য বস্তু আমি বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কার করেছি। সেটা আর কিছুই নয়—তোমার ঐ মূল্যবান্ মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা। তোমার মস্তিষ্কের উর্ব্বর-শক্তি যে দিন-দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, একথা আমার মত গোঁয়ার তার্কিকও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে। তোমার গভীর মনোযোগ এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখে মনে হয় যে ঐ কার্ড-খানার ভেতরেই হয়ত তুমি লি-ওয়াঙের হত্যাকারীকে আবিষ্কার করে ফেলেছ।"

রবি বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "নিজেদের মস্তিষ্কে গোবরের চাষ ব'লে কি মনে কর সকলের মস্তিষ্কেই তাই হবে? কিছুটা বুদ্ধিও যদি ওখানে বাস করত, তাহ'লে তুমি এই

কার্ডখানা সামান্য বলে অবহেলা করতে পারতে না। কার্ডখানা সামান্য হ'লেও এ থেকে কি উদ্ধার করেছি জান ? লি-ওয়াঙ ডাক্তার ছিল। কিন্তু এসব সত্য পুলিশ এখন পর্য্যন্ত জানতে পারে নি। কার্ডখানা দেখলেই তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।"

পরিমল কার্ডখানা তুলে দেখল, অস্পষ্ট ছাপা ইংরেজীতে লেখা রয়েছে – "ডাক্তার লি-ওয়াঙ, এফ, আর, সি, এস্।"

পরিমল বিস্মিতভাবে বলল, "এফ্, আর সি, এস্। লি-ওয়াঙ তাহ'লে বিলেত-ফেরতা একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিল বলতে হবে।"

রবি হেসে বলল, "হ্যাঁ। লি-ওয়াঙ যে ইউরোপে ছিল, এই রকম একটা ধারণা তার বাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়েই আমার হয়েছিল।"

পরিমল বলল, "তোমার মস্তিষ্কে কিছু বুদ্ধি আছে, তা না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু তুমি কি লি-ওয়াঙের বাড়ী খুঁজে আর কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পারনি একমাত্র এই কার্ডখানা ছাড়া? আমার মনে আছে যে, তুমি ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কোনও কারণে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে এবং বাবুটিকে ভুলিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে আমায় অনুরোধ করেছিলে। কিন্তু কেন ?"

রবি রায় পরিমলের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তার কারণ অবশ্যই একটা কিছু আছে। তুমি জান যে, ঐ গরাদ-ভাঙা জানলায় কাঁচের সার্সি লাগান ছিল। আমি সেই কাঁচের একটা সার্সিতে অদ্ভুত একটা ছাপ দেখেই তোমাকে ঐ অনুরোধ করেছিলাম। তখন ঐ ছাপটা যে ঠিক কিসের তা আমি বুঝতে না পারলেও, আমার মনে একটা খট্‌কা লেগেছিল। তুমি এবং বাবুটি বাইরে যাবার পর আমি পকেট থেকে ছুরিখানা বার করে, জানলা থেকে সেই কাঁচের অংশটুকু সাবধানে তুলে নিই।"

রবি টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাঁচ বার করে সাবধানে টেবিলের ওপর রেখে পরিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সেই কাঁচখানা। তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এর ঠিক মাঝখানে একটা বড কালো রংয়ের অদ্ভুত ছাপ রয়েছে। এটা কি বলতে পার?"

পরিমল কাঁচখানি ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, "না! বাহ্য-দৃষ্টিতে এটা ঠিক যে কিসের চিহ্ন, তা বুঝবার উপায় নেই। তবে অবিকল মানুষের হাতের ছাপের মত দেখতে বটে। কিন্তু মানুষের হাতের ছাপ যখন এতবড় হয় না, তখন তা নিয়ে অনর্থক গবেষণা করে লাভ নেই। এটা অন্য কিছু—"

রবি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "না, এটা অন্য কিছু নয়। শুনে চমকে উঠো না যে, এটা একটা হাতের ছাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি অনুমানের ওপর নির্ভর করে তোমাকে একথা বলছি না। এটা আমার পরীক্ষিত সত্য। আমি পরীক্ষা করে বুঝেছি যে এই জিনিষটা একটা অমানুষিক মানুষের হাতের ছাপ। এমন কি হাতের রেখা-গুলোও স্পষ্ট ধরা পড়েছে—অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে। আব এই কালো রংটা কিসের জান? রক্তের। সোজা কথায় বলা যেতে পারে যে, এটা একটা রক্তমাখা বহু পুরোনো অমানুষিক হাতের ছাপ।"

পরিমল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এসব কথা শুনছিল। সে বিস্ফারিত চোখে রবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "এসব তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বল? তুমি অমানুষিক হাতের ছাপ ব'লে কি বোঝাতে চাইছ?"

রবি বলল, "তুমি এসব কথা বিশ্বাস না করলেও ক্ষতি নেই। আর অমানুষিক হাতের ছাপ বলছি এইজন্যে যে, মানুষের হাতের ছাপ যখন এতবড় হয় না, তখন এটাকে অমানুষিক ছাড়া আর কি

বলব, বল ? তুমি সেই দুই ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের গরাদগুলোর কথা এত সহজেই বিস্মৃত হওনি বোধহয় !”

পরিমল চমকে উঠে বলল, “সর্ব্বনাশ ! তুমি কি বলতে চাও রবি-দা ? কেউ কি জানলার গরাদগুলো ভেঙ্গে লি-ওয়াঙের ঘরে প্রবেশ করে, তাকে হত্যা করে, সেই জানলা দিয়ে পালাবার সময় রক্তমাখা হাতের ছাপ জানলার কাঁচে রেখে গেছে ?”

রবি বলল, “সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, পরিমল ! পুলিশের অনুমান যাই হোক না কেন, লি-ওয়াঙের ঘরে প্রবেশকারী জানলা দিয়েই ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল। বাইরে থেকে এটা অসম্ভব মনে হ'লেও, সে তাই-ই সম্ভব করে তুলেছিল। কিন্তু একটা কথা তুমি ভুল বুঝেছ। এই অমানুষিক জীবটি যেই হোক না কেন, সে লি-ওয়াঙকে হত্যা করেনি এবং এই হাতের ছাপের রক্তও লি-ওয়াঙের নয়। সম্ভবতঃ এটা তার নিজের শরীরেরই রক্ত। লি-ওয়াঙের ঘরে প্রবেশ করে সে কোন রকমে আহত হয়েছিল। আহত হয়েই স্বাভাবিক সংস্কারের বশে সে তার হাত দিয়ে আহত স্থানটাতে হাত দেয় এবং সেই রক্তমাখা হাতের ছাপই সে ঐ জানলার কাঁচে রেখে গেছে।”

পরিমল জিজ্ঞাসা করল, “তাহ'লে তোমার অনুমান এই যে, লি-ওয়াঙকে কেউ হত্যা করেনি, কেমন ? সে স্ব-ইচ্ছাতেই এই দুঃখপূর্ণ ধরাধাম পরিত্যাগ করে স্বর্গধামে গমন করেছে ?”

পরিমলের কথা শুনে রবি হেসে বলল, “না ! ব্যাপারটা ঠিক সে রকম হয়ত ঘটেনি ! তবে লি-ওয়াঙকে যে এই অজ্ঞাত অমানুষিক আগন্তুক হত্যা করেনি—সেটা সত্যি। তুমি লি-ওয়াঙের মৃত্যুর ডাক্তারি রিপোর্টখানা দেখলেই আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারবে।”

পরিমল বলল, "ডাক্তার রিপোর্ট আমি পড়েছি। ডাক্তারদের মত এই যে, লি-ওয়াঙকে কেউ হত্যা করেনি, অন্ততঃ সে রকম কোনও চিহ্ন অথবা প্রমাণ তার দেহ থেকে পাওয়া যায়নি। সে কোনও অজ্ঞাত কারণে হার্টফেল করে মারা গেছে। কিন্তু তাহ'লেই কি বুঝতে হবে যে লি-ওয়াঙ– "

রবি বলল, "না! লি-ওয়াঙ স্বাভাবিক ভাবে মরেনি একথা আমিও স্বীকার করব। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে, এই অমানুষিক আগন্তুকই তাকে হত্যা করেছে। দুই ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের গরাদ যে ভেঙ্গে দুমড়ে ফেলতে পারে, তার শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ, আশা করি তুমিও করতে পারবে। লি-ওয়াঙকে সেই আগন্তুক যদি স্পর্শও করত, তাহ'লেও লি-ওয়াঙের দেহ অবিকৃত থাকত না।"

পরিমল একটু ভেবে বলল, "তাহ'লে লি-ওয়াঙের মৃত্যু হ'ল কি করে? এবং সেই জানলার গরাদ ভেঙ্গে সেই শক্তিশালী আগন্তুকই বা তার ঘরে উদয় হয়েছিল কি জন্যে, বলতে পার?"

রবি বলল, "সেকথা এখন কিছু বলা অসম্ভব। সেইটেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। সবচেয়ে আগে আমাদের লি-ওয়াঙের ভৃত্য উংফুর সাথে দেখা করা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, সে কোনও প্রয়োজনীয় সংবাদ আমাদের দিতে পারবে। লি-ওয়াঙের বাড়ীর রক্ষক পুলিশের বাবুটি বলেছিলেন যে, বিজয়বাবু একটু উত্তেজিত হয়ে লি-ওয়াঙের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বো-ষ্ট্রীটের থানায় যেতে বলেছিলেন। উংফু সেখানেই আছে গ্রেপ্তার হবার পর থেকে। সুতরাং ধরা যেতে পারে যে, বিজয়বাবু লি-ওয়াঙের বাড়ীতে একটা কিছু সূত্র আবিষ্কার করে বো-ষ্ট্রীটের থানায় গিয়েছিলেন উংফুর

সাথে দেখা করবার জন্যে। কিন্তু তারপর তিনি কোথায় গেলেন, কেমন করে কোথা হ'তে অদৃশ্য হলেন, এসব তথ্য আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। তাছাড়া, আমাদের সন্ধান নিতে হবে বিজয়বাবু লি-ওয়াঙের বাড়ীতে কি সূত্র আবিষ্কার করে উংফুর সাথে দেখা করেছিলেন এবং উংফুই বা বিজয়বাবুকে কিসের সন্ধান দিয়েছিল!"

পরিমল একমনে কিছু ভাবতে-ভাবতে বলল, "শুনেছি যে, শিম্পাঞ্জি অথবা ঐ জাতীয় শিক্ষিত বানরের সাহায্যে চুরি-ডাকাতি করা অসম্ভব নয়। শিক্ষিত ঐ জাতীয় জীবেরা অতি সহজেই এবং নির্ব্বিচারে তাদের প্রভুর আদেশ পালন করে থাকে! আমার মনে আছে যে, অনেকদিন আগে একজন লোক ইউরোপে একটা অসীম বলশালী ঐ জাতীয় শিক্ষিত বানরের সাহায্যে তার একজন শত্রুকে হত্যা করেছিল। সুতরাং এক্ষেত্রেও হয়ত সে রকম কিছু ঘটা আশ্চর্য্য নয়। সে কোনও উপায়ে তেতলার জানলার কাছে পৌছে ইস্পাতের গরাদ ভেঙ্গে লি-ওয়াঙের ঘরে প্রবেশ করেছিল। লি-ওয়াঙ তাকে দেখে হয়ত ভীত হয়ে কোনও উপায়ে তাকে আহত করে। কিন্তু তাহ'লেও লি-ওয়াঙের মৃত্যুর কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।"

রবি বলল, "অনর্থক অনুমান করে আমি তোমার মত আকাশ কুসুম তৈরী করতে চাই না। হ'তে পারে তোমার শেষের কথাগুলো সত্যি, কিন্তু তোমার প্রথম কথাগুলো নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষিত বানর-জাতীয় বলশালী জীবের সাহায্যে হয়ত বা একার্জ করা চলত, কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক তা ঘটেনি। মানুষের এবং জীবজন্তুর রক্তের পার্থক্য বাহ্যদৃষ্টিতে কিছু বুঝবার উপায় না থাকলেও বিশেষভাবে পরীক্ষা দ্বারা এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝা

আজকাল আর অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের এবং জীবজন্তুর রক্তের পার্থক্য অতি সহজেই ধরা যায়। কিন্তু তোমার কাছে এসব বৈজ্ঞানিক আলোচনা ভাল লাগবে না জানি। তোমার মত একজন আর্টিষ্ট এবং সখের গোয়েন্দার কাছে আমি বিজ্ঞানের আলোচনা করাটাও সময়ের অপব্যবহার মনে করি। বিজ্ঞানের ভেতরে যে রহস্যের সন্ধান তুমি পাবে, জগতের সমস্ত নাটক-নভেলে তার কণামাত্রও তুমি দেখতে পাবে না। কিন্তু সেকথা এখন থাক্। আমার আসল বক্তব্য এই যে, এই অমানুষিক হাতের ছাপ আমাদের মতই কোন দ্বিপদবিশিষ্ট মনুষ্যের এবং এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো রংয়ের রক্তটাও তার শরীরের অর্থাৎ মানুষের। এই অদ্ভুত সত্যও আমি আবিষ্কার করেছি বিজ্ঞানের সাহায্যে। সুতরাং তোমার ঐ বানরজাতীয় জীবেব কল্পনা এখানে চলবে না। আর যাকেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হোক না কেন, বিজ্ঞানের সদাজাগরিত চক্ষুর দৃষ্টি এড়ানো অসম্ভব।"

রবি চেয়ার থেকে উঠে গভীর চিন্তামগ্ন পরিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এসব আলোচনার সময় অনেক পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। এখন আর অনর্থক এ নিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। উংফুর সাথে দেখা করা একান্ত প্রয়োজন এবং শীঘ্রই।"

চার

রবি রায় এবং পরিমল বাড়ী থেকে বেরিয়ে বো-ষ্ট্রীটের থানায় এসে উপস্থিত হ'ল। থানার ইন্‌স্পেক্টরকে তাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে পুলিশ-কমিশনারের আদেশ-পত্রখানা দেখাতেই তিনি একজন প্রহরীকে দিয়ে তাদের উংফুর গারদ-ঘরে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

রবি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই তিনি হেসে বললেন, "আপনাদের তার সাথে দেখা করাই হয়ত সার হবে। কারণ, লোকটা একেবারেই যেন বোবা হয়ে গেছে! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, লোকটা অনেক কিছুই জানে। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে একটা কথাও এ পর্য্যন্ত বের করতে পারিনি। বিজয়বাবুর মত জাঁদরেল লোকও তার কাছে হার মেনেছেন। সুতরাং আপনারা—"

রবি হেসে বলল, "বিজয়বাবুও স্বয়ং যখন হার মেনেছেন, তখন অবশ্য আমাদের মত পোকামাকড় যে হার মানবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু এতদূর এসেছি যখন, তখন না হয় একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক্, কি হয়! তবে, দয়া করে আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। বিজয়বাবু উংফুর সাথে শেষ কবে দেখা করতে এসেছিলেন?"

থানার ইন্‌স্পেক্টর আন্দাজে বললেন, "দিন পনেরো-ষোল আগে হবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ঠিক তার পর-মুহূর্ত্ত থেকেই তিনি অদৃশ্য হয়েছেন।"

রবি জিজ্ঞেস্ করল, " 'ঠিক তার পর-মুহূর্ত্ত থেকে' এই কথাটার মানে কি? উংফুর কাম্‌রা থেকে বেরিয়ে যাবার পর কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে দেখা গেছে, তা বলতে পারেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বললেন, "না মশাই। এখান থেকে বেরিয়ে যে তিনি কোথায় গেলেন, কেউ তা বলতে পারেনি।"

"ধন্যবাদ! এই খবরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!" এই বলে রবি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে প্রহরীর সাথে উংফুর গারদ-ঘরে এসে হাজির হ'ল। প্রহরী তাদের সেখানে রেখে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে অদৃশ্য হ'ল।

প্রহরী চলে যেতেই রবি উংফুর সামনে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

লোকটার বয়স প্রায় ত্রিশ হবে। খুব চমৎকার পেশীবহুল চেহারা দেখলেই তার শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

রবি রায়ের আহ্বানে উংফু মুখ তুলে তাকাল। রবি তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আমাদের এখানে আসতে দেখে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তুমি হয়ত মোটেই খুসী হওনি। কিন্তু তোমার বিরক্ত হবার কোনও কারণ নেই, কারণ আমরা পুলিশের লোক নই।"

উংফু রবির এই কথায় চমকে উঠে তীক্ষ্ণ বাজের মত দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা পুলিশের লোক নন? তবে আপনারা কে? আমাকে বিরক্ত করতে এসেছেনই বা কেন?"

রবি মৃদু হেসে বলল, "হাঁ। তোমাকে একে একে সব কথাই আমি বলছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগেই বলে রাখা দরকার। কথাটা এই যে আমি তোমার সাহায্য চাই উংফু!"

উংফু ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার সাহায্য! খুলে বলুন। কেন আপনারা এখানে এসেছেন?"

রবি কথাগুলো মনে-মনে গুছিয়ে নিয়ে বলল, "তোমার মনিব লি-ওয়াঙ নিহত হয়েছেন এবং আমরা তাঁর প্রকৃত হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে চাই। কিন্তু আগেই বলেছি, আমরা পুলিশের লোক নই। কাজেই তোমার সাহায্য ছাড়া এই কাজে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?"

উংফু একটু হেসে বলল, "লি-ওয়াঙ নিহত হয়েছে, একথা আপনাদের কে বলল? পুলিশের মত তাহ'লে আপনাদেরও ধারণা হয়েছে যে লি-ওয়াঙকে কেউ হত্যা করেছে, কেমন? ডাক্তারি রিপোর্টখানা, আশা করি, আপনারা খুব ভালভাবেই পড়ে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও এই উদ্ভট কল্পনা আপনাদের মনে বাসা বেঁধে থাকলে আমি নিরুপায়!"

রবি উংফুর এই যুক্তিতে না দমে বলল, "হ্যাঁ! ডাক্তারী রিপোর্ট আমরা পড়েছি! কিন্তু তবু আমাদের বিশ্বাস যে, লি-ওয়াঙকে এমন-ভাবে হত্যা করা হয়েছে যে, ডাক্তারী পরীক্ষায় তার কোনও প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়।"

উংফু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "তাহ'লে শুধু এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই আপনারা আমার কাছে এসেছেন? কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমি কোন সাহায্যই আপনাদের করতে পারব না।"

রবি কঠিনস্বরে বলল, "না উংফু! কেবল এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই আমরা নির্ব্বোধের মত তোমার সাথে দেখা করতে আসিনি। আমরা লি-ওয়াঙের বাড়ীতে এমন কয়েকটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি —যা তুমিও হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না।"

উংফু হেসে বলল, "তাই নাকি! কিন্তু আবিষ্কারগুলো কি, তা জানতে পারি কি?"

রবি গম্ভীরভাবে বলল, "নিশ্চয়ই। সে কথা জানাতেই আমি এখানে এসেছি। লি-ওয়াঙের ঘরে প্রকাণ্ড একটা রক্তমাখা হাতের ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ছাপটা বহু পুরানো এবং লি-ওয়াঙের নিহত হবার সমসাময়িক। সুতরাং লি-ওয়াঙ নিহত হওয়ার দিন কোনও অমানুষিক শক্তিশালী মানুষ জাতীয় কোনও জীব জানলার পুরু ইস্পাতের গরাদ ভেঙ্গে অনায়াসে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল। অবশ্য লি-ওয়াঙকে সে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি। তারপর সে কোন রকমে সেখানে আহত হয়েছিল, এবং সেই জন্যেই পালাবার সময়ে সে তার অজ্ঞাতে জানলার সার্সিতে তার ডান হাতের চিহ্ন রেখে গেছে। লি-ওয়াঙের ঘর থেকে পুলিশ বহু টাকার আনকোরা হীরা আবিষ্কার করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সেই আগন্তুক যেই হোক, হীরাগুলোর জন্যে লি-ওয়াঙের ঘরে প্রবেশ করেনি। কারণ, তাহ'লে তার অদৃশ্য হবার সাথে-সাথে হীরাগুলোও অদৃশ্য হ'ত। নিশ্চয়ই তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেটা কি?"

উংফু বিস্ফারিত চোখে রবি রায়ের কথাগুলো শুনছিল। সে আতঙ্কিত স্বরে বলল, "সর্ব্বনাশ! আপনারা সেই সন্ধানও পেয়েছেন?"

রবি বলল, "হ্যাঁ! সুতরাং বুঝতেই পারছ যে, পুলিশকে মিথ্যে কথায় প্রতারিত করতে পেরেছ বটে—কিন্তু আমাদের তুমি ভোলাতে পারবে না। আমি জানি যে তুমি এই রহস্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনেও প্রকাশ করতে রাজি নও। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, আমাদের দ্বারা তোমার উপকার ছাড়া কোনও অপকার হবে না।

আমরা এই রহস্য ভেদ করে তোমাকে মুক্তি দিতে পারব সন্দেহ নেই।"

উংফু হেসে বলল, "আপনি যে এক নতুন কথা শোনাচ্ছেন দেখ্‌ছি! আমার মনিব লি-ওয়াঙকে আমি হত্যা করেছি, পুলিশ ত বারবার এই সন্দেহ করে আসছে! আর সেই সন্দেহের বশেই তারা আমায় গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে রেখেছে, শত-সহস্র উদ্ভট প্রশ্নে আমায় বিরক্ত করে তুলেছে। আর আপনি বলছেন কিনা, আমায় মুক্তি দেবেন?"

"হ্যাঁ, তাই দেব উংফু, তাই দেব!" রবি এই বলে আবার বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি উংফু, লি-ওয়াঙ নিহত হয়নি, সে হার্ট-ফেল্ করে মারা গেছে, তুমি যে এই কথাটার ওপরেই বড্ড বেশী জোর দিচ্ছ তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তুমি নিজেকে হত্যার দায় থেকে মুক্ত করতে চাও। কেমন, তাই নয় কি?"

উংফু বলল, "হ্যাঁ, তাইই। তাহ'লে লি-ওয়াঙের হত্যার ভেতরে যে আমার কোনও হাত নেই, একথা আপনারা বিশ্বাস করেন?"

রবি দৃঢ়স্বরে বলল, "সম্পূর্ণরূপে। লি-ওয়াঙের বাড়ীতে না গেলে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর হয়ত এত সহজে দিতে পারতাম না। কিন্তু সেখানে যে সব প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে, তাতে তোমার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এখন বল, তুমি আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছ কিনা?"

উংফু গম্ভীরভাবে বলল, "আপনাদের সাহায্য করতে আমার কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনার খাপছাড়া কয়েকটা ব্যাপার ছাড়া আমি নিজেও বেশী কিছু জানি না। অথচ সেই ঘটনাগুলো শুনলে রহস্য আরও ঘনীভূত হবে মাত্র,

কোনদিকে আলোর চিহ্নমাত্র দেখতে পাবেন না। কারণ প্রথম থেকেই এই রহস্যের মূলে রয়েছে এমন একটা অদ্ভুত এবং অমানুষিক প্রাণী যে, তার সঠিক পরিচয়—আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবে ঠিক করতে পারিনি। কিন্তু তা হ'লেও আমি যা কিছু জানি, সবই আপনাদের বলতে রাজি আছি!"

রবি খুসী হয়ে বলল, "তোমার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে আনন্দিত হলাম। এখন খুব ভেবে চিন্তে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। কোন কথা গোপন করো না, বা সামান্য ভেবে বাদ দিও না। লি-ওয়াঙ ডাক্তার ছিল—অথচ সে প্র্যাক্‌টিস করত না কেন, জান?"

উংফু একটু হেসে বলল, "এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে প্র্যাকটিস্ করা দূরে থাক, তিনি বিশেষ দরকার ছাড়া কখনও বাড়ী থেকে বেরোতেন না।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কেন? তার কি কোনও শত্রু ছিল যে তার ভয়েই সে সর্ব্বদা সতর্ক এবং সশঙ্ক অবস্থায় থাকত?"

উংফু বলল, "শত্রু থাকাই সম্ভব। কিন্তু সে যে কে, তা আমার পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। লি-ওয়াঙও কোনদিন সে কথা আমার কাছে প্রকাশ করেননি। তবে তিনি সব সময়েই একটু ভীত এবং সতর্ক অবস্থায় থাকতেন।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "নিহত লি-ওয়াঙ কোথাকার লোক, তা জান? তুমি কতদিন থেকে তার কাছে চাকরী করছ?"

উংফু বলল, "লি-ওয়াঙ ক্যাণ্টন-নিবাসী চীনা। আমার দেশও ক্যাণ্টনে। লি-ওয়াঙ প্রথম বিলেত থেকে এসে সেখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করতেন, এবং আমিও তখন থেকে তাঁর কাছেই ছিলাম।"

রবি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ক্যাণ্টন থেকে ডাক্তারি ছেড়ে এখানে ছদ্মনামে বাস করার কারণ কি বলতে পার ?"

উংফু চিন্তিত ভাবে বলল, "তার কারণ আমিও জানি না। লি-ওয়াঙের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনিও বিলেত থেকে উপাধি নিয়ে এসে ক্যাণ্টনেই প্র্যাক্‌টিস্ করতেন। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হ'ত। দুজনেই বিলিতী উপাধিধারী শিক্ষিত ডাক্তার এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু তাঁরা প্রায়ই গোপনে কোন্ বিষয় নিয়ে এত গভীর আলোচনা করতেন, তা আমি জানতে পারিনি। তবে যতটা মনে হয়, তাতে তাঁরা কোনও ওষুধ-পত্র সম্বন্ধেই বোধ হয় এত গোপনে আলোচনা করতেন।"

রবি কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করল, "দুজনেই যখন শিক্ষিত ডাক্তার—সুতরাং এরূপ আলোচনা তাঁদের মধ্যে হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু তুমি বলছ যে, একান্ত গোপনেই তাঁরা সে কথার আলোচনা করতেন—এটা অবশ্য ভাববার কথা। যাই হোক, তাঁরা যে ওষুধপত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করতেন, তোমার এই অনুমানের কোনও কারণ ছিল ? তাঁদের এই গোপন আলাপের বিষয় অন্য কিছুও ত হ'তে পারে ?"

উংফু মাথা নেড়ে বলল, "না। তার কারণ এই যে, তাঁদের আলাপ-আলোচনার কিছু-কিছু কথা আমার কানেও আসত ; এবং তাঁদের সব কথা না বুঝলেও তাঁরা যে ওষুধ-পত্রের সম্বন্ধেই আলাপ করতেন, সেটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তবে এর সাথে তাঁরা একটা কথার উল্লেখ প্রায়ই করতেন, কিন্তু সে কথার মানে আমি আজ পর্য্যন্ত খুঁজে পাইনি।"

রবি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কি কথা ?"

উংফু তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "কথাটা এমন কিছুই নয়—এবং তা শুনলে আপনিও লাভবান হবেন না বোধ হয়। তাঁরা প্রায়ই তিব্বতের নাম করতেন। কিন্তু ডাক্তারদের ওষুধপত্র-সংক্রান্ত আলোচনার ভেতরে তিব্বতের নাম আমার কাছে একান্ত অদ্ভুত বলে মনে হ'ত।"

উংফুর কথা শুনে রবি চম্‌কে উঠে নিজের মনেই বলল, "তিব্বতের নাম? তিব্বত ত হিমালয়ে? তবে কি বিজয়বাবুও সেই পথেই নিরুদ্দেশ হয়েছেন? তাহ'লে কি তাঁর গন্তব্য স্থান ছিল ঐ তিব্বত? কিন্তু বিজয়বাবু কোন্ সূত্র অনুসরণ করে সেখানে যাত্রা করেছিলেন কে জানে?"

তারপর উংফুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বিজয়বাবুকেও তুমি এসব কথা খুলে বলেছিলে বোধ হয়?"

উংফু ম্লান হাসি হেসে বলল, "হ্যাঁ। এবং বিজয়বাবুকে বারণ করা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ তিনি বিপদের মাঝে পা বাড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাহ'লে এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন যে, কেন আমি এতদিন বোবার মত মুখ বন্ধ করে বসেছিলুম? লি-ওয়াঙের হত্যাকারী বলে পুলিশ আমাকেও সন্দেহ করে; আবার কোন অতিকায়-মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, এমন সন্দেহও করে।

কেবল তাই নয়, সেই কাল্পনিক সন্দেহের বশে, অতিকায় মানুষের বিস্তৃত পরিচয় জান্‌বার জন্য আমাকে লাঞ্ছনাও নিতান্ত কম দেয়নি! অথচ যার সঙ্গে আমার কখনো কোন পরিচয় হয়নি, সে যে কোথাকার অধিবাসী, কেন তার উদয় হয়েছে, এসব কিছুই যার সম্বন্ধে আমি জানি না,—তার পরিচয় আমি কেমন্ করে দেব?

লি-ওয়াঙের বাড়ীতে অনুসন্ধান করে বিজয়বাবু কেমন করে যেন

সেই অতিকায়-জীবটির অস্তিত্ব জানতে পারেন ; তারপর অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে, বড্ড বেশী গরম হয়ে তিনি আমার কাছে ছুটে আসেন। তাঁর তখন ধারণা হয়েছিল, আমিই বুঝি আমার কোন পোষ্য অতিকায়-জীবের সাহায্যে লি-ওয়াঙকে হত্যা করিয়েছি। কাজেই, বুঝতে পারছেন, তিনি এখানে এসেই আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার আরম্ভ করলেন!

তাঁর কাছেও আমি সেই অতিকায়-মানুষটির অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করিনি। আর করবই বা কেন? আমিও ত চাই, যে আমার প্রভুকে হত্যা করেছে বা করিয়েছে, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হোক্। কিন্তু তিনি মনে করলেন, আমি বুঝি তাঁর অত্যাচারের ভয়ে একটুখানি সত্যি কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। তাই তিনি আমার সম্বন্ধে এখানে পুলিশকে বড্ড বেশী সতর্ক করে, রাগে আগুন হয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার বেলায় সংযম হারিয়ে গর্জ্জন করতে-করতে গেলেন, 'আমি দেখে নেবো কত বড় তোদের চীনে গুণ্ডামি! ছনিয়া খুঁজে আমি সেই অতিকায়-মানুষকে বার করব।' কিন্তু সেই হ'ল তাঁর শেষ! শুনলুম, এর পর তাঁর আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায়নি!"

রবি রায় তন্ময় হয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। সে এইবার জিজ্ঞাসা করল, "লি-ওয়াঙ নিহত হবার দিন তুমি সেই বাড়ীতেই ছিলে। সেদিন রাত্রে তুমি এমন কিছু শুনতে পাওনি বা দেখনি, যাতে এই ব্যাপারের কোন আঁচ্ পাওয়া যায়?"

উংফু বলল, "গভীর রাত্রে ওপরে লি-ওয়াঙের ঘরে একটা ভারী পায়ের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শব্দটা অদ্ভুত বলে আমি বিছানার ওপর উঠে বসে ওপরে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে একটা পিস্তলের শব্দের সাথে-সাথে একটা আর্ত্তনাদ আমার কানে

এলো। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, সেটা মানুষেরই আর্ত্তনাদ! কোনও কারণে হয়ত ঐ পিস্তলের গুলিতে আহত হয়েই সে কোন এক বিজাতীয় ভাষায় আর্ত্তনাদ করে উঠেছিল! পর-মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল একটা প্রকাণ্ড ভারী কিছু ওপর থেকে বাগানে লাফিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো কুকুরের আর্ত্তনাদে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। মনে হ'ল, কোন কারণে কুকুরগুলো যেন অতিমাত্র ভীত হয়ে আর্ত্তনাদ করতে-করতে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসছিল। ওপরের ঘরে ঐ ভারী পায়ের শব্দটা কার,—কে কাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল,—ঐ অজ্ঞাত আগন্তুক কে,—সে ঐভাবে অমানুষিক স্বরে চীৎকার করে উঠল কেন,—কুকুরগুলো কাকে দেখে আর্ত্তনাদ করে উঠল,—এ সব নানা চিন্তা সমস্ত রাত আমার মাথায় পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওপরের ঘরে লি-ওয়াঙের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি আরও ভীত হলাম। কিন্তু ওপরে উঠে গিয়ে কি হয়েছে সেটা দেখবার সাহস পর্য্যন্ত তখন আমার ছিল না।

আমি কাপুরুষ নই, এবং মৃত্যুকেও একান্ত ছেলেখেলা বলেই মনে করি। মাত্র পাঁচজন অনুচর নিয়ে রাইফেল হাতে জাপানীদের মেসিন-গান-বসানো ট্রেঞ্চ অধিকার করতে আমার বুক একটুও কেঁপে ওঠেনি—মরণকে নিয়ে খেলা করতে আনন্দই পেয়েছি। কিন্তু সেদিনের কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। সেই ভারী পায়ের বুক-কাঁপান শব্দ, আর সেই রক্ত-হিমকরা আর্ত্তনাদ শুনে আমার সমস্ত সাহস কর্পূরের মত অদৃশ্য হয়েছিল।"

কথা বলতে-বলতে উংফু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার চোখ দুটো দপ্-দপ্ করে জ্বলছিল।

রবি বলল, "এখন সে কথা ভেবে আপশোষ করে কোনও ফল হবে না উংফু ! আমাদের এই রহস্যভেদ করে সেই অজ্ঞাত জীবটাকেই খুঁজে বার করতে হবে। আমি আজ তোমাকে আর বেশী বিরক্ত করতে চাই না। আর কয়েকটা প্রশ্ন করেই আমি আজ বিদায় নেব—আমাদের সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট সময়ও প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এলো।

লি-ওয়াঙের পিস্তলের লাইসেন্স ছিল ?"

উংফু বলল, "হ্যাঁ। একটা খুব শক্তিশালী অটোমেটিক পিস্তল, সব সময়েই তাঁর সাথে সাথে থাকত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই রিভলভার পুলিশ খুঁজে পায়নি।"

রবি বলল, "অদ্ভুত বটে ! লি-ওয়াঙের ঘর থেকে পুলিশ বহু আন্‌কোরা নতুন হীরক আবিষ্কার করেছে, একথা তোমাকে আগেই বলেছি। ঐ হীরকগুলোর ইতিহাস কি তোমার কিছু জানা আছে ? লি-ওয়াঙ ডাক্তার ছিল এবং তার কোন হীরক-খনির সাথেও কোনদিন সম্বন্ধ মাত্র ছিল না বলেই পুলিশ জানতে পেরেছে। এই অবস্থায় তার ঘরে এতগুলো আন্‌কোরা নতুন হীরা এলো কোত্থেকে জান ?"

উংফু বলল, "না। সে কথা জানা দূরের কথা, হীরাগুলোর অস্তিত্বই আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "লি-ওয়াঙের সেই ডাক্তার বন্ধুটির নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। তার সেই ক্যাণ্টনী বন্ধুর নাম কি ছিল জান ?"

উংফু জবাব দিল, "ডাক্তার ফু-সিন, এফ্‌-আর-সি-এস্‌।"

রবি বলে উঠল, "সর্ব্বনাশ ! সেও এফ্‌-আর-সি-এস্‌ ডাক্তার ! আচ্ছা, বলতে পার সেই ফু-সিন এখন কোথায় আছে ?"

উংফু বলল, "না। ক্যান্টনে থাকতেই ওঁরা দুজনে একবার একসঙ্গে তিব্বতের দিকে যাত্রা করেন। কেন, তা জানি না,—তার ঠিক মাস-দুয়েক পর লি-ওয়াঙ ফিরে আসেন ক্যান্টনে—কিন্তু তখন তাঁর সাথে তাঁর বন্ধু ফু-সিন ছিলেন না। আমি তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করাতে লি-ওয়াঙ নানা কথায় আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমিও আর সে কথা তাঁকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি। তার কিছুদিন পরেই আমরা ক্যান্টন থেকে এখানে চলে আসি।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "তার সেই তিব্বতের সাথী বন্ধুটিকে আর তুমি কোনদিন দেখতে পাওনি?"

উংফু জবাব দিল, "না।"

পরিমল এতক্ষণ চুপ করে এই সব কথাবার্ত্তা শুনছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "লি-ওয়াঙের ডান-হাত ছিল না। সেটা সে হারিয়েছিল কি করে?"

উংফু জবাব দিল, "এখানে আসবার পর মাঝে-মাঝে লি-ওয়াঙ আসামে শিকার করতে যেতেন। একবার শিকার থেকে ফিরে এলে দেখি, তাঁর ডান-হাতখানা কনুই থেকে কাটা। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, শিকার করতে গিয়ে একটা হিংস্র বাঘের কবলে পড়ে তিনি আহত হয়েছিলেন, এবং তার ফলেই ডান-হাতখানা কনুই থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল।"

এমন সময়ে বাইরে প্রহরী এসে জানাল যে, তাদের সাক্ষাতের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। রবি রায় চিন্তিত ভাবে উংফুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে উপস্থিত হ'ল।

পাঁচ

রবি আর পরিমল থানা থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হ'ল। পরিমল আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, রবি তখন গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পথ চলছে। সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "উংফুর কথা সব তুমি বিশ্বাস করেছ রবি-দা?"

রবি উত্তর দিল, "হ্যাঁ! তার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। সে মিথ্যে কথায় আমাদের প্রতারিত করবার কোনও চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি।"

পরিমল গম্ভীরভাবে বলল, "উংফুর কথাগুলো নেহাৎ রূপকথার মত শোনালেও সত্য বলে আমারও বিশ্বাস। কিন্তু সেই দানবটি কে, উংফুর কাহিনী থেকে তার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। আচ্ছা, উংফুর এই কাহিনী থেকে ঘটনাটা তুমি কিছু আঁচ্ করতে পেরেছ?"

রবি মাথা নেড়ে বলল, "না। সত্যি কথা বলতে কি উংফুর এই কাহিনীতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে মাত্র—সুবিধে কিছুই হয়নি।"

পরিমল চলতে-চলতে বলল, "তা বটে! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তারা তিব্বতে যাত্রা করেছিল কেন? ফু-সিনই বা লি-ওয়াঙের সাথে ক্যান্টনে ফিরে এলো না কেন? এবং ঠিক তার পরেই ক্যান্টন থেকে লি-ওয়াঙ ব্যবসা উঠিয়ে সুদূর কলকাতায় এসে এমন অজ্ঞাত ভাবে সাধারণ লোকের মত বাস করতেই বা আরম্ভ করলে কেন? আমার মনে হচ্ছে,—এসব ব্যাপার আর ঐ অজ্ঞাত বলশালী দানবের আবির্ভাব, সবগুলোর ভেতরেই যেন একটা অদৃশ্য

সূত্র রয়েছে। কিন্তু বাইরে থেকে ঘটনাগুলো একান্ত খাপছাড়া বলেই মনে হয়।"

রবি বলল, "সে যাই হোক,—একটা বিষয়ে আর আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, হিমালয়ের বুকে দুর্গম তিব্বতই এই সব রহস্যের মূল কেন্দ্র। বিজয়বাবুও হয়ত কোন উপায়ে আমাদের চেয়েও বেশী কিছু জানতে পেরে, উংফুর সাথে দেখা করেছিলেন; তারপর তার কাছ থেকে তিব্বতের কোন আভাস পেয়ে তিব্বতের পথেই যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেই হল তাঁর শেষ যাত্রা!

কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন কোথায় জান? তিনি তাঁর গন্তব্য স্থান কারও কাছে প্রকাশ করেননি—এমন কি স্বয়ং পুলিসকমিশনারের কাছেও না। তিনি হয়ত এই ঘটনার ভেতর সত্য কতটুকু আছে, তা না জেনে অপদস্থ হ'তে চাননি। কিন্তু তাঁর এই অতি-সাবধানতার ফলেই আজ তিনি নিজেও সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছেন!"

পরিমল চলতে-চলতে কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করল, "আমরা এখন চলছি কোথায় বলতে পার?"

রবি উত্তর দিল, "এখন সোজা আমরা নিউ মার্কেটে যাব। জুয়েলার হোয়াং-লির সাথে একটু সাক্ষাৎ করে আসি। তার ফলে হয়ত ঐ আনকোরা নতুন হীরাগুলোর কোন ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে।"

নিউ মার্কেটে প্রসিদ্ধ চীনা জুয়েলার হোয়াং-লির দোকান খুঁজে বার করতে বেশী দেরী হ'ল না। প্রকাণ্ড দোকান এবং তখন ভীড়ও কিছু ছিল বলে রবি একটু ইতস্তত: করে ভেতরে প্রবেশ করল।

রবি ও পরিমল দোকানের ভেতরে প্রবেশ করতেই একজন সুবেশধারী চীনা যুবক এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা করল।

রবি তার কাছে ঘেঁষে মৃদুস্বরে বলল, "দোকানের মালিক হোয়াং-লির সাথে বিশেষ প্রয়োজনে আমরা দেখা করতে এসেছি, কোন মূল্যবান্ অলঙ্কার কেনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"

চীনা যুবক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তাঁকে আপনারা চেনেন ?"

রবি উত্তর দিল, "না। তাতে কোনও অসুবিধে হবে না। হোয়াং-লি কোথায় বসেন ?"

রবির দৃঢ়স্বর শুনে চীনা যুবকটি এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করল। তারপর তাদের অনুসরণ করতে বলে দোকানের পেছনের একটা দরজা দিয়ে অগ্রসর হ'ল।

খানিকটা গিয়ে একটা ছোট ঘর দেখিয়ে চীনা যুবকটি বলল, "আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি ভেতরে গিয়ে মিঃ হোয়াং-লিকে সংবাদ দিচ্ছি।"

তাদের সেখানে বসিয়ে রেখে যুবক ভেতরে অদৃশ্য হ'ল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, "উনি জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাই হোক, তবুও আপনাদের কথা শুনে দেখা করতে রাজী হয়েছেন। আমার সাথে আসুন।"

চীনা যুবকটি ভেতরে তাদের একটা ঘরে বসিয়ে তৎক্ষণাৎ দরজা দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হ'ল।

রবি ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলো, তাদের সামনেই বিশালদেহী এক প্রৌঢ় চীনাম্যান চেয়ারে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দুজনকে দেখছে।

রবি তাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আপনিই মিঃ হোয়াং-লি ?"

চীনা-ভদ্রলোক সতর্ক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের চেনা দূরের কথা, পূর্ব্বে কোন দিন দেখেছি বলেও আমার স্মরণ হয় না।"

রবি হেসে বলল, "না। সে সৌভাগ্য আমাদের অদৃষ্টেও পূর্ব্বে কখনও ঘটেনি, এবং ঘটত কিনা তাও সন্দেহ, যদি না—"

রবি নিজেকে সংযত করে বলল, "সে কথা থাক্। বেশীক্ষণ আপনার মূল্যবান্ সময় আমরা নষ্ট করব না। সুতরাং ভূমিকাগুলো বাদ দিয়ে কাজের কথাতেই আসা যাক্।

নিহত লি-ওয়াঙের সাথে আপনার কতদিন থেকে আলাপ ছিল?"

হঠাৎ রবি রায়ের এই অদ্ভুত প্রশ্নে হোয়াং-লি চোখদুটো কপালে তুলে বলল, "লি-ওয়াঙ। এই চীনা ভদ্রলোকটির সাথে পরিচয় থাকা ত দূরের কথা—নামটাও এই প্রথম আপনাদের কাছে শুনতে পেলাম।"

রবি গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার প্রশ্নের উত্তরে যে আপনার কাছ থেকে এই কথা শুনতে পাব, তাতে অদ্ভুত কিছুই নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, মিঃ হোয়াং-লি, আমরা এখানে আপনার সাথে কোন ছেলেখেলা বা তামাসা করতে আসিনি। সুতরাং কিছু গোপন করবার চেষ্টা না করে আমার কথার সরলভাবে জবাব দিন। তা না হ'লে পুলিশের কাছে আপনার সংবাদটা জানাতে একটুও দেরী হবে না'।'

হোয়াং-লি একবার কঠিন দৃষ্টিতে রবি রায়ের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হেসে বলল, "বুঝতে পেরেছি। আমি যে কোন কু-মতলবেই

আপনাদের কাছে লি-ওয়াঙের কথা গোপন্ করতে চেয়েছিলাম, ঠিক তা নয়। লি-ওয়াঙ নিহত হয়েছে এবং তার সাথে আমার পরিচয় ছিল, এ সংবাদ পুলিশে জানতে পেলে আমায় একেবারে মৌমাছির মত ছেঁকে ধরবে। কাজেই বাধ্য হয়েই আমাকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ যে সংবাদ জানতে পারেনি, আপনারা সেই সংবাদ পেলেন কোত্থেকে ?"

রবি বলল, "তার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু বলে রাখছি যে, আমরা পুলিশের লোক না হ'লেও তাদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে ; এবং লি-ওয়াঙের সাথে আপনার কোন্ সূত্রে, কোন্ ব্যবসার খাতিরে পরিচয়, তাও আমাদের অজ্ঞাত নেই।—সুতরাং আমাদের কাছে আসল কথাগুলো গোপন করে গেলে—পুলিশের কাছে সে সব কথা প্রকাশ করতে আপনার আপত্তি হবে না বোধ হয়।"

হোয়াং-লি আঁৎকে উঠে বললেন, "দোহাই আপনার। পুলিশকে আমার পেছনে লেলিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন হবে না। লি-ওয়াঙের সম্বন্ধে আমি যা কিছু জানি, প্রকাশ করতে আপত্তি নেই। বলুন, কি জানতে চান আপনি ?"

রবি প্রশ্ন করল, "লি-ওয়াঙের সাথে আপনার পরিচয় কত দিনের ?"

হোয়াং-লি বলল, "বহুদিনের। ক্যান্টনেই আমাদের আলাপ হয়। সেখানে সে ডাক্তারী করত। আমি তারপর এখানে চলে আসি ব্যবসার জন্যে এবং তারপর থেকে বহুদিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তারপর একদিন হঠাৎ নিউ মার্কেটেই তাকে দেখতে পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হয়ে ডাকি।"

রবি বলল, "বেশ। সে আপনার কাছে মাঝে-মাঝে হীরা বিক্রি করতে আসত। কিন্তু এসব সে কোত্থেকে পেত, তা কিছু বলেছিল লি-ওয়াঙ?"

হোয়াং-লি এই প্রশ্নে বিস্মিত হ'লেও সেই ভাব দমন করে বলল, "না। আমিও তাকে এই প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর পাইনি। তবে সে এটুকু বলেছিল যে, হীরাগুলো চোরাই মাল নয়—সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার ভীত হবার প্রয়োজন নেই!"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "তার এই কথা আপনি বিশ্বাস করেছিলেন বোধ হয়?"

হোয়াং-লি বলল, "হ্যাঁ! কারণ, হীরাগুলো সে আমায় নতুন এবড়ো-খেবড়ো অবস্থায় দিত। চোরাই মাল হ'লে হীরাগুলো সে অবস্থায় থাকত না।"

রবি প্রশ্ন করল, "লি-ওয়াঙের সম্বন্ধে আর কিছু জানেন আপনি?"

হোয়াং-লি উত্তর দিল, "না। এর বেশী আর কিছুই আমি জানি না।"

রবি তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল; "ডাক্তার ফু-সিন বলে ক্যান্টনের কোনও চীনেম্যানকে আপনি চিনতেন?"

হোয়াং-লি কিছু চিন্তা করে বলল, "ডাক্তার ফু-সিন? না। এই নাম আমি এই প্রথম শুনছি।"

রবি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ধন্যবাদ। চল পরিমল! এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়েছে। এবার সোজা বাড়ীর দিকে ফেরা যাক্।"

হোয়াং-লির দোকান থেকে তারা দুজনেই পথে বেরিয়ে এলো।

ছয়

পরিমল বলল, "হোয়াং-লি লোকটাকে মিথ্যাবাদী বলেই মনে হয়। কাজেই তার কথার মধ্যে কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা, তা যাচাই করাও অসম্ভব।"

রবি বলল, "শুধু মিথ্যাবাদী নয়—দারুণ ভণ্ডও বটে। কিন্তু হোয়াং-লির চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। এদিক্‌কার কাজ আমাদের এক রকম শেষ হয়েছে। চল, এখন ফিরে যাওয়া যাক্। বাড়ী গিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, তারপর ভাবা যাবে আমাদের পরবর্ত্তী লক্ষ্য কি হবে!"

পথ চলতে-চলতে রবি একবার একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। তারপর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে ফিরতেই পরিমল বিস্মিত ভাবে বলল, "আমি জানি যে তুমি ধূমপান করা দূরের কথা, সিগারেট জিনিসটাকে ঘৃণাই করে থাক। অথচ এই সিগারেট-প্যাকেট কিনলে কেন?"

রবি চলতে-চলতে গম্ভীরভাবে বলল, "এই সিগারেট-প্যাকেট কিনে লাভ হয়েছে এই যে, আমাদের পেছনে যে কেউ লেগেছে, তা জানতে পেরেছি। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করে দেখেছ যে, পানের দোকানের সামনে একটা বড় আয়না ছিল। হোয়াং-লির দোকান থেকে পথে বেরিয়েই আমার মনে একটা সন্দেহ হয়। তারপর সেই সন্দেহটাকে যাচাই করবার জন্যেই সিগারেট কিনবার ছল করে পানের দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম। দোকানের আয়নায় আমাদের পেছনে কিছুদূরে পথের ওপর আমাদের সেই অনুসরণকারীর মূর্ত্তি দেখে আমি বেশ খুশী হয়েছি। লোকটা চীনেম্যান—খুব নীচু শ্রেণীর

বলেই বোধ হ'ল। সে হোয়াং-লির দোকান থেকে অতি সতর্কভাবে আমাদের অনুসরণ করে আসছে।"

রবির কথায় পরিমল একটু ভীতস্বরে বলল, "লোকটার কোনও কু-মতলব আছে তাহ'লে। কিন্তু এতে আনন্দিত হবার কি পেলে শুনি?"

রবি হেসে বলল, "কিছু আছে বৈকি! আমি এই রকম একটা কিছুরই আশা করছিলাম। নইলে লি-ওয়াঙের হত্যা-রহস্য ভেদ করতে যথেষ্ট অসুবিধা ও পরিশ্রম হ'ত। কিন্তু শত্রুপক্ষ আমাদের সেই পরিশ্রমের ভার লাঘব করবার জন্যেই আমাদের পেছনে চর নিযুক্ত করেছে। ঐ অনুসরণকারী একজন চীনাম্যান এবং সে লি-ওয়াঙের হত্যাকারীর নিযুক্ত চর, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং বুঝতে হবে যে, সে এখানেই আছে এবং আমাদের সব কিছু কাজের ওপরেই সেই অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে।

কোন কৌশলে লোকটাকে ধরতে হবে। আমি মনে-মনে একটা মতলব ঠিক করেছি। এখান থেকে আমরা দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা পথে অগ্রসর হব। চীনেটা দুজনের যাকেই অনুসরণ করুক না কেন, সে আর অন্য কোন দিকে না গিয়ে সোজা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হবে, এবং আরেকজন অনুসরণ করবে এই লোকটাকেই। বাড়ীর কাছে পৌঁছে আমরা দুদিক থেকে দুজন ওকে ফাঁদে ফেলে গ্রেপ্তার করব। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব আমি।"

রবির উপদেশ মত পরিমল এগিয়ে রাস্তার অন্য ফুটপাথ ধরে অগ্রসর হ'ল। পরিমলকে অন্যপথে যেতে দেখে চীনেটা একবার মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করল। তারপর মনে-মনে একটা কিছু ঠিক করে রবিকে অনুসরণ করে অগ্রসর হ'ল

রবি আড়চোখে একবার চীনেটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে, সে পরিমলকে পরিত্যাগ করে তাকেই অনুসরণ করে আসছে। সে মৃদু হেসে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে সে ধীরে ধীরে যেতে লাগ্‌ল। রবি একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো যে, চীনেটা দ্রুতপদে তার পিছু-পিছু আসছে—এবং চীনেটার পেছনেই কিছুদূরে পরিমল, রবির কথামত চীনেটাকে অনুসরণ করে আসছে।

রবি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পেছনে ফিরে চীনেটার দিকে অগ্রসর হ'ল।

রবিকে হঠাৎ এইভাবে ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকেই এগোতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পেছন ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পেলো যে, পরিমলও তার পথ আগ্‌লে দ্রুত তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

সে হতভম্ব হয়ে পড়ল। তারপর তৎক্ষণাৎ সেই ভাব সামলে রবির দিকে অগ্রসর হয়ে পকেট থেকে একটা খাম বার করল। তারপর রবির দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে অতি নিম্নশ্রেণীর ইংরেজীতে বলল, "এখানা আপনার চিঠি বোধ হয়, দেখুন।"

রবি লোকটার ধূর্ত্ততায় অবাক না হয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমার চিঠি এখানা, তা তুমি বুঝলে কি করে?"

চীনেটা বিন্দুমাত্র না দমে বলল, "চিঠিটা আপনারই। পথে একজন ভদ্রলোক আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে দিলেন যে, চিঠিখানা আপনার কাছে পৌঁছে দিলে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার পাব। সেই

পুরস্কারের টাকাও তিনি চিঠিটার সাথে আমায় আগেই দিয়ে দিয়েছেন।”

রবি পূর্ণ দৃষ্টিতে চীনেটার দিকে তাকাল। কিন্তু তার ভাব-লেশ হীন হল্‌দে মুখের দিকে তাকিয়ে সে মিথ্যে কথা বলছে কি সত্যি কথাই বলছে, তা বোঝা একরকম অসাধ্য।

লোকটার ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টিতে যেন একটু ভয়ের চিহ্ন ছিল। সে এক-একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইছিল ; এই দেখে রবির ধারণা হ'ল যে, পত্রপ্রেরক বোধ হয় সামনেই কোথাও আত্মগোপন করে চীনেটার দিকে লক্ষ্য রেখেছে।

রবি কঠিন কণ্ঠে বলল, “বটে! এই জরুরী পত্রখানা আমার কাছে বয়ে আনবার পারিশ্রমিক বাবদ নগদ পাঁচ টাকা দক্ষিণাও তুমি পেয়ে গেছ তাহ'লে! কিন্তু সেই দয়াশীল পত্র-প্রেরকটি কে, শুনি তোমার কোনও বন্ধুলোক হবে নিশ্চয়ই?”

চীনেটা রবির কথায় মাথা নেড়ে বলল, “তাকে আমি চিনি না এবং আর কখনও তার দেখা পাব কিনা তাও সন্দেহ। কাজেই—”

রবি কঠিন ভাবে হেসে বলল, “কিন্তু বন্ধু! তুমি বড় কঠিন কাজের ভার নিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছ! আমি বেশ বুঝতে পারছি, সহজ উপায়ে তুমি আমার কথার জবাব দেবে না। সুতরাং তোমার মুখ খুলবার জন্যে আমাকে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জোর করে বলতে পারি যে, সেই ব্যবস্থায় তোমার মুখে খই ফুটতে একটুও দেরী হবে না, তবে তোমার পক্ষে বিন্দুমাত্রও আরামদায়ক হবে না। কিন্তু অন্য কোনও উপায় যখন নেই, তখন এই ব্যবস্থাই বাধ্য হয়ে আমায় গ্রহণ করতে হবে।”

রবির কথাগুলো শুনে চীনেটা একটু ভীত এবং আশ্চর্য্য হয়ে

বলল, "তার মানে ? আপনার উদ্দেশ্যটা কি শুনি ? আপনি কি আমায় আটক করতে চান নাকি ?"

রবি হেসে বলল, "হ্যাঁ বন্ধু ! তুমি এত কষ্ট করে পত্রখানা দেবার জন্যে এতদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করে এখানে এসেছ, আর তোমাকে আমি এমনিই ছেড়ে দেব বলতে চাও তুমি ? এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মত আমার সাথে এস। না,—তোমার কোন আপত্তিই চলবে না। নইলে আমাকেই বাধ্য হয়ে—"

রবিকে তার দিকে এগোতে দেখে চীনেটার দুটো চোখ আক্রোশে জ্বলে উঠল। সে মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করে তার জামার ভিতরে লুকোন একটা ছুরি বার করল ফস্ করে। তারপর রবিকে লক্ষ্য করে সেটা সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছুড়ে মারল।

পরিমল ঠিক সেই সময়েই তার কাছে এসে পৌঁছেছিল। সে পেছন থেকে দ্রুতপদে এসে চীনেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইভাবে অতর্কিতে পেছন থেকে আক্রান্ত হয়ে তার হস্ত-নিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল ; সেটি রবির মাথার ওপর দিয়ে সামনের একটা বাড়ীর দরজায় গিয়ে বিদ্ধ হ'ল।

রবি পরিমলের সাহায্যার্থে অগ্রসর হ'ল। তারপর একটু চেষ্টাতেই চীনেটার হাত দুটো দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলে পরিমলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "ধন্যবাদ পরিমল ! ঠিক সময়ে তুমি একে পেছন থেকে আক্রমণ না করলে, এই চীনে গুণ্ডার ছুরিতেই আমাকে আজ পরপারে যাত্রা করতে হ'ত। এখন এই মহাপ্রভুকে বাড়ীতে নিয়ে চল। যেমন করেই হোক, এর মুখ খুলতে হবে। লোকটা একটা খুনে গুণ্ডা সন্দেহ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ কোনও প্রয়োজনীয় সংবাদ আমাদের দিতে পারবে।"

কালের কবলে—



পরিমল কোনরকমে টাল সাম্‌লে নিল [পৃষ্ঠা—৬৫

চীনে গুণ্ডাটাকে হিড়্-হিড়্ করে টান্‌তে-টান্‌তে রবি তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। চীনেটা দু-একবার তাদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ধস্তাধস্তি করলে; কিন্তু তাঁদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসাধ্য ভেবে, সে অবশেষে অত্যন্ত শান্ত হয়ে পড়ল।

চীনেটাকে ড্রইংরুমে এনে রবি লোকটার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে বলল, "আমাকে সুযোগ পেলে হত্যা করবার আদেশও তোমার সেই দয়াশীল পত্রলেখক দিয়েছিলেন বোধ হয়? এর জন্যে তুমি কত টাকা দক্ষিণা অগ্রিম পেয়েছ, শুনি?"

চীনেটা একবার তার দিকে তাকাল মাত্র—কিন্তু কোন কথা বলল না।

রবি কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভদ্র ব্যবহারে তোমার মুখ যখন খুলবে না, তখন তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থাই আমি করব।"

রবি পরিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এই গুণ্ডাটার পাহারায় থাক। আমি এখুনি আসছি ল্যাবরেটরী থেকে।"

দু'মিনিট পর রবি যখন ফিরে এলো, তখন তার হাতে একটা ক্ষুদ্র হল্‌দে রংয়ের শিশি। সেই শিশিটা সে টেবিলের ওপর রেখে বলল, "বিজয়বাবুর সরকারী ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেনকে ফোন করে এখুনি আমার এখানে আসতে অনুরোধ করে এলাম। লি-ওয়াঙের মৃত্যুর তদন্তে উনি বিজয়বাবুর সঙ্গেই কাজ করছিলেন। সুতরাং এতে তাঁর অসাধারণ উৎসাহ থাকবে নিশ্চয়। উনি দশ মিনিটের ভেতরেই এখানে আসছেন।"

তারপর সেই চীনেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ছোট শিশিটার ভেতরে কি আছে, জান? পাগলা কুকুরের লালা থেকে এই

জিনিসটা তৈরী করা হয়েছে। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে সিরিঞ্জের সাহায্যে এর একবিন্দু আরক তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না, এবং তারপর তোমাকে আমি রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসব। এর ফলে কি হবে, তা বুঝতে না পারার মত নির্ব্বোধ বলে তোমায় মনে হয় না। দশ মিনিটের মধ্যেই তুমি মানুষ থেকে জ্যান্ত পাগ্‌লা কুকুরে পরিণত হবে—অবশ্য দেহে নয়, স্বভাবে। পাগ্‌লা কুকুরের মত চীৎকার করে তুমি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে! তারপর অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে তুমি এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে অমরলোকে যাত্রা করবে।"

চীনেটা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "দোহাই তোমার, তোমার পায়ে পড়ি বাবু, আমায় অমন ভাবে মেরো না"

রবি দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "না। তা হবে না শয়তান! আমার কথার জবাব না দিলে আমি ঠিক এই রকমই কাজ করব জেনে রাখ। এখন বল, কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে চিঠি দিয়ে?"

চীনেটা একবার ভীত দৃষ্টিতে হল্‌দে রংয়ের শিশিটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যা কিছু জানি, সব বলছি। কিন্তু একটা শর্ত্ত আছে।"

রবি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কিসের শর্ত্ত শুনি? চালাকি করবার চেষ্টা করলে তোমার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে, তা সাবধান করে দিচ্ছি।"

চীনেটা গম্ভীরভাবে বলল, "আমি সত্যি কথাই বলব, যদিও তাতে আমার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে যথেষ্ট। শর্ত্তটা এই যে, আমার কথা শেষ হ'লে আমাকে পুলিশে না দিয়ে স্বাধীনভাবে চলে যেতে দেবেন।

রাব একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা! তাই হবে। এখন বল দেখি, কোন্ সদাশয় ব্যক্তি তোমাকে আমাদের পেছনে নিযুক্ত করেছেন?"

চীনেটা ভীত সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "সেই লোকটাকে আমি সত্যিই চিনি না। তবে—"

রবি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "লোকটা চীনেম্যান নয় কি?"

চীনে-গুণ্ডাটা ভীতস্বরে বলল, "হ্যাঁ!"

রবি প্রশ্ন করল, "সে তোমাকে কি আদেশ করেছিল?"

চীনেটা বলল, "লোকটা আমায় চিঠিখানা দিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিয়ে আপনাদের বাড়ী পর্য্যন্ত অনুসরণ করতে বলেছিল। তারপর চিঠিখানা আপনার হাতে দিয়ে অলক্ষ্যে ফিরে আসতে বলেছিল।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "এর জন্যে কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছ তুমি? সত্যি কথা বল।"

চীনে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "একশ' টাকা!"

রবি বিস্মিত হয়ে বলল, "একখানা চিঠি বহন করবার পারিশ্রমিক বাব্দ একশ' টাকা! সে তার সাথে আর কিছু আদেশ করেছিল?"

চীনেটা ইতস্ততঃ করছে দেখে রবি তাকে একটা ধমক দিয়ে বলল, "এখনো চালাকি হচ্ছে শয়তান! সত্যি করে বল্, সে আর কি আদেশ করেছিল?"

চীনেটা বলল, "আমি সত্যি করেই বল্ব বাবু! আমি প্রথমে তার কোন কাজ করতে রাজী হইনি; কারণ, প্রথম থেকেই অনুমান করেছিলাম যে, এমন ধরণের কাজে বিপদের ঝুঁকি আছে। সে তখন আমায় একশ' টাকা দিয়ে বলে দেয়, 'মাত্র চিঠিখানা দিয়ে আসবি, লোক দুটোর বাড়ীঘর দেখে আস্বি; আর যদি কোন

গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে, তাহ'লে আত্মরক্ষার জন্য একটাকে অন্ততঃ সাবাড় করে আস্‌বি—এর জন্য পাচ্ছিস্ একটা মোটা বখ্‌শিস্, একশ' টাকা।

"আমি সত্যি বল্‌ছি বাবু, আমি তার মতলব কিছুই জানি না! কেবল টাকার লোভেই এই কাজে হাত দিয়েছিলাম।" এই ব'লে সে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলে।

কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে রবি চীনেটার হাত দু'টা খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করছিল। তার হাত দুটোতে জায়গায়-জায়গায় হল্‌দে রংয়ের ছোপ্ লেগে রয়েছে। রবি মনে-মনে কিছু স্থির করে নিয়ে প্রশ্ন করল, "হোটেলে বাবুর্চিগিরি করে তুমি কত টাকা মাইনে পাও?"

চীনেটা রবির এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল ভয়ানক ভাবে। তারপর রবির দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে বলল, "আপনি একথা—"

রবি বাধা দিয়ে বলল, "সে কথা জানবার কোনও প্রয়োজন নেই। কত টাকা মাইনে পাও তুমি?"

চীনেটা বলল, "তিরিশ টাকা।"

রবি বলল, "ভাই তুমি একশ' টাকার লোভ সামলাতে না পেরে এই কাজে হাত দিয়েছ, কেমন? বেশ! এখন বল দেখি, লোকটা কে? তার নাম কি? আর কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়?"

চীনেটা বলল, "তার নাম আমি জানি না; কি করে তাও জানি না। তবে তাকে প্রায়ই আমাদের 'ইয়েলো-ড্রাগন' হোটেলে আসতে দেখেছি।"

রবি জিজ্ঞাসা করল, "সে কোথায় তোমাকে এই চিঠিখানা

দিয়েছিল ? আর ? তুমিই বা কোন্‌খান থেকে আমাদের পিছু-পিছু অনুসরণ করে আসছিলে শুনি ?"

চীনেটা একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল, "হোয়াং-লির দোকান থেকেই আমি আপনাদের পিছু-পিছু আসছিলাম। সেখানেই সেই চীনে ভদ্রলোক আমায় দেখতে পেয়ে ইঙ্গিতে আমায় ডেকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন।"

রবি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে কি ভাবল। তারপর মুখ তুলে চীনেটাব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বললে যে সেই চীনে ভদ্রলোককে তুমি হোটেলে আসতে দেখেছ। তাকে তুমি আমাদের গোপনে দেখিয়ে দিতে পারবে ?"

চীনেটা নেহাৎ অনিচ্ছার সাথে বলল, "তা পারব। কিন্তু—"

রবি বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। সে এসব কথার কিছু ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। আচ্ছা, তুমি ইয়েলো-ড্রাগনে কতদিন থেকে কাজ করছ ?"

চীনেটা বলল, "প্রায় এক বছর হবে।"

রবি বলল, "বেশ! এখন তুমি যেতে পার। সন্ধ্যার সময় আমবা ছদ্মবেশে ইয়েলো-ড্রাগনে যাব। তুমি কৌশলে তাকে আমাদের দেখিয়ে দেবে। কিন্তু কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করলে তোমার নিস্তার নেই। পুলিশের সাহায্যে তোমাকে গ্রেপ্তার করা মোটেই অসম্ভব হবে না। তুমি আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে, এই অভিযোগই তোমার হাজতবাস করবার পক্ষে যথেষ্ট।"

চীনে-গুণ্ডাটা রবির কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে উপস্থিত হ'ল। ঠিক সেই মুহূর্তেই

একটা কালো রংয়ের মোটর তার পাশ দিয়ে এসে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হ'ল।

চীনে-গুণ্ডাটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর শূন্যে দু'হাত তুলে কিছু ধরবার চেষ্টা করেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রবি রায় এই দৃশ্য দেখতে পেয়েই দ্রুতবেগে রাস্তায় এসে উপস্থিত হ'ল। কালো রংয়ের মোটরটা তার পাশ দিয়ে যাবার পরেই চীনেটাকে এইভাবে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে, একটা বিপদের আশঙ্কায় তার বুক দুলে উঠল।

চীনেটার কাছে পৌঁছে সে বুঝতে পারল যে, তার অনুমান মিথ্যে নয়। চীনেম্যানটার জন্যে কাছেই কোথাও সেই মোটরখানা অপেক্ষা করছিল। তাকে রাস্তায় বার হ'তে দেখেই তারা তাদের কাজ সম্পন্ন করে অদৃশ্য হয়েছে।

চীনেটাকে অস্ফুটস্বরে কিছু বলতে দেখে রবি নীচু হয়ে তার বক্তব্য শুনবার চেষ্টা করল। সে অতি অস্পষ্টভাবে মরণোন্মুখ চীনেটাকে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলতে শুনল। তারপর সব স্থির হয়ে গেল।



সাত

রবি বেশ মন দিয়ে তার ল্যাবরেটরীতে কাজ করছিল। তার সামনেই টেবিলের ওপর একটা কাচের ডিশে ছোট্ট একটা ছুঁচের মত কোনও জিনিস।

পরিমল একমনে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবির কাজ দেখছিল। হঠাৎ রবিকে মুখ তুলতে দেখে সে তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো যে, তার চোখে-মুখে একটা সাফল্যের আনন্দ!

রবি পরিমলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "পুলিশের সন্দেহ যে, চীনে-গুণ্ডাটাকে কেউ হত্যা করেছে—অথচ ডাক্তারী রিপোর্টে বলেছে যে, চীনেটা হার্টফেল্ করে মারা গেছে। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ যে মিথ্যা নয়, সে তো আমরা নিজেরাই জানি। একখানি কালো রংয়ের মোটরগাড়ী পাশ কেটে চলে গেল, আর চীনেটা তখনই মরে গেল! সুতরাং এ যে হত্যাকাণ্ড, আমরাই তার সাক্ষী,—অথচ এমন ধরণের হত্যাকাণ্ড, যা ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। এই হচ্ছে এর বাহাদুরী। লি-ওয়াঙের বেলাতেও ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। কিন্তু তখন কিছুই বুঝতে না পারলেও, এখন বেশ বুঝতে পারছি লি-ওয়াঙের মৃত্যুর কারণ কি!

তাদের আততায়ী ঠিক এই একই উপায় অবলম্বন করে তাদের দুজনকেই অদ্ভুত কৌশলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে; এবং আমাদের অদৃষ্টেও একদিন হয়ত ঠিক তাই ঘটত যদি ঐ চীনে-গুণ্ডা নিজে মরে আমাদের সাবধান করে দিয়ে না যেত!"

পরিমল বিস্মিতভাবে রবির কথাগুলো ধীরে-ধীরে শুনে যেতে লাগল।

রবি বলল, "চীনেটাকে হঠাৎ ঐভাবে মরতে দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, কেউ তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তার কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে আমি অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলাম। হঠাৎ তার ঘাড়ের পাশে খুব ছোট ছুঁচের মত একটা জিনিস দেখতে পেয়ে আমি সেখানা সবার অজ্ঞাতে অতি সাবধানে তুলে নেই। এখন পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছি যে, সেই ছোট্ট ছুঁচ-জাতীয় জিনিসটাই তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। জিনিসটা অতি ছোট হ'লেও সেটা বহু লোকের প্রাণবধ করবার ক্ষমতা রাখে।"

রবি টেবিলের ওপর থেকে সেই ক্ষুদ্র ছুঁচটা অতি সাবধানে তুলে বলল, "এই সেই মারাত্মক অস্ত্র। এর ভেতরটা ফাঁপা আর সেখানে অবস্থান করছে অতি ভয়ানক এক ভেষজ বিষ। এই বিষ কোনও উপায়ে মানুষের রক্তের সাথে মিশ্রিত হ'লে দু'এক মিনিটের মধ্যেই তার নিশ্চিত মৃত্যু। অথচ বাইরে থেকে দেখে কিংবা ডাক্তারী পরীক্ষায় তার কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না।

লি-ওয়াঙের ওপর কিভাবে এই মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা অবশ্য অনুমান করা অসাধ্য। তবে আমাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য উপায়ে। ঐ মৃত চীনে বাবুর্চিকে দিয়ে আমাদের কাছে যে চিঠিখানা পাঠান হয়েছিল সেই চিঠিটার গায়ে মাখান রয়েছে ঐ একই জাতীয় বিষ।"

পরিমল আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল, "কি সাংঘাতিক! আচ্ছা, সেই চিঠিটার মধ্যে কি লেখা রয়েছে?"

রবি বলল, "সেই চিঠিখানাই হচ্ছে অদ্ভুত। তার ওপরে কোন

নাম নেই! ভেতরে একখানা চিঠির কাগজ আছে বটে, কিন্তু তাতে কিছুমাত্র লেখা নেই। আসল ব্যাপারটা হয়েছে কি জান? শত্রুপক্ষ বুঝতে পেরেছে যে, লি-ওয়াঙের হত্যা-রহস্যের তদন্ত-ভার আমরা হাতে নিয়েছি; সেইজন্য আমরা হোয়াং-লির বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছি, সেও হয়তো জড়িত হয়ে পড়বে। কাজেই আমাদের বন্ধুরা আমাদের দু'জনকেই পৃথিবী থেকে সরাবার এক অভিনব ফন্দী বার করলে।

সেই ফন্দীটি হচ্ছে চিঠির আকারে বিষ উপহার দেওয়া। কিন্তু বন্ধুরা বোধহয় এখন পর্য্যন্ত আমাদের নাম ঠিকানা জানতে পারেনি। কাজেই তাতে লিখবে আর কি? কিন্তু সাদা একখানা চিঠি দেখে, আমার তাতেই হ'ল সন্দেহ। আমি সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম, এমনি সময়ে চীনে-গুণ্ডার আকস্মিক মৃত্যু ও তার মৃত্যুর কারণ এক অদৃশ্য বিষ আবিষ্কৃত হওয়ায়, আমি আরো সতর্ক হয়ে উঠ্‌লাম। তারপর চিঠিখানা পরীক্ষা করে দেখি, সেখানেও রয়েছে সেই একই জিনিস—এক তীক্ষ্ণ ভেষজ বিষ!"

পরিমল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রবির কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল।

রবি তার সেই স্তব্ধভাব দেখে একটু হেসে বললে, "কি হে, তুমি যে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেলে দেখছি! ভয় পেলে নাকি? কিন্তু ভয় পেলেতো চল্‌বে না পরিমল! ঘরে বসে থাক্‌লে এই রহস্যের কোন সমাধান হবে না। আজই একটু বেরুতে হবে।

ঐ চীনে-গুণ্ডার কাছে তো ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলের নাম শুনেছ! সেটা একটা চীনে-হোটেল। আজ সেই চীনে-হোটেলে আমরা ভোজ খেতে যাব। তুমি তৈরী থেকো পরিমল!"

পরিমল জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মতলব বুঝতে পেরেছি। তুমি

কি মনে কর যে পত্র-প্রেরককে সেখানে খুঁজে বার করতে পারবে ?”

রবি হেসে বলল, “আশা করি। তবে কি উপায়ে সেটা সম্ভব হবে, তা এখন পর্য্যন্ত কিছুই বলা যায় না। চীনে-গুণ্ডাটার হাতে হলুদের চিহ্ন দেখেই আন্দাজ করেছিলাম যে, সে একজন চীনে বাবুর্চ্চি। সে যে ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে কাজ করত, মরবার আগে সে-কথা সে নিজেই বলে গেছে। একথাও সে বলে গেছে, পত্র-প্রেরকের সঙ্গে তার পরিচয়ও সেইখানেই। পত্র-প্রেরক প্রায়ই সেখানে যেত। কাজেই—যে আমাদের শত্রু, যে লি-ওয়াঙ ও চীনে-গুণ্ডাটির মৃত্যুর জন্য দায়ী, সে ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে প্রায়ই যায়—সেই হোটেলের অধিবাসী হ'লেও আমি আশ্চর্য্যান্বিত হব না।

কিন্তু এই সঙ্গে আর-একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। আমরা গিয়েছিলাম হোয়াং-লির সঙ্গে দেখা করতে। চীনে-গুণ্ডাটি আমাদের অনুসরণ শুরু করলে প্রায় সেইখান থেকেই। তবে কি পত্র-প্রেরক বা তার কোন লোক হোয়াং-লির আশে-পাশেই ছিল ? অর্থাৎ, হোয়াং-লিও কি সেই দলেরই লোক ?

সে যাহোক্, এখন আর সে নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কালক্রমে সবই বেরিয়ে পড়বে। আজ তবে শুধু ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে যাবার জন্য তৈরী থেকো। কিন্তু সে ব্যাপারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হ'তে পারে, তা ত সহজেই বুঝতে পাচ্ছ !

আমাদের ওপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে সন্দেহ নেই। কাজেই আমাদের একটুখানি অসাবধানতার ফল অতি ভয়ানক হ'তে পারে ! তাই আমি ঠিক করেছি যে, আমরা ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে যাব চীনেম্যানের ছদ্মবেশে। তাতে বিপদের আশঙ্কা তবু কিছু কম হবে।”

আট

রাত তখন প্রায় আটটা। চীনে-হোটেল ইয়েলো-ড্রাগনে তখন যথেষ্ট ভীড়। বেশীর ভাগ লোকই চীনেম্যান, অন্যান্য জাতীয় লোকও কয়েকজন রয়েছে।

রবি ও পরিমল চীনেম্যানের ছদ্মবেশে হোটেলে এসেছিল। তারা এক কোণে নিরিবিলি একটা জায়গায় বসে। তাদের সামনে একরাশ নানারকম খাবার প্লেটের ওপর সাজান। তারা খেতে খেতে চারদিকে তাদের সতর্কদৃষ্টিতে সবাইকে লক্ষ্য করছিল।

রবি মৃদুস্বরে বলল, "দেখ্‌ছ পরিমল, আগন্তুক চীনেম্যানদের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণীর লোক। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এটা একটা উচ্চশ্রেণীর হোটেল। এতগুলো লোকের ভেতর থেকে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে খুঁজে বার করা একটু কষ্টকর হবে বোধ হয়।"

হঠাৎ পরিমল একটু চমকে উঠে ইঙ্গিতে রবিকে দরজার দিকে তাকাতে বলল। রবি তার ইঙ্গিত মত পেছন দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, তাদের টেবিল থেকে কিছু দূরেই একটা টেবিলের সামনে বসে আছে চীনে-জুয়েলার হোয়াং-লি। রবি দেখতে পেলো, হোয়াং-লি স্থির এবং সতর্কদৃষ্টিতে তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে তার মনের ভাব কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

রবি মৃদুস্বরে বলল, "আমরা চীনেম্যানদের বেশে সজ্জিত হলেও তাতে যথেষ্ট খুঁৎ থাকাই সম্ভব; এবং তা দিয়ে অন্য সবাইকে প্রতারিত করতে সমর্থ হলেও, হোয়াং-লির ধূর্ত্ত চোখকে আমরা ঠকাতে পারিনি। সে আমাদের চিনতে পেয়েছে।"

পরিমল একটু ভীতস্বরে বলল, "কিন্তু লোকটার ঐ চাউনি এবং ভাবলেশহীন মুখ দেখে আমার কেমন একটা ভয় হচ্ছে। সে হয়ত আমাদের কোনও বিপদে ফেলবার মতলব আঁটছে!"

রবি হেসে বলল, "হোক্ বিপদ। আমরাও ত আর কচি খোকা নই যে তাকে নির্ব্বিঘ্নে পার হতে দেব! তাছাড়া আমরা তৈরী হয়েই এসেছি। একজোড়া রিভলভারের কাছে সে যতই শয়তান হোক—এগোতে সাহস করবে না।"

হোয়াং-লি কিছুক্ষণ চুপ করে এক জায়গাতেই বসে রবি ও পরিমলের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর রবিদের টেবিলের সামনে দিয়েই পাশ কাটিয়ে হোটেলের অন্য একটা ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরিমল হোয়াংলিকে টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে দেখে বলল, "ব্যাপার খুব সুবিধে বলে বোধ হচ্ছে না রবি-দা! হোয়াং-লির মতলব কি, তা অনুমান করা অসাধ্য। লোকটা আমাদের দিকে অমন করে তাকিয়ে ছিল কেন, বলতে পার?"

রবি বলল, "না। তবে শীগ্‌গিরই তার কারণ বুঝতে পারব। তুমি চারদিকে দৃষ্টি রেখো।"

রবি মনে-মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিপদ একদিক থেকে আসবে, নিশ্চয়ই; কিন্তু কোন্‌দিক থেকে কি ভাবে সেটা আসবে, তা সে অনুমান করতে পারল না।

হঠাৎ কি ভেবে রবি ইঙ্গিতে পরিমলকে চেয়ার ছেড়ে উঠে তাকে অনুসরণ করতে বলল। তখন ঘরের ভেতরে যথেষ্ট ভীড়। তারা চেয়ার ছেড়ে উঠতেই দু'জন চীনেম্যান তাদের পরিত্যক্ত চেয়ার দুটো দখল করে বসল।

রবি ভীড়ের ভেতর দিয়ে সাবধানে হোয়াং-লি যে পথে অদৃশ্য হয়েছিল, সেদিকে অগ্রসর হ'ল।

সামনেই একটা সরু পথ। রবি সেদিকে এগিয়ে চলল অতি সতর্ক ভাবে। খানিকটা অগ্রসর হতেই বাঁদিকে একটা ঘর থেকে অস্ফুট কথাবার্ত্তার শব্দ শুনে রবি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ কান পেতে সে বুঝতে পারল যে, সেই ঘরে দু'জন লোক ইংরেজীতে কথা বলছে। কিন্তু তারা কোন জাতীয়, তা তাদের গলার আওয়াজ শুনে বুঝবার কোন উপায় নেই।

রবি অতি ধীর পদক্ষেপে দরজার সামনে এসে কান পেতে দাঁড়াল। ঘরের ভেতরে একজনের গলার স্বর শুনে বোঝা গেল, সে চীনে-জুয়েলার হোয়াং-লি।

হোয়াং-লি দৃঢ়স্বরে বলল, "আমি সেই নর বানরের মূর্ত্তিটা কোথায় তা জানি না—এ-কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না হোয়াং-লি। তুমি লিং-ওয়াঙের মৃত্যুর দিন রাত্রে তার বাগানে উপস্থিত ছিলে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। এখন বলত, কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল?"

হোয়াং-লি বিহ্বল কণ্ঠে জবাব দিল, "লি-ওয়াঙের উপদেশ মতই আমি গোপনে তাঁর বাগানে উপস্থিত হয়েছিলাম। কারণ, লি-ওয়াঙ সবার অজ্ঞাতে গোপনে এই ভাবেই তাঁর সংগৃহীত হীরকগুলো হস্তান্তরিত করত।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটু চিন্তা করে বলল, "তাহ'লে বলতে চাও যে, সেই নর-বানরের মূর্ত্তিটা সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না?"

হোয়াং-লি বলল, "না, আমি কিছুই জানি না। তবে সে তর্ক এখন বন্ধ থাক্। বিশেষতঃ দুটো শয়তান যখন স্বেচ্ছায় আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে, তখন এমন সময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই উচিত।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "কার কথা বলছ?"

হোয়াং-লি বলল, "ঐ সেই পুলিশের গুপ্তচর দুটো। যাবা আমার বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছিল কোন গুপ্ত খবরের আশায়।"

"বটে? কোথায় তারা?"

"এই হোটেলেই। চীনেম্যানের ছদ্মবেশে এই হোটেলে এসে উদয় হয়েছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তারা এখনও এই হোটেলে আছে জান?"

হোয়াং-লি দৃঢ়স্বরে বলল, "হ্যাঁ! আমি এখানে আসবার সময়ে তাদের দর্শন করে ধন্য হয়েছি। তোমার আপত্তি না থাকলে, তুমি নিজেও তাদের দর্শন কবে ধন্য হতে পার।"

রবি চুপি-চুপি পরিমলকে বলল, "এখানে আমাদের আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। হোয়াং-লির মনে কোনও কু-মতলব রয়েছে এবং আমাদের বিপদে ফেলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।"

পরিমল আর রবি নিঃশব্দে আবার গলিপথ দিয়ে বাইরের ঘরে ফিরে এলো। রবি মৃদুস্বরে বলল, "শীগ্‌গিরই এখানে একটা কিছু দেখবার আশা করছি। হোয়াং-লির উদ্দেশ্যটা কি, তা সঠিক ভাবে জানা দরকার। সুতরাং আরও খানিকক্ষণ এখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

হঠাৎ রবি ও পরিমলের পরিত্যক্ত চেয়ারের চীনেম্যান দুটো

আর্ত্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। রবি তৎক্ষণাৎ অন্যান্য চীনেম্যানদের সাথে তাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে দেখতে পেলো যে, লোকদুটো অক্ষত হ'লেও মুমূর্ষু। তখনো তারা যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে! রবি লক্ষ্য করে দেখলে, তাদের দু'জনেরই পিঠে বিঁধে রয়েছে দুটো অতি সূক্ষ্ম ছুঁচ।

রবি কোনও কথা না বলে পরিমলের কাছে দ্রুতপদে ফিরে এসে বলল, "শয়তান হোয়াং-লি আমাদের মারতে গিয়ে ভ্রমক্রমে তার দু'জন স্বদেশবাসীকে হত্যা করেছে। হোয়াং-লি এখনি এখানে আসবে তার শিকার দুটোর অবস্থা দেখতে, এবং তাদের দেখেই সে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠে তন্ন-তন্ন করে আমাদের অনুসন্ধান করবে। কাজেই সময় থাকতেই আমাদের এখান থেকে সরে পড়া দরকার।"

রবি ও পরিমল হোটেল ত্যাগ করবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং হোয়াং-লি এবং ভীষণ-দর্শন দুজন বিশালদেহী চীনে-গুণ্ডা।

রবি ও পরিমলকে ফিরতে দেখেই হোয়াং-লি শয়তানের হাসি হেসে বলল, "চীনেম্যানের ছদ্মবেশে আপনাদের চমৎকার মানিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কাঁচা ছদ্মবেশে আমাকে প্রতারিত করতে পারেননি। আমি দেখবামাত্র আপনাদের চিনতে পেরেছিলাম।"

রবি শান্তস্বরে বলল, "সে কথা তোমার কাজেই প্রমাণ পেয়েছি অনেক আগে। কাজেই পুরানো কথা নিয়ে আলোচনা করে ফল নেই। আমাদের পথ ছাড়।"

হোয়াং-লি বিস্মিতের ভাণ করে বলল, "সে কি! যার সন্ধানে

এত কষ্ট স্বীকার করে এই হোটেলে এসে পদার্পণ করেছেন, তা না জেনেই ফিরে যাবেন ?

রবি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বলতে চাও, খুলে বল। অনর্থক তর্ক করে আমাদের সময় নষ্ট করো না।"

হোয়াং-লি হেসে বলল, "যার সন্ধানে আপনারা ব্যাকুল হয়ে এখানে ছুটে এসেছেন, আমি তা খুব ভাল ভাবেই জানি। আপনারা আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছেন—কাজেই তার ফল কি ঘটতে পারে, তা আশা করি আপনাদের মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।"

রবি কঠিন কণ্ঠে বলল, "তুমি আমাদের বৃথা ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না।"

হোয়াং-লি হেসে বলল, "আপনাদের যা অভিরুচি মনে করতে পারেন। তবে এটুকু মাত্র বলতে পারি যে; স্ব-ইচ্ছায় আপনারা এই ইয়েলো-ড্রাগনে প্রবেশ করলেও এই হোটেল ত্যাগ করা আপনাদের-ইচ্ছায় ঘটবে না।"

রবি মুহূর্ত্তমাত্র কি ভেবে বলল, "বাধা দেবে কে ? তুমি ? কিন্তু হোয়াং-লি ! এখানে একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমাদের এই ইয়েলো-ড্রাগনে আগমনের সংবাদ পুলিশ জানে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভেতরে আমরা এই হোটেল ত্যাগ করে বাইরে না গেলে পুলিশ এসে এই হোটেল লণ্ডভণ্ড করে খানাতল্লাস করবে। এই ব্যাপার তোমাদের কাছে খুব প্রীতিকর হবে বলে বোধ হয় না। তাছাড়া আমরাও সশস্ত্র হয়েই এখানে এসেছি একথা মনে রেখো। কাজেই আমাদের অনর্থক ঘাঁটালে তুমিও যে নিষ্কৃতি পাবে না, এই সামান্য কথাটা বুঝবার মত নির্ব্বোধ বোধহয় তুমি নও।"

কালের কবলে—



ডাঃ ফু সিন পালিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু · [পৃষ্ঠা—৭৯

হোয়াং-লি রবির কথা শুনে একটু হাসল। মুহূর্ত্তের জন্যে তার চোখে একটা বিজাতীয় ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা ফুটে উঠল। তারপর সে পেছন ফিরে স্থাণুর মত দণ্ডায়মান বিশালদেহী চীনে-গুণ্ডা দুটোর দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই, তারা দু'জন রবি ও পরিমলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রবি হোয়াং-লি এবং চীনে-গুণ্ডা দুটোর ভাবভঙ্গি দেখে এই রকম একটা কিছু ঘটবে বলে আশঙ্কা করে সতর্ক ছিল। সে চীনে-গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হয়েই চক্ষের পলকে একপাশে সরে দাঁড়াল।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আক্রমণকারী গুণ্ডাটা একটা বিজাতীয় ভাষায় গর্জ্জন করে আবার রবিকে আক্রমণ করল। সুযোগ বুঝে রবি সামান্য একটু সরে গিয়ে গুণ্ডাটার চোয়ালে প্রাণপণ শক্তিতে মুষ্ট্যাঘাত করল।

আর্ত্তনাদ করে গুণ্ডাটা মাটিতে বসে পড়ল। তারপর হঠাৎ উঠেই ফস্ করে একটা ছুরি বার করে রবিকে লক্ষ্য করল।

রবি বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে তার রিভলভারটা বার করে চীনেগুণ্ডার হাত লক্ষ্য করে গুলি করল। আহত হয়ে গুণ্ডাটা আর্ত্তনাদ করে উঠল এবং চক্ষের পলকে সে ও হোয়াং-লি গুপ্তদ্বার দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হল।

পরিমলের দিকে তাকিয়ে রবি দেখতে পেলো, সে তার আক্রমণকারী গুণ্ডাটার কবলে পড়ে আহত হলেও, তখনও প্রাণপণে তার সাথে লড়ছে এবং বে-কায়দায় পড়ে একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে কোন রকমে টাল সামলে নিল। রবি দ্রুতপদে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার রিভলভারের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ডশক্তিতে গুণ্ডাটার মস্তকে আঘাত করল।

সেই প্রচণ্ড আঘাতে গুণ্ডাটা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়তেই রবি বলে উঠল, "শীগ্‌গির চলে এস পরিমল! হোয়াং-লি কোনও মতলব নিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়েছে। সে সহজেই আমাদের ছেড়ে দেবে না এটা ঠিক। সে এসে পড়বার আগে এখান থেকে আমাদের সরে পড়া দরকার।"

পরিমল তখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছিল। সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো, হোয়াং-লি ও তার সহচর অন্য গুণ্ডাটা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

তারা দ্রুতপদে হোটেলের দরজার দিকে অগ্রসর হতেই পেছন দিক থেকে একটা কোলাহল শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, হোয়াং-লি এবং প্রায় দশজন চীনেগুণ্ডা সশস্ত্র হয়ে দ্রুতপদে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের হাতের ছোরাগুলো উজ্জ্বল আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছিল।

রবি মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব না করে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বটা লক্ষ্য করে গুলি করল। বাল্‌বটা সশব্দে চূর্ণ হয়ে গেল; সঙ্গে-সঙ্গে ঘরটা গভীর অন্ধকারে ভরে গেল।

রবি মৃদুস্বরে বলল, "কোনদিকে তাকিও না পরিমল! আমার জামাটা ধরে সোজা আমার পিছু-পিছু চলে এস।"

অন্ধকারে হাতড়ে তারা যখন বাইরের রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল, ইয়েলো-ড্রাগনে তখনো ভীষণ বিশৃঙ্খলা চলছে।

রবি পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, "গুলির শব্দে এখুনি এখানে পুলিশ এসে হাজির হবে। কাজেই এখানকার ব্যাপার নিয়ে এখন আর আমাদের কিছুই করবার নেই।"

পরিমল গম্ভীরভাবে বলল, "কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রবি-দা, হোয়াং-লির সাথে এই ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ আছে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, সে হোটেলের ভেতরে গোপনে কথা বলছিল কার সাথে? আর নর-বানর-মূর্ত্তিই বা কি, তা কিছু বুঝতে পেরেছ তুমি?"

রবি বলল, "শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, এই রহস্যের অনেক কিছু কথাই হোয়াং-লি জানে। এমন কি, লি-ওয়াঙের হত্যাকারীও তার সম্পূর্ণ পরিচিত। তবে, নর-বানর-মূর্ত্তিটা এই রহস্যের কোন অংশ অধিকার করে আছে, তা এখনো কিছুই বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু আশা করি, আজ রাতে এই অদ্ভুত রহস্যের কোনও মূল্যবান সূত্র আমি আবিষ্কার করতে সমর্থ হব।"

পরিমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কি উপায়ে শুনি?"

রবি সতর্কভাবে চারিদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "আজ রাত্রিতে হোয়াং-লির বাড়ী খানাতল্লাস করব—অবশ্য তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। সেখানে কোন মূল্যবান্ সূত্র পাব এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমরা সম্পূর্ণ তৈরী হয়েই শয়তানের গুহায় প্রবেশ করব। আজ একটু প্রহার তোমার কপাল-গুণে জুটে গেছে বলে ভয় পেলে চলবে কেন পরিমল?"

পরিমলের কপালের একটা জায়গা ফুলে উঠেছিল। সেখানে হাত দিয়ে পরিমল বললে, "এ খেলাটা কাপুরুষের জন্যে নয় আর যাই বল, আমাকে কাপুরুষ ভেবো না—দোহাই রবি-দা!"

নয়

রবি আর পরিমল তৈরী হয়ে যখন পথে বার হ'ল, তখন চারিদিকে গভীর অন্ধকারময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সামনেই একটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দুটো বেজে গেল। রবি ও পরিমল সেই অন্ধকার ভেদ করে চুপি-চুপি সন্তর্পণে হোয়াং-লির বাড়ীর দিকে অগ্রসর হল।

প্রায় পনেরো মিনিট পর তারা হোয়াং-লির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ীটার দিকে তাকাতেই পরিমলের মনে কেমন একটা ভয়ের উদয় হল! অন্ধকারে বাড়ীটা যেন একটা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে অতি স্থিরদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে-রয়েছে!

রবি বাড়ীটার চারদিকে ঘুরে পরিমলের কাছে এসে বলল, বাঁ-দিকের তেতলার একটা ঘরের ভেতর থেকে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। অন্য সবগুলো ঘরই অন্ধকার। আমার মনে হয়, হোয়াং-লি কোন প্রয়োজনবশতঃ ঐ ঘরের আলো এখন পর্য্যন্ত নেভায়নি।"

পরিমল চারদিকে তাকিয়ে বলল, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুমি ঐ বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করবে কি উপায়ে শুনি? আশেপাশে কোথাও একটা গাছ পর্য্যন্ত নেই, যার সাহায্যে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করা যেতে পারে!"

রবি বলল, "তার জন্যে খুব বেশী অসুবিধা হবে না। আমি ওপরে উঠবার একটা উপায় আবিষ্কার করেছি, যদিও সেটা তোমার মনোমত হবে না মোটেই। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, একটা মোটা

জলের পাইপ একতলা থেকে সোজা ছাদ পর্য্যন্ত উঠে গেছে। সেটা যথেষ্ট মজবুত বলেই মনে হল—একটা মানুষের ভার অনায়াসে সহ্য করতে পারে। সুতরাং—"

পরিমল আতঙ্কের সুরে বলল, "সর্ব্বনাশ! তুমি কি বলতে চাও যে ঐ পাইপ বেয়ে আমরা ওপরে উঠব? মাঝপথে যদি ঐ পাইপ আমাদের ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি ঘটবে চিন্তা করে দেখেছ?"

রবি বলল, "আমি নির্ব্বোধ নই পরিমল! ঐ পাইপটার শক্তি সম্বন্ধে যদি আমার একটুও সন্দেহ থাকত, তাহলে আমি এই বিপদের ঝুঁকি কখনও নিতাম না। আমাদের ভেতরে একজন ঐ পাইপের সাহায্যে ওপরে উঠবে এবং আর-একজন এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।"

পরিমল নিজের মনে কিছু চিন্তা করে বলল, "তাহলে ওপরে উঠবার ভারটা না হয় আমাকেই দাও। তোমার চেয়ে আমার শরীর যথেষ্ট হালকা—কাজেই এতে বিপদের সম্ভাবনাও অনেক কমবে।"

রবি সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নেড়ে বলল, "বেশ, তুমিই না হয় ওপরে যাও। কিন্তু খুব সাবধান! হোয়াং-লি কোন উপায়ে যেন টের না পায়! তুমি ওপরে ওঠে অবস্থাটা দেখে এসে আমায় জানাবে। তারপর আমি যা হয় ব্যবস্থা করব।"

পরিমল অতি সাবধানে জলের পাইপটা ধরে ওপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করল। দোতলা ছাড়িয়ে তেতলার সেই ঘরের জানলার কাছে পৌঁছেই সে থেমে পড়ল। তারপর অতি ধীরে নিঃশব্দে জানলার সামনে এসে ভেতরের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল।

ঘরের ভেতরে একটা উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইট। সামনেই ঘরের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড টেবিল্। তার সামনেই একটা চেয়ারে বসে আছে স্বয়ং চীনে জুয়েলার হোয়াং-লি!

কয়েক মিনিট স্থিরদৃষ্টিতে হোয়াং-লির দিকে তাকিয়ে থেকে পরিমলের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল। সে দেখতে পেলো যে, হোয়াং-লি নিস্তব্ধভাবে চেয়ারটাতে বসে রয়েছে—তার শরীরের কোন অংশই বিন্দুমাত্র নড়ছে না।

পরিমল সতর্কভাবে জানলা টপকে ভেতরে ঢুকল। তারপর জামার ভেতর থেকে রিভলভারটা বার করে, দৃঢ় অথচ সতর্কভাবে হোয়াং-লির দিকে অগ্রসর হল।

টেবিলটার সামনে হোয়াং-লি বসে ছিল—তার হাত দুটো টেবিলের ওপর। টেবিলটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই পরিমল হোয়াং-লির কথা ভুলে সেদিকে এগিয়ে গেল। একটা দারুণ ভয়ে তার সর্বাঙ্গ দুলে উঠল। সে দেখতে পেলো, টেবিলের ওপরে একটা ছোট্ট অদ্ভুত এবং ভীষণ-দর্শন নর-বানর-মূর্ত্তি! তার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে! আর হোয়াং-লি বদ্ধ দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সেই ভাব-লেশহীন চোখের দৃষ্টি দেখেই পরিমল ভয়ে দু'পা পিছিয়ে এলো একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে! এমন সময়ে হঠাৎ কতকগুলো কুকুরের আর্ত্তনাদে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল!

দূরে কুকুরের সেই আর্ত্তনাদ শুনেই পরিমলের মনে পড়ল যে, লি-ওয়াঙ নিহত হবার দিনও তার ভৃত্য ঊং-ফু এইরকম কুকুরের আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়েছিল।

সে আর কিছু ভাববার অবসর পেলো না। পকেট থেকে একটা

রুমাল বার করে মুহূর্ত্তমধ্যে মূর্ত্তিটা তাই দিয়ে জড়িয়ে নিল্ ও বাণ্ডিলটি তার পকেটে পূরে ফেলল। তারপর এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে, জানালা টপ্‌কে সে জলের পাইপ বেয়ে নীচে নেমে এলো।

রবি তার কাছে এগিয়ে আসতেই পরিমল বলল, "ঐ কুকুরগুলো চীৎকার করছে কেন বুঝতে পেরেছ রবি-দা?"

রবি চিন্তিতভাবে বলল, "না! তবে ব্যাপার খুব ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। আমাদের খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন।"

পরিমল বলল, "শুধু সতর্ক থাকাই যথেষ্ট নয় রবি-দা! যদি প্রাণে বাঁচবার আশা রাখ, তবে শীগ্‌গির বাড়ীর দিকে দৌড়ে চল। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, আমরা এখানে ঠিক সময় মতই এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর একটু দেরী হলেই—"

রবি বলল, "কিন্তু আসল কাজের কি হল? তুমি এমন হঠাৎ নীচে নেমে এলে কেন?"

পরিমল বলল, "কারণ, আমাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আর এখানে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নেই। হোয়াং-লির দর্শন আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু মৃত অবস্থায়। মানে হোয়াং-লি অদ্ভুত ভাবে মারা গেছে এবং তার টেবিলের ওপর আমি আবিষ্কার করেছি বিদ্‌ঘুটে এক নর-বানর-মূর্ত্তি। কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে রবি-দা! কুকুরগুলোর আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ কাছে আসছে, শুনতে পাচ্ছ? কাজেই চল, এখন পালাই!"

দশ

সকালবেলা রবি পরিমলকে বলল, "চল একবার হোয়াং-লির বাড়ী থেকে ঘুরে আসা যাক্! একটু আগেই ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেন আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন বিখ্যাত জুয়েলার হোয়াং-লি অতি অদ্ভুত ভাবে নিহত হয়েছে, এবং লি-ওয়াঙের মৃত্যুর সাথে হোয়াং-লির মৃত্যুর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস এই যে, লি-ওয়াঙ এবং হোয়াং-লির মৃত্যুর কারণ অভিন্ন। আমি লি-ওয়াঙের মৃত্যুর তদন্ত করছি, সুতরাং আমি যেন এখুনি হোয়াং-লির বাড়ী গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করি।"

পরিমল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "কিন্তু আমরা ত জানি হোয়াং-লি কিভাবে মারা গেছে! তুমি কি গেলো-রাতের ঘটনা মিঃ সেনের কাছে প্রকাশ করতে চাও?"

রবি মাথা নেড়ে বলল, "না। তাতে সুবিধে কিছুই হবে না, বরং ফল হবে উল্টো। পুলিশ এই রহস্যের কোন সূত্র এখন পর্য্যন্ত খুঁজে না পেয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে! এই অবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতা তাদের কাছে বর্ণনা করতে গেলে অনর্থক তারা জেরা করে সময় নষ্ট করবে মাত্র। তবে এটা ঠিক যে, আমাদের একবার হোয়াং-লির বাড়ীতে যেতে হবে। ঐ নর-বানর মূর্ত্তিটার কথা তুমি ভোলনি নিশ্চয়ই। ঐ মূর্ত্তিটা পরীক্ষা করে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে, ঐ মূর্ত্তিটাই কোনও অজ্ঞাত উপায়ে হোয়াং-লিকে হত্যা করেছে।"

পরিমল কিছু চিন্তা করতে-করতে বলল, "কিন্তু ঐ অদ্ভুত মূর্ত্তির সাহায্যে এই ভাবে হত্যা করার কারণ কি বলতে পার? ঐ

মূর্ত্তির আবিষ্কারক কে, এবং এইভাবে হত্যা করে তার লাভ কি হতে পারে ?”

রবি হেসে বলল, “সেইটিই ত আসল রহস্য পরিমল ! ব্যাপার দেখে আমার মনে হয় যে এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মূর্ত্তির আবিষ্কারক যেই হোক এবং তার উদ্দেশ্য যাই থাক্ না কেন, সে যে একজন অসাধারণ লোক, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।”

পরিমল বলল, “আচ্ছা, এই অদ্ভুত মূর্ত্তিটার সাথে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকার কোন সাদৃশ্য নেই ত ? নিহত লি-ওয়াঙের বাড়ীতে আমরা যে হাতের ছাপ্ আবিষ্কার করেছিলাম, সে কথা মনে আছে তোমার ?”

রবি গম্ভীরভাবে বলল, “মনে আছে সবই ; কিন্তু এখন কিছু কল্পনা করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাকে আমরা এখনও দর্শন করে চক্ষু সার্থক করতে পারিনি। তবে কাল রাতে হোয়াং-লির বাড়ীতে তার আবির্ভাব হয়েছিল তা আমরা জানি। হয়ত তার পরিত্যক্ত কোন সূত্র সেখানে আমরা পেলেও পেতে পারি।”

আধঘণ্টা পর পরিমল আর রবি হোয়াং-লির বাড়ী পৌঁছুল। দরজার সামনে পুলিশ-প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল। প্রহরী তাদের দেখেই পথ ছেড়ে দিল।

তারা সোজা উঠে তেতলায় হোয়াং-লির ঘরে উপস্থিত হ’ল।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেন ঘটনার বিবরণ নোট করছিলেন। তিনি চোখ তুলে রবিকে দেখতে পেয়ে মৃদু হেসে বললেন, “আবার সেই পুরোণো রহস্যের আবির্ভাব ! এবার খুন হয়েছে জুয়েলার হোয়াং-লি!”

রবি ঘরটার চারদিকে সতর্কভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোন সূত্র পেয়েছেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেন বললেন, "না। চারদিক তন্ন-তন্ন করে সন্ধান করেও আমরা বিফল হয়েছি। একমাত্র হোয়াং-লির মৃতদেহ ছাড়া আমরা আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।"

রবি কোন উত্তর না দিয়ে, নীচু হয়ে সতর্কভাবে ঘরের মেজেতে কিছু খুঁজে দেখতে লাগ্‌ল। কিন্তু একমাত্র পরিমল ছাড়া আর কেউ সেই ঘরে ঢুকেছিল এমন কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

মিঃ সেন বললেন, "মিঃ রায় ! হোয়াং-লির মৃত্যুর সাথে লি-ওয়াঙের মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ আছে বলে আপনার মনে হয় না কি ?"

রবি গম্ভীরভাবে বলল, "কেবল মনে হওয়া নয়, এদের মৃত্যুর কারণ অভিন্ন, একথা আমি জোর করেই বলতে পারি।"

খানিক পরে রবি পরিমলকে ডেকে বলল, "চল পরিমল ! আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। সুতরাং এখানে আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রবি ও পরিমল নীচে নেমে এলো।

পরিমল রবির চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি রবি-দা ? এখানে এসেই তুমি এমন কি আবিষ্কার করলে যে এত চিন্তিত হয়ে পড়েছ ?"

রবি বলল, "সে কথার আলোচনা এখানে নয়, বাড়ীতে গিয়ে হবে।"

পরিমল জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে এখন যাচ্ছ কোথায় ?"

রবি উত্তর দিল, "কাল রাতে যে পাইপের সাহায্যে তুমি ওপরে উঠেছিলে, সেই পাইপটা একবার পরীক্ষা করব। আজ সকালে নিহত হোয়াং-লিব ঘবে সেই অতিকায়-জীবটির কোন পদচিহ্ন দেখতে পাব বলেই আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু আমি নিরাশ হয়েছি— দানবটি ঘরে ঢোকেনি। নাহলে কাল রাতে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকা এখানে এসেছিল কোন্ উদ্দেশ্যে? সে যে হোয়াং-লির কাছে ঐ নব-বানব-মূর্ত্তিটার জন্যেই এসেছিল, তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই! অথচ হোয়াং-লির ঘরেব মেজেতে কোন চিহ্নই যে দেখা গেল না!"

পবিমল জিজ্ঞাসা কবল, "ঐ নর-বানব-মূর্ত্তিটাব জন্যেই যে সেই অজ্ঞাত জীবটির এখানে আগমন হয়েছিল, তার প্রমাণ কই?"

রবি বলল, "ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে হোয়াং-লি এবং আর-একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির পরামর্শ আমরা শুনেছিলাম মনে আছে ত? সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি যেই হোক' না কেন, সে ঐ নর-বানর-মূর্ত্তিটার জন্যে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল, হোয়াং-লিকে সে মূর্ত্তিটার সম্বন্ধে প্রশ্নও কবেছিল। কিন্তু হোয়াং-লি ঐ মূর্ত্তিটা তার কাছে থাকা সত্ত্বেও তাকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করেছিল। কাজেই মূর্ত্তিটা নেবার জন্যে সে যে কোন চেষ্টা করবে, এতে সন্দেহ থাকতেই পারে না।

তবে এখানে কয়েকটা কথা চিন্তা করবার আছে। ঐ মারাত্মক মূর্ত্তিটার জন্যে সে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল কেন? হোয়াং-লিই বা ঐ মূর্ত্তিটা পেয়েছিল কোথায়?"

পরিমল বলল, "তাহলে তোমার বক্তব্য এই যে, সে হোয়াং-লির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে তার সেই ভয়ঙ্কর

অনুচরটিকে হোয়াং-লির বাড়ীতে পাঠিয়েছিল ঐ মূর্ত্তিটার উদ্ধার-সাধনের জন্যে ?”

রবি বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছিল। হোয়াং-লি নিজের মূর্খতা ও অত্যধিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ঐ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিটার চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল ও দামী রত্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। হোয়াং-লি কোনও উপায়ে মূর্ত্তিটি হস্তগত করে ঐ উজ্জ্বল দুটো মূল্যবান্ রত্নের লোভে সেটা হাতছাড়া করতে রাজী হয়নি। কিন্তু এর ফলে সে লি-ওয়াঙের মত ঐ মূর্ত্তিটার দ্বারাই মারা পড়েছে, এই হচ্ছে আমার ধারণা।”

এই সময় রবি ও পরিমল সেই জলের পাইপটার কাছে এসে পড়ল। কিন্তু পাইপটার অবস্থা দেখে তারা থমকে দাঁড়াল।

তারা দেখতে পেলো, সেটা প্রায় দোতলার কাছ থেকে খনিকটা খুলে এসে নীচে দুমড়ে পড়ে আছে। ওপরে তাকিয়ে দেখল, দোতলার কার্নিশ খানিকটা ভেঙ্গে পড়েছে।

রবি বলল, “এখন বুঝতে পারছি, কেন আমি হোয়াং-লির ঘরে কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। ঐ অজ্ঞাত জীবটিও ওপরে উঠবার আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে, আমাদের অবলম্বিত পন্থাই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এই মোটা পাইপ তোমার দেহের ভার সহ্য করতে সমর্থ হলেও তার বিরাট দেহের ভার সহ্য করতে পারেনি। তার ফলে সে এই পাইপের সাহায্যে দোতলার কার্নিশের কাছে পৌছুলেই পাইপ ও কার্নিশ তার দেহের ভারে ভেঙ্গে পড়েছে।”

এগারো

পরিমল চিন্তিতভাবে বলল, "এখন তুমি কি ভাবে অগ্রসর হতে চাও রবি-দা?"

রবি একটু ভেবে বলল, "আমি মনে-মনে একটা উপায় স্থির করেছি পরিমল! আমি চীনেম্যানের ছদ্মবেশে ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাক্‌ব। তারপর অবস্থা বুঝে কাজ করা যাবে। এতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট, তা স্বীকার করি। কিন্তু তা ছাড়া আর কোন পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।"

পবিমল জিজ্ঞাসা করল, "আর আমি? আমিও তোমার সাথে থাক্‌ব ত?"

রবি বলল, "না, ইয়েলো-ড্রাগনে আমি একলাই যাব। তুমি এখানে যেমন আছ, ঠিক তেমনিই থাকবে। তবে তোমার ওপরও দায়িত্ব কম থাকবে বলে মনে করো না। নর-বানর-মূর্ত্তিটা আমাদের হস্তগত হয়েছে এই খবরটা গোপন থাকবে না—অন্ততঃ ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে আমিই একথা কৌশলে প্রচার করব। এর ফলে ঘটবে কি জান? সেই ভয়ঙ্কর জীবটির এখানে আবির্ভাব হবে—"

"আর তার পরদিন আমার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবে। কেমন, এই ত?"

রবি বলল, "না। সে রকম কিছু ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আমরা লি-ওয়াঙ বা হোয়াং-লির মত লোভী বা নির্ব্বোধ নই। তাছাড়া, সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকেও তোমার ভয় পাওয়ার কোন

কারণ নেই, কারণ, সে এখানে এসে এবার আর ফিরে যেতে পারবে না—তার লীলাখেলা শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও এখানে আমার অনুপস্থিতির-কথা আগে জানতে না পারে।"

পরিমল খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "তোমার মতলব মন্দ নয়। কিন্তু সেই নর-বানর-মূর্ত্তিটা কোথায়? সেটি তুমি রেখেছ কোথায়?"

রবি বলল, "সেটি এই রহস্যের প্রথম এবং প্রধান প্রমাণ। কাজেই জিনিসটি আমি এমন জায়গায় রেখেছি যে, হত্যাকারী ও তার সেই ভয়ঙ্কর অনুচর সারা জীবন ধরে খুঁজে বেড়ালেও ঐ নর-বানর-মূর্ত্তির সন্ধান পাবে না।

ঐ বীভৎস মূর্ত্তিটার অনুকরণে আমি প্যারিস-প্লাষ্টার দিয়ে আর-একটা অবিকল ঐ রকম নর-বানর-মূর্ত্তি তৈরী করিয়েছি। এতেই আমরা হত্যাকারীকে প্রতারিত করতে সমর্থ হব আশা করি। তাছাড়া, এতে আমাদের বিপদের সম্ভাবনাও থাকবে না। কারণ, ঐ আসল মূর্ত্তিটার ভেতরের রহস্য এখন পর্য্যন্ত আমরা কিছুই জানি না; অথচ মনে হচ্ছে জিনিসটা বিপজ্জনক। এই অবস্থায় ঐ মারাত্মক জিনিসটার সংস্পর্শে না আসাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। নইলে হয়ত আমাদেরও লি-ওয়াঙ বা হোয়াং-লির মত মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।"

পরিমল চিন্তিতভাবে বলল, "সবই ত হচ্ছে রবি-দা, কিন্তু আসল ব্যাপারের কিছুই ত হল না! বিজয়বাবুর নিরুদ্দেশ-রহস্য সমাধান করবার জন্যেই আমরা এই কেস্‌টা হাতে নিয়েছিলাম। অথচ এখন পর্য্যন্ত বিজয়বাবুর নিরুদ্দেশ-রহস্য আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্যই রয়ে গেছে।"

রবি বলল, "একথা ঠিক বটে! তবুও আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে! আমরা এই রহস্যের যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয়, বিজয়বাবুকে শত্রুরা যেখানেই কেন লুকিয়ে রাখুক্ না, শত্রুর যে সর্দ্দার—অর্থাৎ লি-ওয়াঙ ও চীনে-গুণ্ডার যে হত্যাকারী, ইয়েলো-ড্রাগনে যার আদেশে দুটি চীনেকেও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে, আর সেই অতিকায়-মানুষের যে প্রতিপালক,—সে নিজে এই কল্‌কাতা শহরের বুকেই সশরীরে বিরাজ করছে। আর বিরাজ করছে সম্ভবতঃ সেই ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলেই! কাজেই সেইখানেই আমাকে আবার হানা দিতে হবে। তবে এবার আর আগেকার মত অস্থায়ী আগন্তুক সেজে নয়, এবার হানা দেব স্থায়ী বাসিন্দার মত—এবং তা একা।"

"তাহলে এখন আমার কি কর্ত্তব্য হবে রবি-দা?" পরিমল জিজ্ঞেস্ করল।

রবি বলল, "তোমার কর্ত্তব্য ত কতকটা আগেই বলেছি পরিমল। তুমি বাড়ীতেই থাক্‌বে, কিন্তু সর্ব্বদা সশস্ত্র ও তৈরী হয়েই থাকবে। কারণ, আমি সেখানে প্রকাশ করব যে, চীন দেশের অপরূপ রহস্য এক নর-বানর-মূর্ত্তি আমি এই শহরেরই দুটো ছোক্‌রা—রবি আর পরিমলের কাছে দেখেছি। চমৎকার তার শিল্প, আর অসাধারণ মূল্যবান্!

আমার এই প্রচারের ফলে, শত্রুর যে সর্দ্দার—সে নিশ্চয়ই প্রলুব্ধ হয়ে উঠবে। সে নিশ্চয়ই তখন তার অতিকায়-মানুষটিকে নিয়ে এই দরিদ্রের কুটীরে এসে হানা দেবে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থেকো পরিমল।

তাছাড়া, আর একটা কাজ খুব শীগ্‌গির তুমি করে রাখবে। সে

কাজটা হচ্ছে, আমাদের ঐ পাশের গুদাম-ঘরটা ইলেকৃট্রিক তারের সাহায্যে একটা দুর্গে পরিণত করতে হবে—সুইচ টিপলেই যেন সারা ঘরখানা ও তার পথঘাট ইলেকৃট্রিকে সজীব হয়ে ওঠে, ইলেকৃট্রিসিটির সেই বেড়াজাল থেকে কেউ যেন আর বেরিয়ে আসতে না পারে! বুঝলে পরিমল, কি তোমায় করতে হবে?"

"হাঁ, বুঝলুম।"

পরিমলের মনে হল, একটা অজানা আতঙ্কের ছায়া যেন তাকে চারদিক থেকে অকৃটোপাসের ভয়ঙ্কর শুঁড়ের মত জড়িয়ে ধরবার জন্যে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে!





সেই বিশালদেহী নর-বানর তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। [পৃষ্ঠা—৯৩

বারো

ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে সামান্য চেষ্টায়ই রবি একখানা ঘর যোগাড় করল। হোটেলের চীনে ম্যানেজার বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে একজন পরিচারক দিয়ে রবিকে দোতলার একখানা ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

রবি নিজের ঘরে পৌঁছে খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এত সহজে যে কার্য্যোদ্ধার হবে, তা সে ধারণা করতে পারেনি। সে তার চীনেম্যানের ছদ্মবেশে হোটেলের ম্যানেজারকে প্রতারিত করতে সমর্থ হয়েছে ভেবে খানিকটা আনন্দিত হল। কিন্তু তার এই ছদ্মবেশ সেই অজ্ঞাত হত্যাকারীর চোখে ধুলো দিতে পারবে কিনা, তা সে বুঝতে পারল না।

বিকেলে রবি নীচে এসে বাইরের ঘরে একটা টেবিলের সামনে বসে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় সৌম্যমূর্ত্তি চীনেম্যান এসে, তার পাশেই একটা চেয়ার দখল করে বসল।

খানিকক্ষণ চা খেতে-খেতে রবির মনে হল, চীনেম্যানটা যেন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে! সে এতে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। লোকটা কে এবং তার দিকে এমনভাবে তাকাবার কারণ কি, সে খুঁজে পেলো না। রবি একবার আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাতেই তার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল।

লোকটা মৃদু হেসে পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে, "আপনাকে এই হোটেলে নূতন দেখছি বলে মনে হচ্ছে।"

৬

রবি নেহাৎ অনিচ্ছার সহিত উত্তর দিল, "হ্যাঁ! আমি মাসখানেক হল ক্যান্টন থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এবং আজ সকালে এই হোটেলে এসে উঠেছি।"

প্রৌঢ় চীনেম্যান রবির কথায় মৃদু হেসে বলল, "তাহলে নূতন আমদানী এখানে? তা বেশ! আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা পরস্পর পরস্পারের প্রতিবেশী,—মানে, আপনার ঘরের ঠিক পাশেই আমার ঘর।"

রবির হঠাৎ মনে পড়ল যে, প্রথমে এই হোটেলে এসে তার নিজের ঘরে প্রবেশ করবার সময়ে পাশের দরজার সামনে এই প্রৌঢ় চীনে-ম্যানকে সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল বটে!

রবি মনে-মনে গুছিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি এই হোটেলে কতদিন আছেন?"

প্রৌঢ় চীনেম্যান উত্তর দিল, "তা প্রায় মাস-ছয়েক হবে বৈকি। আমি নানকিং থেকে এখানে এসেছিলাম মুক্তার ব্যবসায়ে। আর মাস দু'য়েক পর আমার কাজ শেষ হলেই চলে যাব।"

রবি একটু ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "এখানে কিছুদিন আগে দু'জন ক্যান্টনবাসী চীনেম্যান খুন হয়েছিল কাগজে পড়েছিলাম। ঘটনাটা কি সত্যি?"

প্রৌঢ় চীনেম্যান তাচ্ছিল্যভরে বলল, "হ্যাঁ! কিন্তু ওসব ঘরোয়া কলহের ফল—সুতরাং এতে ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

রবি এবার সতর্কভাবে চারদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করল। ঘরে তখন যথেষ্ট ভীড়। সে দেখতে পেলো, তাদের টেবিলের ঠিক পেছনেই একটা টেবিলে বসে চারজন চীনেম্যান অতি নিস্তব্ধভাবে তাস দিয়ে জুয়া খেলছে। রবির মনে হল যে, তারা প্রকাশ্যে তাস

খেলছে বটে, কিন্তু তারা মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাবার্ত্তাও শুনছে।

এই ধারণা মনে উদয় হওয়ার সাথে-সাথে রবি আড়চোখে তাদের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলো, সেই জুয়াড়ীদের মধ্যে একজন তার পরিচিত। সে ছিল হোয়াং-লির সহচর গুণ্ডাদের মধ্যে একজন।

রবি মৃদুস্বরে প্রৌঢ় চীনেম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কিন্তু ঐ চীনেম্যান দু'জনের মৃত্যু ঘরোয়া বিবাদের ফল বলে মনে হয় জুয়েলার হোয়াং-লির কাছে শুনেছিলাম যে, একটা নর-বানর-মূর্ত্তিই তাদের এই অকাল মৃত্যুর কারণ।"

রবির কথায় প্রৌঢ়ের চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে স্মিতভাবে রবির দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, "অদ্ভুত বটে! হোয়াং-লির কাছে শুনেছিলেন, এই মৃত্যুর কারণ একটা নর-বানর-মূর্ত্তি?"

রবি দৃঢ়স্বরে বলল, "হ্যাঁ! আমার সাথে হোয়াং-লির বহুদিন থেকেই আলাপ ছিল। আমি ক্যান্টন থেকে এসে তার বাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সে হঠাৎ অতি অদ্ভুতভাবে মারা গেল! পুলিশ বলছে, সে স্বাভাবিকভাবেই হার্টফেল করে মারা গেছে; কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ অন্যরূপ।"

প্রৌঢ় চীনেম্যান সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনার ধারণাটা কি শুনি?"

রবি আড়চোখে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো যে, পেছনের দুজন চীনেম্যান অতি মনোযোগে তাদের আলাপ শুনছে। ওষুধ ধরেছে বুঝতে পেরে রবি একটা মতলব স্থির করল। সে মৃদুস্বরে

প্রৌঢ় চীনেম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, "সে কথা এখানে প্রকাশ করা উচিত হবে না। আপনি আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোক। সুতরাং আপনার কাছে সে কথা খুলে বলতে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। আপনি উৎসুক হয়ে থাকলে আমার ঘরে চলুন। সেখানেই আমি সব খুলে বলব। তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার অনুমান কত ভ্রান্ত!"

প্রৌঢ় চীনেম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, "আপনার বক্তব্যটা খুব কৌতূহলপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং আমি আপনার এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছি।"

রবি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সোজা কোনদিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে প্রৌঢ় চীনেম্যানের সাথে নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হল।

রবি উঠে আসবার সময় লক্ষ্য করেছিল যে, তাদের পেছনের চারজন চীনেম্যানও তাদের কথাবার্ত্তা শেষ হতে না হতেই উঠে ভেতরে অদৃশ্য হয়েছিল।

রবি বলতে সুরু করল, "হোয়াং-লির মৃত্যুর দিন সে আমাকে বলেছিল যে, সেদিন তার ফিরতে দেরী হবে, সুতরাং আমি যেন তার জন্যে বেশী রাত পর্য্যন্ত জেগে অপেক্ষা না করি। কাজেই আমি সেদিন তার সাথে গল্প-গুজবের আশা ত্যাগ করে একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর হঠাৎ রাত প্রায় তিনটের সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমার মনে হল যে, পাশেই হোয়াং-লির ঘরে কারা যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে! আমি বিছানা থেকে উঠে হোয়াং-লির ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। তারপর ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই আমি থমকে দাঁড়ালাম! দেখি,—ঘরের মধ্যে

দু'জন বাঙ্গালী যুবক দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে একটা অদ্ভুত মূর্ত্তি। সে একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে কিছু যেন বলছিল বলে মনে হল।

আমি ঘরে প্রবেশ করতেই তারা চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। পর-মুহূর্ত্তেই জানলা টপকে তারা অদৃশ্য হল। কাজেই আমার দৃঢ় ধারণা যে, হোয়াং-লির মৃত্যুর সাথে সেই দু'জন বাঙ্গালী যুবকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।

বাঙ্গালী যুবক দুটি চলে গেলেও আমি তাদের কথা ভুলতে পারলুম না। কারণ, হোয়াং-লির বাড়ী থেকে তারা যে মূর্ত্তিটা নিয়ে গেল, মুহূর্ত্তকাল তা দেখেই আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কাজেই যুবক দুটি কে, আমি কয়েকদিন কেবল সেই চিন্তাই করতে লাগলুম।

আমার বরাৎ ভাল বলতে হবে মশাই, দৈবাৎ একদিন তাদের একজনের সঙ্গে আমার দেখা! আমি তাকে দেখেই চিনে ফেল্লুম। তারপর গোয়েন্দার মত তাকে অনুসরণ করে জানতে পারলুম, তাদের একজনের নাম রবি রায়, আর একজন তার বন্ধু পরিমল গুপ্ত। দু'জনেই সখের গোয়েন্দা!

তারপর কয়েকদিন নানাভাবে তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করি। সে সুযোগও একদিন জুটে গেল। তারপর থেকে প্রায়ই হত আমার নেমন্তন্ন। নানাদেশের শিক্ষাদীক্ষা ও অপরূপ জিনিসের আলোচনা-প্রসঙ্গে রবিবাবু একদিন অতি গোপনে আমাকে সেই মূর্ত্তিটা আবার দেখালেন। একেনবার চেষ্টা করেছিলুম মশাই, কিন্তু তা অসম্ভব। লাখটাকা পেলেও সে তা বেচবার ছেলে নয়!"

কথা বলতে বলতে তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। রবি মাঝে-

মাঝে দু-একবার অতি সতর্কভাবে বাইরের সিঁড়ির জানলার দিকে তাকাচ্ছিল। সে দেখতে পেলো, হঠাৎ একটা বিদ্‌ঘুটে চীনেম্যানের মুখ জানলার সার্সির ওধারে আবির্ভাব হল। রবি যেন তাকে লক্ষ্যই করেনি, এইভাবে তার নিজের বক্তব্যগুলো বলে যেতে লাগল। তার কথা শেষ হতেই সে দেখতে পেলো যে, সার্সির ওধারে সেই বিদ্‌ঘুটে মুখ অদৃশ্য হল।

রবি ভাবল, এখানে তার আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তাদের কাছে যে ঐ নর-বানর-মূর্ত্তিটা আছে, এই সংবাদ তার শত্রুপক্ষের কাছে এখন আর গোপন নেই। এর পর যে কি ঘটবে, তা সে খুব ভালভাবেই জানত। সে মনে-মনে তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলল।

প্রৌঢ় চীনেম্যান গম্ভীরভাবে রবির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যেতেই রবি মৃদু হেসে অস্ফুটস্বরে বলল, "তুমি যেই হও চাঁদ, এবার আমার ফাঁদে তোমাকে ধরা পড়তেই হবে। এবার তোমার আর নিস্তার নেই।"



তেরো

রাত তখন প্রায় বারোটা। রবি অন্ধকার ঘরে বসে একদৃষ্টে ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলের পেছনে ছোট অন্ধকার বাগানটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে জানত যে, আজ রাত্রেই সেই রহস্যময় ব্যক্তি ঐ নর-বানর-মূর্ত্তিটা উদ্ধার করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাই সে সন্ধ্যার পর পুলিশ-কমিশনারের সাথে দেখা করে প্রয়োজন মত সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে রেখেছিল। ইয়েলো-ড্রাগনের চতুর্দ্দিকে পুলিশের ছদ্মবেশী চর মোতায়েন ছিল, যাতে কেউ গভীর রাত্রে হোটেল থেকে বেরোলে তাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে না পারে।

রবি জানত যে, নিঃশব্দে এবং সকলের অজ্ঞাতে হোটেল ত্যাগ করার পক্ষে এই অন্ধকারময় বাগানটাই উপযুক্ত স্থান। তাই সে নিজে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল।

রাত প্রায় দুটোর সময়ে রবি আব্ছা-চাঁদের আলোতে বাগানে একজন চীনেম্যানকে দেখতে পেলো। এত দূর থেকে দেখে রবি বুঝতে পারল না যে, তাকে সে এই হোটেলে দেখেছে কিনা। লোকটা কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সতর্কভাবে চারদিক পরীক্ষা করল। তারপর একটা অদ্ভুত শব্দ করে বাগানের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হল।

রবি স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার সেই অদ্ভুত শব্দের উদ্দেশ্য কি, তা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তার সমস্ত সন্দেহের অবসান হল। সে দেখতে পেলো,

হোটেল থেকে একটা অতিকায়-জীব বেরিয়ে, মানুষের মতই দু'পায়ে হেঁটে সেই চীনেম্যানটার অনুসরণ করল।

রবি যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! মানুষের মত দ্বিপদবিশিষ্ট ঐ জীবটা কি? ওটাকে কেবল একটা দৈত্যের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। তাদের গন্তব্যস্থল যে কোথায়, রবি তা খুব ভালভাবেই জানত। সে আর বিলম্ব না করে দ্রুতবেগে বাইরে এসে উপস্থিত হল।

হঠাৎ একটা কৌতূহল হতেই সে তার প্রতিবেশী ঐ প্রৌঢ় চীনেম্যানের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। সে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে দেখল—ঘরে কেউ নেই!

রবি একটা ঘুর্-পথে অন্ধকারে তার বাড়ী লক্ষ্য করে ছুটে চলল। সে বাড়ীতে পৌঁছাবার আগেই সেই চীনেম্যান ও তার সঙ্গী সেখানে পৌঁছালে যে কি ঘটতে পারে, তা ভাবতেও যেন তার হৃৎকম্প উপস্থিত হল! যথেষ্ট সতর্ক অবস্থায় না থাকলে ঐ চীনেম্যান ও তার অনুচরকে গ্রেপ্তার করা দূরে থাকুক, পরিমলের নিজেরই যে ভয়ানক বিপদ ঘটবে! মনে-মনে এই সব কথা চিন্তা করে রবি ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটে চলল।

বাড়ী পৌঁছেই রবি সকলের অজ্ঞাতে পাঁচিল টপ্‌কে ভেতরে ঢুকল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে অগ্রসর হতেই পরিমলের দৃঢ় কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, "ওখানেই চুপ করে দাঁড়াও! এক পা নড়লেই আমি গুলি করব।"

রবি বিস্মিতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর খানিকটা দূরে অন্ধকারে পরিমলের আব্‌ছা-মূর্ত্তি দেখতে পেয়ে বলল, "ব্যাপার কি

পরিমল? শেষে কি আমাকেই গুলি করবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছ নাকি?"

রবির কথায় পরিমল দ্রুতবেগে তার কাছে এসে বলল, "রবি? তুমি! আমি ভাবলাম বুঝি—"

রবি বাধা দিয়ে বলল, "শিকার ফাঁদে পড়েছে কেমন? কিন্তু তোমার ধারণা মিথ্যা হবে না। শিকার শীঘ্রই ফাঁদে পড়বে। মূর্ত্তিমান্ যমদূত এগিয়ে আসছে, খুব সতর্ক হও।"

পরিমল বলল, "তোমার উপদেশ অনুসারে আমি সর্ব্বদাই সতর্ক ভাবে রাত কাটাচ্ছি। এইরকম একটা কিছু যে কোন সময় ঘটতে পারে, তা মনে করে সমস্ত ব্যবস্থাই আমি পাকা করে রেখেছি। ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেন তাঁর দলবল নিয়ে ওপরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন। আমার ইঙ্গিতমাত্র তিনি সদলবলে উপস্থিত হবেন।"

কথা শেষ হতে না হতেই অনেকগুলো কুকুরের তীব্র আর্ত্তনাদে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

রবি একবার পরিমলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আর দেরী করলে বিপদ ঘটবে, শীগ্‌গির চল, তারা এসে পড়েছে। নতুন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত থাক। আজকেই এই রহস্যের শেষ।"



চৌদ্দ

রবি, পরিমল ও সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরীর দল নিয়ে ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেন অন্ধকার ঘরে একটা প্রকাণ্ড পরদার আড়ালে নিস্তব্ধভাবে অপেক্ষা করছিলেন। দূরে কুকুরের আর্ত্তনাদে সকলেরই বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পড়ছিল! সকলেব মনেই একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক!

সেই কুকুরের আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ কাছে এসে থেমে গেল। রবি চুপি-চুপি সবাইকে সতর্ক কবে বলল, "তৈরী থেকো। শীঘ্রই আমরা ভয়ানক কোন ঘটনাব সম্মুখীন হব।"

রবিব পরামর্শ মত নীচের দরজা খোলা ছিল। প্রায় মিনিট-পাঁচেক বাদে সিঁড়িতে হঠাৎ কাবো পদশব্দ! সকলে একান্ত উৎকণ্ঠাভরে দরজাব দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ সব মিস্তব্ধ! হঠাৎ ঘরেব দরজা আস্তে-আস্তে খুলে গেল। তারপর অতি সতর্ক পদক্ষেপে একজন চীনেম্যান ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী টর্চ্চ।

চীনেম্যানটা ঘরে ঢুকে কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে অপেক্ষা কবে তার হাতের টর্চ্চটা জ্বালল। মুহূর্ত্তমধ্যে ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। সেই উজ্জ্বল আলোকে সবাই দেখতে পেলো যে, আগন্তুক চীনেম্যানের মুখ একটা কালো রংয়েব মুখোশে ঢাকা। শুধু দুটো ফুটো দিয়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তাব চোখ!

টর্চ্চের আলোয় চারদিক ভাল করে দেখে চীনেম্যানটা মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। রবি ইয়েলো-ড্রাগনের বাগানে ঠিক সেই শব্দই চীনেম্যানটাকে করতে শুনেছিল। সুতরাং সেই শব্দের অর্থও সে ভালভাবেই জানত।

প্রায় এক মিনিট পরেই হঠাৎ একটা শব্দে সকলের দৃষ্টি জানলাটার

দিকে পড়ল। দেখা গেল, জানলার বাইরে একটা প্রকাণ্ড ও ভয়ঙ্কর কালো মাথা!

পর-মুহূর্ত্তেই সকলে দারুণ বিস্ময়ে দেখতে পেলো যে, সেই জানলার মোটা লোহার গরাদগুলো অতি সহজেই দুমড়ে ভেঙ্গে রূপকথার দৈত্যের মতই একটা ভয়ঙ্কর জীব সেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল।

সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে আতঙ্কে সেই ভয়ঙ্কর অতিথির দিকে তাকিয়ে রইল। মূর্ত্তিটা ঘরে ঢুকেই বাতাসে যেন কি শুঁকতে আরম্ভ করল। তারপর একটা অস্ফুট গর্জ্জন করে—রবি ও তার দলবল যে পরদার আড়ালে আত্মগোপন করে ছিল, সেইদিকে অগ্রসর হল।

রবি বুঝতে পারল যে, তারা চীনেম্যানের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হলেও তার অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সহচরটির ঘ্রাণ-শক্তিকে প্রতারিত করতে পারেনি। সে তার স্বাভাবিক শক্তিতে তাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে।

আর আত্মগোপন করে থাকা বৃথা মনে করে রবি সকলকে সতর্ক হতে বলল। তারপর পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই পাশের সুইচ্ টিপে ঘরের আলোটা জ্বেলে ফেলল।

চীনেম্যানটা হঠাৎ তাদের দেখতে পেয়েই কি করবে তা বুঝতে পারল না। তারপর সে কিছু স্থির করবার আগেই রবি রিভলভারের লক্ষ্য তার দিকে স্থির করে কঠিন কণ্ঠে বলল, "তোমার ও তোমার এই অমানুষিক অনুচরটির এবার আর পরিত্রাণ নেই বন্ধু! তোমার অনুচরটিকে নিরস্ত কর। নইলে ফলটা তোমাদের পক্ষে বড় সুবিধার হবে না।"

চীনেম্যানটা রবির কথায় বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে হেসে বলল, "তাহলে তোমরা তৈরী আছ দেখছি! এতক্ষণে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ইয়েলো-ড্রাগনে আড্ডা নিয়ে তুমি একটা মস্ত চাতুরীর জাল বুনেছ বন্ধু! কিন্তু যতই চেষ্টা কর না কেন, আমায় তোমেরা গ্রেপ্তার করতে পারবে না।"

রবি দৃঢ়স্বরে বলল, "তোমার আশা পূর্ণ হবে না বন্ধু! এবার তোমার এবং তোমার ঐ অতিকায়-অনুচরের আর নিস্তার নেই। হোয়াং-লি ও লি-ওয়াঙকে যে কিভাবে তুমি হত্যা করেছ, তা আর আমাদের জানতে কারো বাকী নেই।"

চীনেম্যানটা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রবির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তার প্রমাণ কোথায়?"

রবি বলল, "প্রমাণ তোমারই আবিষ্কৃত ঐ নর-বানর-মূর্ত্তি তুমি যে কি কৌশলে ঐ মূর্ত্তি তৈরী করেছিলে এবং কেনই বা তোমার স্বদেশবাসী দু'জন চীনেম্যানকে তুমি হত্যা করেছ, তা তুমিই জান। তবে তোমার ঐ হত্যার অপূর্ব্ব কৌশল আমাদের কারো কাছে আর অজ্ঞাত নেই। তা ছাড়া, গ্রেপ্তার হবার আগে আর-একটা কথা তুমি জেনে যাও বন্ধু! ইনস্পেক্টর বিজয় মিত্রকে তুমি যেখানেই রেখে থাক না কেন, তিনি এখন নিরাপদে আমাদের কাছেই বর্ত্তমান রয়েছেন। তোমার সাধ্য নেই যে, তুমি বা তোমার এই অতিকায়-বন্ধুটি, কেউ তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারে!"

রবি রায় এই বলেই হঠাৎ পরিমলকে সম্বোধন করে বলে উঠল, "সাবধান পরিমল, ঐ হলদে ঘরখানার দিকে নজর রেখো। বিজয়-বাবুকে যেন আবার সরিয়ে নিতে না পারে!"

চীনেম্যানের অতিকায় অনুচরটি এতক্ষণ বুঝি হুকুমের অপেক্ষায়

স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ! রবির কথায় চীনেম্যানের চোখ দু'টো জ্বলে উঠল। সে একবার চীৎকার করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললে ! সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত শব্দ করে সেই বিশালদেহী নর-বানর তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চীনেম্যানটা এই সুযোগ ত্যাগ করল না। সে তাদের আক্রান্ত দেখেই মুহূর্তমধ্যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হল। রবি ও পুলিশের দল কেউ বাধা দিতে পারল না। তারা তখন নর-বানরের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায়ই ব্যস্ত।

হঠাৎ বাইরের সিঁড়ির দিক থেকে একটা রিভলভারের আওয়াজ তাদের কানে এলো। পরক্ষণেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ! তারপরই আবার সব চুপ !

অতিকায় নর-বানরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েই রবি বুঝতে পেরেছিল যে, সে যত সহজে তাদের গ্রেপ্তার করবে মনে করেছিল—ব্যাপারটা ঠিক তত সহজ নয়। সে উপর্য্যুপরি কয়েকবার গুলি চালিয়ে গেল। কিন্তু তাতে দানবটা আহত হলেও নিরস্ত না হয়ে মরিয়া হয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় সিঁড়ির দিক থেকেও গুলির শব্দ এবং কেউ আহত হওয়ার আর্ত্তনাদ রবির কানে এলো।

সেই আর্ত্তনাদ শুনেই নর-বানরটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্ত্তে বাইরে থেকে একটা তীব্র শিসের শব্দে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে অতিকায় নর-বানরটা হঠাৎ চক্ষের নিমেষে জানলা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর সবাই চুপ।

পনেরো

অতিকায় নর-বানরটা জানলা টপ্‌কে অদৃশ্য হওয়ার পর কয়েক মিনিট সবাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মনে হল, তারা যেন এতক্ষণ একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছিল!

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেন সেই জীবটার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি আহত হয়ে যন্ত্রণা-সূচক একটা শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, "উঃ! আমার পৈতৃক প্রাণটা আর একটু হলেই শেষ হয়েছিল আর কি! ভাগ্যিস্ ঠিক সময় মত রবি ওটাকে গুলি করেছিল! কিন্তু ওটা গেল কোথায়?"

এই কথায় রবির যেন হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গল। সে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তাইত! আহত হয়েও সে দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে চম্পট দিয়েছে! কিন্তু সে চম্পট দিলে কোথায়? ওঃ! বুঝতে পেরেছি। সর্দ্দার চীনেটা কি যেন একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, না? নিশ্চয়ই সে তার জাতীয় ভাষায় একটা কিছু বলেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে থেকেও একটা জবাব এসেছিল শিসের শব্দে, আর নর-বানরটা বেরিয়ে গেছে ঠিক্ তক্ষুণি।

তাহলে ঠিক্‌ই হয়েছে পরিমল! শয়তানগুলো তাহলে সম্ভবতঃ আমার কল্পিত মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস করে, বিজয় মিত্রকে আবার আটক করবার জন্যে আমার ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিয়েছে।

পরিমল! হল্‌দে ঘরখানা—সেই গুদোমঘরখানা দেখ। নিশ্চয়ই

:সখানে এখন অনেক-কিছুর আবির্ভাব হয়েছে। তবে এইবার সুইচ্ টিপে দাও—শীগ্‌গির !—"

পরিমল বিদ্যুদ্‌বেগে সুইচের কাছে ছুটে গেল।

রবি বলল, "কিন্তু হঠাৎ সেই গুলির শব্দ আর আর্ত্তনাদ এলো কোথেকে ?"

রবি দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল। তারপর নীচে নামতেই সে থমকে দাঁড়াল।

রবি দেখল, একজন চীনে রক্তাপ্লুত শরীরে সিঁড়ির নীচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ; আর তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েদী উং-ফু ও রিভলভার-হাতে পুলিশ-কমিশনার স্বয়ং।

রবি রায়কে বিস্মিতভাবে থম্‌কে দাঁড়াতে দেখেই পুলিশ-কমিশনার ঈষৎ হেসে বল্লেন, "এদিকে আসুন মিঃ রায়। ডাক্তার ফু-সিনের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। তার আগেই তার মুখ থেকে আমাদের অনেক কিছু শুনতে হবে। নইলে এই রহস্যের মূল কারণ কোন দিনই আবিষ্কৃত হবে না।"

বিস্মিত ও বদ্ধ দৃষ্টিতে রবি তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, এসব কেমন করে সম্ভব হল! আপনি এখানে কেমন করে এলেন ? আর এই উং-ফুই বা জেল থেকে এখানে কেন ? তা ছাড়া, এরই নাম যে ডাক্তার ফু-সিন, তাই বা জানলেন কেমন করে ?"

কমিশনারের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। তিনি বল্লেন, "তাহলে প্রথম থেকে খুলে বলাই ভাল।

আমি আমার বাংলোয় শুয়ে ছিলুম, কিন্তু ঘুম হচ্ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর বিজয়বাবুর কথা মনে হচ্ছিল, লি-ওয়াঙের কথা মনে

হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল আপনার কথা। এই কেসটার আপনি কতটুকু করতে পারলেন, তার ত কিছুই জানতাম না! এমনি সময়ে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন করেছিলেন জেলারবাবু। তিনি বল্লেন, লি-ওয়াঙের ভৃত্য উং-ফু বিচারাধীন আসামীর মত জেলখানায় আছে। খানিক-দূরে সে নাকি কুকুরের তীব্র চীৎকার শুনে উৎকর্ণ হয়ে ছিল। শব্দটা ক্রমশঃ আপনার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছে, এই অনুমান করে, সে জেলারকে বলে, 'আপনি দয়া করে শীগ্‌গির একটা ব্যবস্থা করুন। ডিটেক্‌টিভ্ রবি রায়ের আজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ঐ যে চীৎকার শুনতে পাচ্ছেন, ওর কারণ আর কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড দৈত্য আজ রবি রায়কে বধ করতে যাচ্ছে। লি-ওয়াঙ যেদিন মারা যায় সেদিনও অমনি আর্ত্তনাদ উঠেছিল!' হোয়াং-লি যেদিন খুন হয়, সেদিনও নাকি এমনি ঘটনা ঘটেছিল।

উং-ফু তাঁকে কাতরভাবে অনুরোধ করতে থাকে, 'আপনি পুলিশ-কমিশনারকে এখনই জানান। তিনি এখনই ছুটে এসে যদি আমায় নিয়ে রবি রায়ের বাড়ীর দিকে যান, তবে আমি দেখিয়ে দেব সেই দৈত্যকে, আর দেখিয়ে দেব তার প্রতিপালক খুনী লোকটাকে।'

খবরটা সাংঘাতিক, কৌতূহলেরও বটে। আমি তখনই ছুটে এলুম। উং-ফুকে সাথে নিতে একবার ভয় হয়েছিল বটে! কে জানে, কি ওর মতলব! যদি পালাবার চেষ্টা করে!

কিন্তু সে বারবারই বলতে থাকে, ইচ্ছে হলে আমায় হাতকড়ি ও শিকল এঁটে নিয়ে চলুন। তবু বাঁচাবার চেষ্টা করুন ঐ রবিবাবুকে। তিনি আমায় মুক্তি দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। তাঁকে বাঁচান, দোহাই আপনার, তাঁকে বাঁচান।"

অগত্যা একটা ঝুঁকি কাঁধে নেওয়াই সঙ্গত মনে হল। উং-ফুকে সাথে নিলুম, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই নিলুম।

এখানে আসতেই দেখি, কে একটা লোক ঘর থেকে ছুটে পালাচ্ছে! উং-ফু তাকে দেখেই চীৎকার করে ওঠে, 'ডাক্তার ফু-সিন! ডাক্তার ফু-সিন! এই আমার প্রভু লি-ওয়াঙের হত্যাকারী ডাক্তার ফু-সিন! ধরুন, ধরুন ওকে—' বলেই সে যেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল।

ডাঃ ফু-সিন তাকে এক ঘুষি মেরে পালিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার গুলিতে আহত হয়ে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। তার হাতের মুখোশটা দেখুন, ঐযে মাটিতে লুটছে।"

রবি রায় এগিয়ে এসে উং-ফুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "উং-ফু! ভাই আমার! আমি যেমন করে পারি, আমার কথা রাখব। তুমি নির্দ্দোষ, আমি প্রথম দিনেই বুঝেছিলুম। কিন্তু বলত এই ডাক্তার ফু-সিনই যে লি-ওয়াঙের হত্যাকারী, তা তুমি কেমন করে বুঝলে? তুমি আগে তা কখনো জানতে কি?"

উং-ফু বলল, "না, তা আমি জানতুম না। কিন্তু এটুকু বুঝেছিলুম, ঐ অতিকায়-জীবটার যে চালক, সেইই হচ্ছে প্রকৃত খুনে।

কুকুরের চীৎকারে আমি বুঝেছিলুম, অতিকায়-দৈত্যটা এদিকে আসছে। তার সাথে নিশ্চয়ই আছে তার মনিব—আমার প্রভুর হত্যাকারী, তা সে যেই হোক্ না কেন!

এখানে এসে দেখি, এখানে একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। আর সেই সুযোগে যে পালিয়ে যাচ্ছিল সে আমার অতি পরিচিত, আমার প্রভুর ভূতপূর্ব্ব বন্ধু—ডাক্তার ফু-সিন।

তখন কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে রবিবাবু ?—কিন্তু সেই অতিকায়-জীবটা গেল কোথায়, তার যে কিছুই বুঝতে পারছি না !"

উং-ফুর কথায় রবি রায়ের যেন চমক ভেঙ্গে গেল। সে বলল, "হ্যা তাইত, সে গেল কোথায় ? আর পবিমলই বা কোথায় ?"

মনে হতেই সে ব্যাকুলভাবে চীৎকার করে ডাকল, "পরিমল ! পরিমল ! —"

অতি ক্ষীণস্বরে দূর থেকে জবাব শোনা গেল, "এই যে আমি এইখানে রবি-দা ! সেই গুদোম-ঘরে।"

"বটে ! আমি যে ভুলে গেছিলাম।" এই বলেই সে কমিশনার সাহেবকে সম্বোধন করে বলল, "স্যার ! এই আহত ফু-সিনের উপযুক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করে, দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন। তারপর দেখা যাক্, ভাগ্যক্রমে আর কোনো শিকার যদি আমাদের জালে উঠে থাকে ! আসুন স্যার, আসুন মিঃ সেন ! ঐ হলদে গুদোম-ঘরে আসুন।"

রবি রায় শিকারী ব্যাঘ্রের মত তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল।



ষোল

রবি রায়ের হল্‌দে গুদোম-ঘরে এতকাল কেবল উই আর মাকড়শার বাস ছিল ; কিন্তু আজ সেখানে যে দুটি প্রাণী আড্ডা নিয়েছে, তাই দেখে পরিমলের উৎসাহ বেড়ে গেছে শতগুণ ! সে কেবল সুইচ টিপে ইলেক্‌ট্রিসিটি চার্জ্জ করে বসে আছে, সঙ্গে-সঙ্গে গুদোম-ঘরে উঠেছে মহা আর্ত্তনাদ !

ব্যাপার দেখে পুলিশ-কমিশনার ত হেসেই খুন ! তিনি বললেন, "মিঃ রায় ! তোমার এই অপূর্ব্ব ফাঁদ দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি ! এতবড় একটা অতিকায়-জীব, সেও তোমার বুদ্ধি-কৌশলে কেঁচো হয়ে গেছে ! পৃথিবীর একটা ভয়ঙ্কর বিস্ময় আজ পরিমলবাবুর ইলেক্‌ট্রিক জালে বেধে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ছে ! বেচারী ইলেক্‌ট্রিক কারেন্টের ঘা খেয়ে-খেয়ে মুস্‌ড়ে পড়েছে । শেষটায় মরে না যায় !"

রবি বলল, "কিন্তু মুহূর্ত্তের সুযোগ পেলেই সে যে মূর্ত্তি ধারণ করবে, তা কল্পনা করাও কঠিন । কাজেই আর বেশীক্ষণ একে নিয়ে খেলা করা ঠিক হবে না । ওকে এবার মুক্তি দিন ।"

সকলেরই সেই মত হল । পুলিশ-কমিশনার সাহেব তখন তাঁর পিস্তল বার করে দম্‌-দম্ করে গোটা-কয়েক গুলি করলেন ।

দরজা বন্ধ না থাকলে, গুলি খেয়েও সেই দৈত্যটা বাইরে বেরিয়ে আসত নিশ্চয় । কিন্তু পরিমল ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ করে-করে সেই অতিকায় জীব ও তার অপর সহচর, চীনে বন্ধুটিকে ঘরের ভেতর কোণঠাসা করে ফেলেছিল ; আর সেই সুযোগে সে দরজায় শিকল এঁটে দিয়েছিল ।

পুলিশ-কমিশনারের পিস্তলে যে ক'টা গুলি ছিল, তা নিঃশেষ হলেও দৈত্যটার মৃত্যু হল না। তখন ইন্‌স্পেক্টর মিঃ সেনের রিভলভার মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করে দিল। কয়েকবার ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করে সেই অমানুষিক মানুষটি জন্মের মত নীরব হয়ে গেল।

তখন আরম্ভ হল তার অপর সঙ্গী চীনে সহচরটির ওপর নির্য্যাতন। প্রহার ও ব্যাটারী-চার্জ্জ সহ্য করতে না পেরে সে স্বীকার করল যে, সেও সেই ইয়েলো-ড্রাগনের অধিবাসী: ডাঃ ফু-সিন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু!

সে বলল, "আমার কাজ ছিল প্রধানতঃ গোয়েন্দাগিরি করা। জুয়েলার হোয়াং-লির বাড়ী থেকে যখন রবি রায ও পরিমলবাবু বেরিয়ে আসেন, তখন আমারই নির্দ্দেশমত হোটেলের একটা বাবুর্চ্চি তাঁদের অনুসরণ করেছিল।

ইয়েলো-ড্রাগন হোটেলে নবাগত কেউ উপস্থিত হলেই আমি তার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ করে নিতাম। উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের অবাঞ্ছিত পুলিশের কোন লোক যেন নিরাপদে সেখানে আড্ডা নিতে না পারে।

রবি রায় ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হলে, প্রৌঢ় চীনেম্যানের বেশে, তাঁর পাশের ঘরে থেকে আমি তাঁর সাথে আলাপ জমিয়ে নেই। কিন্তু তখন যদি একবারও তাঁর ছদ্মবেশ বুঝতে পারতুম!—

মূর্খ আমি—তাই রবি রায়ের ছদ্মবেশ চিনতে পারলুম না; তিনি আমাদের জন্য যে ফাঁদ পাতলেন, তাও বুঝতে পারলুম না। কাজেই গভীর রাতে ডাঃ ফু-সিন ও নর-বানরের সাথে আমিও ফাঁদের দিকে পা বাড়িয়ে দিলুম।

এখানে এসে আমি রইলুম বাইরে। আর নর-বানরকে নিয়ে ডাঃ ফু-সিন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন।

কিন্তু হঠাৎ ভেতর থেকে ডাঃ ফু-সিন চীনে ভাষায় চীৎকার করে বললেন, 'কেমন করে জানি না, সেই শয়তানটা ছাড়া পেয়েছে। সে নাকি ঐ কোণের ঘরটায় রয়েছে। শিস্ কেটে এখনই এই নর-বানরটাকে নিয়ে যাও, আর ঐ ঘর থেকে শয়তানটাকে খুলে নিয়ে যাও।'

যত শক্ত ঘরই হোক্‌না কেন, নর-বানরের সাহায্যে সে কাজ করা আমার পক্ষে একেবারেই কঠিন ছিল না। কিন্তু ঘরই যেখানে খালি, সেখান থেকে মুক্ত করব কাকে? আমরা যে রবি রায়ের কৌশলে আবার এক নতুন ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিচ্ছি, তা মুহূর্তের জন্যও তখন বুঝতে পারিনি।

এই ঘরে ঢুকে ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে খুঁজছি, এমন সময় আমার পায়ের তলায়, মেঝেয় আঁটা লোহার পাত্‌ বিদ্যুতের প্রভাবে হঠাৎ আগুন হয়ে উঠল, আর ঘরের মাঝে জ্বলে উঠল তীব্র আলো!

কি করব? বুদ্ধির খেলায় আমরা পরাজিত, তাই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। নইলে সাধ্য কি যে, এমন একটা দুধের ছেলে আজ সুইচ্‌ টিপে আমাদের নিয়ে এমন রগড় করতে সাহস পায়!"

কথা বলতে-বলতে চীনেবাবুটির ছোট চোখ দুটো থেকে অজস্র জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রবি রায় বলল, "মিঃ সেন! জমাদারকে হাত-কড়া লাগাতে বলুন। চীনেবন্ধুটিকে এইবার একটু বিশ্রাম দিন। এর পর যদি সে সহজে ইন্‌স্পেক্টর বিজয় মিত্রের ঠিকানাটি বলে দেয়, তবে

ভালই ; তা নইলে এর মুখ খুলবার ব্যবস্থা করতে হবে আবার ব্যাটারী চার্জ্জ করে।

আসুন, এদিকে ভোরও হয়ে এলো। এখন সবাই আপনারা হাত মুখ ধুয়ে নিন, পরিমল চায়ের ব্যবস্থা করবে। আপনারা সবাই আজ আমার অতিথি।"

কমিশনার সাহেবও মৃদু হেসে তার কথায় সম্মতি জানালেন।



সেদিন দুপুর বেলা হতেই আরম্ভ হল ডাক্তার ফু-সিনের স্বীকারোক্তি।

আহত দেহে, ব্যথিত ও ভগ্ন হৃদয়ে সে বলতে লাগল, "কিন্তু এত চেষ্টা করেও তোমরা আমায় গ্রেপ্তার করে বেশীক্ষণের জন্য রাখতে পারলে না- মৃত্যু আমার অতি নিকটে। তা যাহোক্, মরতে আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মনের সান্ত্বনা এই যে, আমি বিশ্বাস-ঘাতককে তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পেরেছি।"

মিঃ সেন আগ্রহভরে মাথা নীচু করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বলতে চাও ফু-সিন, খুলে বল। কেন তুমি তোমার দু'জন স্বদেশ-বাসীকে এইভাবে হত্যা করেছিলে?"

একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ফু-সিন বলল, "সে অনেক কথা। আমার বক্তব্য আমি মরবার আগেই সব-কিছু বলে যাব। বেশ বুঝতে পারছি এই পৃথিবী ত্যাগ করতে আমার খুব দেরী নেই। আমার কাহিনী শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, একজনের পাপ কিভাবে আর-একজনকে পাপের পথে টেনে আনে! আমার ভবিষ্যৎ ছিল উজ্জ্বল, প্রাণে ছিল অফুরন্ত আশা। কিন্তু একজনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় আমার সেই স্বপ্ন বৃথা হয়ে যায়। আমি মানুষ থেকে ক্রমে একটা হিংস্র পশুতে পরিণত হয়েছিলাম।

লি-ওয়াঙ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাই আমি তাকে ধ্বংস করেছি। কিন্তু হোয়াং-লির মৃত্যুতে আমার

কোন হাত ছিল না। সে কেবল লোভের বশেই তার মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল।”

কথাগুলো শেষ করে ডাক্তার ফু-সিন্ খানিকক্ষণ দম্ নিয়ে আবার বলতে সুরু করল, “প্রায় মাস ছয়েক আগে আমি এবং আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যান্টন থেকে গোপনে তিব্বতের পথে যাত্রা করি। আমরা দু'জনেই বিলেত-ফেরত শিক্ষিত ডাক্তার। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম ছিল ডাক্তার ফো-লিং, ওরফে লি-ওয়াঙ!”

কোনও উপায়ে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, তিব্বতের এক দুর্গম অঞ্চলে একটা নদীর ধারে একরকম বিষবৃক্ষ জন্মে। আমরা দৈবাৎ ঐ গাছের নির্য্যাস থেকে একপ্রকার তীব্র বিষ আবিষ্কার করি। সেই বিষ পরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, সেটা আবিষ্কৃত হলে মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ হবে; বহু কঠিন ব্যাধির কবল থেকে মানব-সমাজকে আমরা ঐ নির্য্যাস দিয়ে মুক্তি দিতে পারব।

মনে অদম্য উৎসাহ নিয়ে আমরা তিব্বতের পথে যাত্রা করলাম। তারপর যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে আমরা দু'জনে সেই নামহীন নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলাম।

সেই নদীর ধারে পৌঁছে উৎসাহে আমাদের পথের সমস্ত কষ্ট অন্তর্হিত হল। নদী পার হবার কোনও উপায় না দেখে আমরা কতকগুলো ছোট-ছোট গাছ কেটে একটা ভেলা তৈরী করলাম এবং তার সাহায্যে সেই নদী পার হয়ে অপর পারে এসে পৌঁছুলাম।

তখন থেকেই সুরু হল আসল বিপদের সূত্রপাত। সেখানে সেই বিষবৃক্ষের সন্ধানে দুদিন ঘুরে বেড়িয়েই আমরা একটা অদ্ভুত অথচ কঠিন সত্য আবিষ্কার করলাম। আমরা দৈবক্রমে এমন

একদেশে এসে উপস্থিত হলুম, যেখানে কালের নিষ্ঠুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক বিশালকায় ভয়ঙ্কর জীব সশরীরে বিরাজ করছে।"

কথাগুলো বলতে-বলতে ফু-সিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলতে সুরু করলে, "এরপর থেকে আমরা প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতাম। নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে একটা পর্ব্বতের গুহায় আমরা দু'জনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।

একদিন ভোর বেলা আমি বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে বিষবৃক্ষের সন্ধানে চললাম। বিষবৃক্ষের সন্ধানে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি একটা হীরকের জন্মভূমি আবিষ্কার করলাম।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাদের আশ্রয়ে ফিরে এসে আমার বন্ধু লি-ওয়াঙকে সব কথা খুলে বললাম। পরামর্শ করে স্থির হল যে, এবার আমরা সেই জলাভূমি থেকে কিছু হীরক সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যাব; তারপর এখানে আবার আসব সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে।

তারপর একদিন সকাল বেলা আমরা দু'জনে সেই জলাভূমি থেকে চেষ্টা করে কিছু হীরক সংগ্রহ করলাম। কতকাল আগের ভূমিকম্পে মাটি ফেটে এসব হীরক-খণ্ড বেরিয়ে, কয়লার স্তূপের সঙ্গে পৃথিবীর বুকে মাটিচাপা হয়ে পড়ে ছিল বল্‌তে পারিনে; যাই হোক—হঠাৎ আমি সেই জলাভূমির ধারে নরম মাটির ওপর একটা অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। সেটা দেখতে ঠিক মানুষের মত হলেও মানুষের পায়ের ছাপ কখনও এত প্রকাণ্ড হতে পারে না।

সেই ভয়ানক পায়ের ছাপ আবিষ্কার করে আতঙ্কে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার বন্ধু লি-ওয়াঙ একটা

প্রকাণ্ড গাছের ওপর ঘন ঝোপের দিকে তাকিয়ে সভয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠল। আমি সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, অধুনালুপ্ত নর-বানর জাতীয়ই একটা বীভৎস প্রকাণ্ড দানব গাছের ঘন ঝোপের আড়ালে নিজের দেহকে লুকিয়ে রেখে আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

লি-ওয়াঙ গুলি করতে উদ্যত হল; আমি লি-ওয়াঙকে গুলি করতে বাধা দিলাম। কিন্তু আমি বাধা দেবার পূর্ব্বেই সে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল।

গুলি খেয়ে দানবটা একটা অমানুষিক আর্ত্তনাদ করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হল। আমরা প্রাণের ভয়ে নদীতীর লক্ষ্য করে ছুটলাম। কারণ, আহত হয়ে পলায়ন করলেও, সে যে আমাদের সহজে নিষ্কৃতি দেবে না, তা আমরা জানতাম।

নদীতীরে পৌঁছে আমরা একটা গোপন জায়গায় রক্ষিত আমাদের সেই ভেলার দিকে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ আচম্‌কা আমার মাথায় একটা কঠিন কিছুর আঘাত পেয়ে আমি সেখানে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম।”

ডাক্তার ফু-সিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। বাকীটা আমি খুব সংক্ষেপেই শেষ করব। নইলে হয়ত সমস্তটা আমি শেষ করে যেতে পারব না। আমার জ্ঞান হবার পর দেখতে পেলাম, আমি নদীতীরে মাটিতে পড়ে আছি। ধীরে-ধীরে আমার সমস্ত ঘটনা মনে হল। বুঝতে পারলাম, লি-ওয়াঙ হীরকের লোভে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ভবিষ্যতে সে এই জলাভূমির সমস্ত হীরক একলাই ভোগ করতে চায়; তাই সে আমাকে তার পথ থেকে সরাবার এই সুযোগ ত্যাগ করেনি।

আমি উঠতে গেলাম। হঠাৎ মাথার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে আমাব দম বন্ধ হবার যোগাড় হল। আমার মাথার কাছেই বসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লি-ওয়াঙের গুলিতে আহত সেই ভীষণ-দর্শন নব-বানবটা।

সেই বানবটা আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে অদ্ভুত ভাষায় আমাকে ইসারা করে কিছু খেতে দিল। তার এই ব্যবহারে আমি অতি মাত্রায় বিস্মিত হলাম। এরা বন্য এবং ভীষণ-দর্শন হলেও এদের বুদ্ধি আছে; মানুষের মত এবা অকৃতজ্ঞ নরাধম নয়। তাকে গুলি করবাব সময়ে আমি লি-ওয়াঙকে বাধা দিয়েছিলাম, তা সে দেখেছিল, এবং লি-ওয়াঙ যে আমায় আহত করে পলায়ন করেছিল তাও হয়ত তার দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। তাই সে স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতাবশে আমাকে শুশ্রূষা করে আমার জ্ঞান ফিবিয়ে এনেছিল।

তাবপর সেই নর-বানরের দেশে কিছুদিন থেকে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। বলতে গেলে সেই নর-বানরটাই আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। সে তার স্বাভাবিক বুদ্ধির বলে বুঝতে পেরেছিল যে, আমি আমার বন্ধুর দ্বাবা প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু কেন, তা সে বুঝতে পারেনি।

সুস্থ হয়েই আমার মনে ভীষণ এক প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। এখন আমার মনে ঐ এক চিন্তা। আমি ছলে বলে কৌশলে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর ওপর প্রতিশোধ নেবার উপায় খুঁজতে লাগলাম। যাহোক্, আমাকে ফাঁকি দিয়ে লি-ওয়াঙ বাঁচতে পারেনি। তাকে আমি তার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। আমার প্রতিহিংসার ভয়ে সে ক্যান্টন থেকে পালিয়ে এইখানে এসেছিল।

আমি জানতাম, লি-ওয়াঙ সেই হীরকগুলো সব দেশে নিয়ে যেতে

পারবে না। তাতে পথে তার যথেষ্ট বিপদের আশ্রঙ্কা রয়েছে। কাজেই হীবাগুলো সে কোনও গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে ফিরে যাবে, তারপর সে সুযোগমত এসে সেগুলো উদ্ধার করবে।

সুতরাং এর পর থেকে আমি তার আগমনের আশায় দিন গুণতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ একদিন নদীর ধাবে তাকে সেই নর-বানরটা দেখতে পেয়ে আক্রমণ কবে। লি-ওয়াঙের ডান হাত নর-বানবটার আক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন হয়। কিন্তু তাহলেও সে কোনও উপায়ে নব-বানরটাকে বন্দুকের গুলিতে জখম করে অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে।

আমি বুঝতে পারলাম যে, লি-ওয়াঙ তাব গচ্ছিত হীরকগুলো নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। সুতরাং সে আর জীবনে ভুলেও সে পথে আসবে না প্রাণের ভয়ে। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করতে হল। আমি সেই নর-বানবটাকে একটা বড় কাঠের বাক্সে পূরে গোপনে ক্যান্টনে এসে উপস্থিত হই।

তারপর বহু চেষ্টার পর আমি লি-ওয়াঙের সন্ধান করে নর-বানরটাকে নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হই তার সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে। এর মাঝে কৌশলে প্রতিশোধ নেবার একটা অদ্ভুত পন্থা আমার মস্তিষ্কে উদয় হল। এবং তার ফলেই ঐ নর-বানর-মূর্ত্তির সৃষ্টি।

ঐ বানর মূর্ত্তি তৈরী করে আমি দুটো উজ্জ্বল মণি তার চোখে বসিয়ে দিই। তারপর আমার আবিষ্কৃত ভেষজ বিষ এমন কৌশলে মূর্ত্তিটার ভেতর স্থাপন করি যাতে কেউ কৌতূহলী হয়ে সেই উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মণি দুটো স্পর্শ করলেই একটা সূক্ষ্ম সুচের সাহায্যে ঐ বিষ তার দেহের ভেতর প্রবেশ করে এবং এর ফলে পাঁচ মিনিটের ভেতরেই তার অতি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

একদিন কৌশলে আমার এক বিশ্বাসী বন্ধুর দ্বারা ঐ নর-বানর-মূর্ত্তিটা আমি লি-ওয়াঙকে উপহার দেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সেই বিশ্বাসী বন্ধুটিও আজ তোমাদের হাতে বন্দী!

লোভী লি-ওয়াঙ অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির কাছ থেকে সেই মণিময় বানর-মূর্ত্তি পেয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ করল না এবং এর ফলে তার পরদিন তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে আমার প্রেরিত অতিকায় নর-বানরটিকে আমি তার ঘরে পাঠিয়ে দেই ঐ মূর্ত্তিটা আনবার জন্যে। আমি ভেবেছিলুম, লি-ওয়াঙ হয়ত অনেক আগেই তার কৌতূহল মিটাতে যেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু সে জ্যান্ত থাকতেই অতিকায় নর-বানর যখন তার ঘরে যেয়ে উপস্থিত হল, লি-ওয়াঙ তখন তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে। গুলি খেয়ে রক্তাক্ত দেহে সে বেরিয়ে আসে।

এর খানিক পরেই লি-ওয়াঙের মৃত্যু হয়। কিন্তু আমার সেই বিষের আধার নর-বানর-মূর্ত্তিটা আর আমি ফিরে পেলাম না। জুয়েলার হোয়াং-লি সেই মূর্ত্তিটা ও লি-ওয়াঙের পিস্তলটি হস্তগত করে পালিয়ে যায়।

আমি সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে, জুয়েলার হোয়াং-লি গোপনে লি-ওয়াঙের কাছে যাতায়াত করত। অবশ্য এর কারণ আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম।

আমি হোয়াং-লিকে ভয় দেখিয়ে নর-বানর-মূর্ত্তিটা উদ্ধার করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে মূর্ত্তিটার কথা অস্বীকার করে বসল, এবং আমাকে বিপথে চালিত করবার জন্যে আমাকে তোমাদের সন্ধানটাও জানিয়ে দিল।

এরপর আমি একদিন চরম সিদ্ধান্ত করে অতিকায় নর-বানরটিকে

হোয়াং-লির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলুম। আমি নিজে তার সাথে চল্লাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল, অতিকায় নর-বানরটি ওপরে উঠবার আগেই পাইপ্ ও কার্ণিশ ভেঙ্গে সে পড়ে গেল।

পরদিনই শুনতে পেলুম হোয়াং-লি মারা গেছে। কেন মারা গেছে, তা বুঝলুম। কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি যে, মূর্ত্তিটা তার মৃত্যুর পরক্ষণেই তোমাদের হাতে যেয়ে পড়েছে। আমি তখনো তা জানতাম না, কাজেই মূর্ত্তিটার জন্য আমি গোপনেই সন্ধান করতে লাগলাম।"

ফু-সিন খনিকটা দম নিয়ে বলল, "তারপর সমস্ত ঘটনা তোমাদের জানা আছে। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। তবে আমার দুঃখ এই, একটা কলঙ্কের বোঝা নিয়েই আমাকে এই পৃথিবী ত্যাগ করতে হল। কিন্তু তবুও আমার সান্ত্বনা এই যে, বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে আমি চূর্ণ করে যেতে পেরেছি। ভগবান্ বুদ্ধ আমাকে ক্ষমা করুন।"

ডাক্তার ফু-সিন একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে চোখ বুজল। মিঃ সেন ব্যগ্রভাবে তাকে পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। রবি বুঝল যে, ডাক্তার ফু-সিনের ব্যর্থ আত্মা এমন এক দেশে যাত্রা করেছে যেখানে কেউ কোনদিনই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

আঠারো

পরদিন সকাল বেলা রবি রায়ের বাড়ীতে চা খেতে-খেতে ডাক্তার ফু-সিনের মৃত্যুর কথা আলোচনা হচ্ছিল। ইন্‌স্পেক্টর বিজয় মিত্র আজ তার প্রধান অতিথি। ডাক্তার ফু-সিনের চীনে বন্ধুটি অত্যাচারের ভয়ে বিজয়বাবুর ঠিকানা বলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই বিজয়বাবু আবার তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ফিরে এসেছেন।

রবি গম্ভীরভাবে বসে ছিল। পরিমল একবার আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিনোদবাবুকে বলল, "কিন্তু আপনার নিরুদ্দেশ-রহস্য এখনও সমাধান হয়নি মনে রাখবেন।"

বিজয়বাবু বললেন, "আমার নিরুদ্দেশ-রহস্য সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছুই নেই। নিহত লি-ওয়াঙের ভৃত্য উং-ফুর কাছে সমস্ত কাহিনী শুনে আমি তাকেও সন্দেহ করেছিলুম। আমি যখন বেরিয়ে আসতে-আসতে বলি যে,—'চীনে গুণ্ডামি আমি দেখে নেব', তখন কে জানত যে, আমার সেই কথা অন্য কেউ ওত পেতে শুনছে?

আমি বাইরে আসতেই দেখি যে, একটা লোক আমায় দেখেই যেন হঠাৎ ঘাবড়ে গেল, তারপর সে চট্ করে তার সাইকেলে চেপে বোঁ করে একদিকে ছুটে চল্‌ল। আমি ভাব্‌লাম, নিশ্চয়ই লি-ওয়াঙের হত্যাকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট কোন লোক। আমি তদন্ত করছি জেনে, সে নিশ্চয়ই আমার পিছু নিয়েছে।

এ-কথাটা মনে হতেই আমিও সাইকেলে তার পেছনে ছুটলুম। সে গিয়ে উঠল ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলে। আমিও সেখানে উপস্থিত

হলুম। ভাবলুম ম্যানেজারকে ডেকে, লোকটার পরিচয় জেনে নিয়ে একটা-কিছু ব্যবস্থা করব। কিন্তু তা আর হল না।

ইয়েলো-ড্রাগন্ হোটেলের হল্-ঘরে উপস্থিত হওয়ামাত্র হঠাৎ পেছন দিকে কে একজন আমার মাথায় দিলে প্রচণ্ড এক আঘাত, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার চৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেল।

জ্ঞান হতেই দেখি, আমি এক অন্ধকার ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি! তারপর সেই ভাবেই ছিলুম দীর্ঘকাল, অবশেষে রবি যেয়ে আমায় মুক্ত করে নিয়ে আসে। কাজেই আমি একেবারে যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছি, এ-কথা মুক্তকণ্ঠে বলব শতবার।

পুলিশ-কমিশনার মিঃ রবার্টসন বললেন, "আমার ত' আপনার আশা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলুম মিঃ মিত্তির! কিন্তু আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, মিঃ রবি রায়ের মত লোক এখনো এখানে জীবিত আছেন। ডাক্তার ফু-সিনের মত সাঙ্ঘাতিক লোক, অতিকায়-জীবের মত ভয়াবহ সৃষ্টি, আর নর-বানর-মূর্ত্তির মত উৎকট সৌন্দর্য্য—মনে হয়, এ সবই সাক্ষাৎ যম—সাক্ষাৎ কাল!

মিঃ রায় সারা বাংলাদেশকে এমন 'কালের কবল' থেকে মুক্ত করেছেন—কাজেই দেশ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, আমিও কৃতজ্ঞ!"

রবি রায়ের মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠ্ল।

—শেষ—